প্রেম

নিকোলাস লেস্‌কফ
রচিত
মৎসেন্‌স্ক জেলার
'লেডি ম্যাক্‌বেথ'

শ্রীমান অবধূতের করকমলে

সৈয়দ মুজতবা আলী

অনুবাদকের নিবেদন

নিকোলাই সেমোনোভিচ্ লেস্কফের 'প্রেম' (আসলে নাম 'মৎসেন্স্ক্ জেলার লেডি ম্যাক্‌বেৎ') গল্পটি আমার কাছে অনবদ্য এবং বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয় বলে মনে হয়। লেস্কফের জন্ম ১৮৩১-এ এবং মৃত্যু ১৮৯৫-এ। 'প্রেম' প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ সালে। ঐ সময় তলস্তয় ও তুর্গেনিয়েফ্ তাঁদের খ্যাতির মধ্যগগনে। সে সময় লেখক হিসেবে নাম করা খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। আরেকটি কথা বললেই যথেষ্ট হবে। এর কয়েক বৎসর পরে যখন ফ্রান্সে মপাসাঁর ছোট গল্প মাসিকপত্রে বেরতে আরম্ভ করে তখন সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই—সেগুলোর অনুবাদ অন্যান্য ইয়োরোপীয় ভাষায় হতে থাকে, এক রুশ ভাষা ছাড়া—যদিও রুশদেশই সে যুগে ফ্রান্সের সবচেয়ে বেশি নকল করত। তার কারণ রুশাকাশে তখন একাধিক অত্যুজ্জ্বল গ্রহ উপ-গ্রহের সংযোগ।

এই উপন্যাসটি প্রায় যেন গ্রীক ট্রাজেডি। নিয়তির অলঙ্ঘ্য নির্দেশ, কিংবা বলতে পারেন প্রকৃতিদত্ত রজোগুণের কাম-তাড়নায় (কাতেরীনা) কিংবা নীচাশয়তায় (সের্‌গেই) এরা যেন কোন্ এক অজানিত করাল অস্তাচলের পানে এগিয়ে চলেছে। নিদারুণ কঠিন অবস্থায় পড়ে এরা তখন কি-সব অমানুষিক কাজ করে তারই উল্লেখ করতে গিয়ে স্বয়ং লেস্কফ্ই বলেছেন, 'যারা এই উপদেশ-বাণীতে কর্ণপাত করে না, এ-রকম বীভৎস অবস্থায় যাদের হৃদয়ে মৃত্যু-চিন্তা প্রলোভনের চেয়ে ভয়ের সৃষ্টি করে বেশি—তাদের করতে হয় বীভৎসতর এমন-কিছু যেটা এই আর্ত ক্রন্দন-ধ্বনির টুঁটি চেপে ধরে তাকে নীরব করে দেবে। এই তত্ত্বটি আমাদের নিত্যদিনের সাধারণ সাদামাটা সরল মানুষ উত্তমরূপেই হৃদয়ঙ্গম করতে জানে; এ অবস্থায় সে লাগাম ছেড়ে তার নির্ভেজাল নীচ পাশবিক প্রবৃত্তিকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দেয়; সে তখন সাজে সঙ, নিজেকে নিয়ে আরম্ভ করে নিষ্ঠুর খেলা, আর-পাঁচজন মানুষকে নিয়েও—তাদের কোমলতম হৃদয়ানুভূতি নিয়ে। এরা (এস্থলে সাইবেরিয়াগামী যাবজ্জীবন কঠোর কারাদণ্ডের কয়েদীর পাল) এমনিতেই অত্যধিক কোমল স্বভাব ধরে না—এ-রকম অবস্থায় পড়ে তারা হয়ে যায় দ্বিগুণ পিশাচ।'

এবং বীভৎস রসের সঙ্গে সঙ্গে এতে আছে অতি মধুর গীতিরস, রুশ নিদাঘ দিনান্তের অপূর্ব বর্ণনা, প্রেমের আকুতি-মিনতি, অভিমান, ক্ষণকলহ, মিলন-বিচ্ছেদ—এবং সর্বশেষে দয়িতের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ।

এস্থলে আমি ব্যক্তিগত ভাবে সভয়ে সবিনয় নিবেদন করি, এবং যুক্তি না দেখিয়ে সংক্ষেপেই করি, কাতেরীনা যত পাপাচারই করে থাকুক, তার একনিষ্ঠ প্রেম আমাকে মুগ্ধ করেছে। তথাকথিত ভদ্র মানবসমাজেও এ-জাতীয় প্রেম বিরল। চেখফের 'তুলালী' পড়ে তলস্তয় পরবর্তী যুগে যা বলেছেন, হয়তো এস্থলেও তা-ই বলতেন।

মপাসাঁর 'বেল্ আমি'-র সঙ্গে পাঠক এ নভেলিকার মিল দেখতে পাবেন। কিন্তু 'বেল্ আমি' প্রকাশিত হয় লেস্কফের বইয়ের কুড়ি বৎসর পরে। মপাসাঁর যৌবনে তাঁর সঙ্গে প্রায়ই দেখা হত তুর্গেনিয়েফের—ফ্লোবেরের বাড়িতে। হয়তো বা সে সময় তুর্গেনিয়েফ্ গল্পটি মুখে মুখে মপাসাঁকে বলে থাকতে পারেন —কারণ মপাসাঁ যখন প্লটের জন্য মা'কে চিঠি লিখতে পারেন, তখন তাঁর প্রতি সদাস্নেহশীল গুরুসম তুর্গেনিয়েফ্‌কে যে তিনি এ বিষয়ে অনুরোধ করবেন তাতে আর বিচিত্র কি? মপাসাঁর চিঠিতেই রয়েছে, তিনি একবার তুর্গেনিয়েফ্‌কে জিজ্ঞেস করেন, মাতাল ইংরেজ খালাসী যদি হঠাৎ গান ধরে তবে তারা কি গান গাইবে—"গড্ সেভ্ দি কুইন?" তুর্গেনিয়েফ্ বললেন, বয়ঞ্চ গাইবে "রুল ব্রিটানিয়া" এবং সেইটি অনুবাদ করে তাঁকে সাহায্য করেন।

এ পুস্তকে আদিরসের প্রাধান্য হয়তো বাঙালী পাঠকের কিঞ্চিৎ পীড়ার কারণ হতে পারে। কিন্তু রুশ-সাহিত্যের মহারথীরাও এই ধরনেই লিখেছেন (তলস্তয়ের নেখলুদফ্-মাস্‌লভা, এবং গর্কির তো কথাই নেই)। বস্তুত এ বই যদি লিখতেই হয় তবে এ-ছাড়া গতি নেই। 'কুমারসম্ভব' লিখতে হলে কালিদাসের মতই লিখতে হয়, 'চৌরপঞ্চাশিকা' লিখতে হলে চুড়ের মত লিখতে হয়।

অনুবাদ করতে হলে যে-কটি গুণের প্রয়োজন হয়, তার একটিও আমার নেই। তাই আমি আমার একাধিক মিত্র তথা শিষ্যকে এই নভেলিকাটি অনুবাদ করার জন্য অনুরোধ করেছি। তাঁরা করেননি বলেই (মাঝখান থেকে বইখানি আমাকে তিন-তিনবার কিনতে হয়েছে!) আমি এটাতে হাত দিয়েছিলুম। করতে গিয়ে বুঝতে পারলুম, অনুবাদ-কর্ম কী কঠিন গর্ভযন্ত্রণা। নিজের আপন লেখা আপন পাঁঠা, কিন্তু পয়েরটা বলি দিতে হয় শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে। তদুপরি যে সমস্যা আমাকে সবচেয়ে চিন্তায় ফেলেছে সেটি এই: যদি সেটাকে মধুর বাঙলায় হুবহু আপন মাতৃভাষায় যে রকম বলি, শুনি, সে-রকম অনুবাদ করি তবে বাঙালী পাঠক সেটি হোঁচট না খেয়ে খেয়ে আরামে পড়ে যাবেন—কিন্তু তাতে রুশ-বৈশিষ্ট্য মারা যাবে। পক্ষান্তরে সে বৈশিষ্ট্য রাখতে গেলে অনুবাদ হয়ে যায়

আড়ষ্ট, পাঠক রস পায় না,—তা হলে আর বৃথা পরিশ্রম করলুম কেন? তবে মাঝে মাঝে ইকন্, সামোভার, আপেল গাছ, ভল্‌গা, নিজ্‌নি নভগরদ আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে—প্রয়োজনীয় রুশ আবহাওয়া তৈরি করে। তবু বলি, অনুবাদটি যোগ্য ব্যক্তির করা উচিত ছিল।

সর্বশেষে নিবেদন, কয়েক মাস ধরে নিদ্রাকৃচ্ছ্রতায় ভুগি। তখন চিকিৎসক উপদেশ দেন, কোনো মৌলিক রচনায় হাত না দিয়ে যেন অনুবাদ-কর্ম আরম্ভ করি—তাতে করে রোগশয্যার একঘেঁয়েমি থেকে খানিকটে মুক্তি পাবো। রোগশয্যার অজুহাত শুনে আমার অনুরাগী পাঠক (এ নিবেদনটি একমাত্র তাঁদেরই উদ্দেশে) যে অনুবাদ পছন্দ করে বসবেন, এ আশা আমার করা অনুচিত, কিন্তু কটু-কাটব্য করার সময় হয়তো সে-কথা ভেবে খানিকটে ক্ষমার চোখে দেখবেন। এবং অতি সর্বশেষ নিবেদন, অনিদ্রারোগে অনুবাদকর্ম অতিশয় উপকারী। এটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বললুম। আমার মত যাঁরা অনিদ্রায় ভুগছেন তাঁরা উপকৃত হবেন। কিমধিকমিতি॥

সৈয়দ মুজতবা আলী

পাত্রপাত্রী

রুশ উপন্যাসে একই পাত্রকে ভিন্ন ভিন্ন পাত্রপাত্রী ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকে বলে নিম্নে তাদের নির্ঘণ্ট দেওয়া হল:

ইস্‌মাইলফ্‌	পরিবারের নাম
বরিস তিমোতেইয়েভিচ্‌ ইস্‌মাইলফ্‌ বরিস তিমোতেইয়েভিচ	বাড়ির কর্তা
জিনোভিই বরিসিচ্‌	পুত্র
কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌না ইস্‌মাইলভা, কেট, একেতারীনা ল্‌ভভ্‌না, ল্‌ভভ্‌না	বরিসের পুত্রবধূ, জিনোভিইয়ের স্ত্রী
সের্‌গেই ফিলিপচ্‌, সেরেজ্‌কা, সেরেজেশ্‌কা, সেরেজেঙ্কা, সেরেজা	পুত্রবধূর প্রণয়ী
আক্‌সীনিয়া	পাচিকা
ফেদর জাখারফ্‌ লিয়ামিন, ফেদিয়া	সম্পত্তির অংশীদার বালক
তিয়োনা, সোনেৎকা ও অন্যান্য	কয়েদী

মাঝে মাঝে আমাদের এই অঞ্চলে এমন সব নরনারীর আবির্ভাব হয় যে, তারপর যত দীর্ঘকালই কেটে যাক না কেন, তাদের কথা স্মরণে এলেই যেন অন্তরাত্মা পর্যন্ত শিউরে ওঠে। এবং, এদের মধ্যে নিশ্চয়ই পড়ে এক ব্যবসায়ীর স্ত্রী, কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌না ইস্‌মাইলভা। এর জীবন এমনই বীভৎস নাটকীয় রূপ নিয়েছিল যে, আমাদের সমাজের পাঁচজন ভদ্রলোক কোন এক মস্করাবাজের অনুকরণে একে নাম দিয়েছিল, 'ম্‌ৎসেন্‌স্ক্‌ জেলার লেডি ম্যাকবেৎ'।

কাতেরীনা তেমন কিছু অপূর্ব রূপসী ছিল না, কিন্তু চেহারাটি ছিল সত্যই সুশ্রী। তখন তার বয়েস সবে চব্বিশ; মাঝারি রকমের খাড়াই, ভালো গড়ন আর গলাটি যেন মার্বেল পাথরে কোঁদাই। ঘাড় থেকে বাহু নেমে এসেছে সুন্দর বাঁক নিয়ে, বুক আঁটসাঁট, নাকটি বাঁশীর মত শক্ত আর সোজা, শুভ্র উন্নত ললাট আর চুল এমনিই মিশমিশে কালো যে আসলে ওটাকে কালোয় নীলে মেশানো বলা যেতে পারে। তার বিয়ে হয়েছিল ব্যবসায়ী ইস্‌মাইলফের সঙ্গে। সে বিয়েটা প্রেম বা ঐ ধরনের অন্য কোনো কারণে হয় নি—আসলে ইস্‌মাইলফ্‌ তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল ঐ যা, আর কাতেরীনা গরীবের ঘরের মেয়ে বলে বিশেষ বাছবিচার করার উপায় তার ছিল না।

ইস্‌মাইলফ্‌ পরিবার আমাদের শহরে গণ্যমান্যদের ভিতরই। তাদের ব্যবসা ছিল সবচেয়ে সেরা ময়দার, গম পেষার জন্য বড় কল তারা ভাড়া নিয়েছিল, শহরের বাইরে ফলের বাগান থেকে তাদের বেশ দু'পয়সা আসতো এবং শহরের ভিতরে উত্তম বসত-বাড়ি। মোদ্দা কথায়, তারা ধনী ব্যবসায়ীগুষ্ঠীর ভিতরেরই একটি পরিবার। তার উপর পরিবারটিও মোটেই পুঞ্জিতে ভর্তি নয়। শ্বশুর তিমোতেইয়েভিচ্‌ ইস্‌মাইলফ্‌, আশীর মত বয়েস, বহুকাল পূর্বে তার স্ত্রী মারা গেছে। তার ছেলে, কাতেরীনার স্বামী জিনোভিই বরিসিচ্‌ পঞ্চাশের চেয়েও বেশ কিছু বেশী—আর সর্বশেষে কাতেরীনা, ব্যস্‌। পাঁচ বছর হল কাতেরীনার বিয়ে হয়েছে কিন্তু এখনো ছেলেপুলে কিছু হয়নি। প্রথম পক্ষের স্ত্রীও কোনো সন্তান রেখে যায়নি—জিনোভিইয়ের সঙ্গে কুড়ি বছর ঘর করার পরও। তার মৃত্যুর পর সে কাতেরীনাকে বিয়ে করে। এবারে সে আশা করেছিল, বুঝি ভগবানের আশীর্বাদ এ-বিয়ের উপর নেমে আসবে—বংশের সুখ্যাতি সম্পত্তি বাঁচাবার জন্য সন্তান হবে, কিন্তু কপাল মন্দ, কাতেরীনার কাছ থেকেও কিছু পেল না।

এই নিয়ে জিনোভিইয়ের মনস্তাপের অন্ত ছিল না, এবং শুধু সে-ই না, বুড়ো

বরিসেরও। কাতেরীনারও মনে এই নিয়ে গভীর দুঃখ ছিল। আর কিছু না হোক—এই যে অন্তহীন একঘেয়ে জীবন তাকে মূঢ় মোহ্যমান করে তুলছে তার থেকে সে নিষ্কৃতি পেত, ভগবান জানেন কতখানি আনন্দ পেত সে, যদি নাওয়ানো খাওয়ানো জামা-কাপড় পরানোর জন্য একটি বাচ্চা থাকতো তার—নিষ্কৃতি পেত এই বদ্ধ, উঁচু পাঁচিলওলা, মারমুখো কুকুরে ভর্তি বাড়িটার অসহ্য একঘেয়েমি থেকে। শুধু তাই নয়, ঐ এক থোঁটা শুনে শুনে তার প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল—'বিয়ে করতে গেলি কেন, তুই? একটা ভদ্রলোকের জীবন সর্বনাশ করলি তুই,—মাগী, বাঁজা পাঁঠি।' যেন মারাত্মক পাপটা তারই, সে পাপ তার স্বামীর বিরুদ্ধে, শ্বশুরের বিরুদ্ধে, এমন কি তাদের কুলে সাধু ব্যবসায়ীগুষ্ঠীর বিরুদ্ধে!

ধনৈশ্বর্য, আরাম-আয়েশে পরিপূর্ণ এই বাড়িতে কাতেরীনার ছিল সবচেয়ে নিঃসঙ্গ জীবন। দেখাটেখা করতে সে যেত খুবই কম এবং যদি বা তার স্বামীর সঙ্গে তার ব্যবসায়ী বন্ধুদের বাড়িতে যেত তাতেও কোনো আনন্দ ছিল না। ওরা সব প্রাচীন ধরনের কড়া লোক। তারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখত, সে কি ভাবে বসে, তার আচরণ কি রকম, সে কি ভাবে আসন ত্যাগ করে; ওদিকে কাতেরীনা তেজী মেয়ে এবং দুঃখদৈন্যে শৈশব কেটেছে বলে সে অনাড়ম্বর ও মুক্ত জীবনে অভ্যস্ত। পারলে সে এখখুনি দুটো বালতি দু'হাতে নিয়ে ছুটে যায় জাহাজঘাটে। সেখানে শুধু শেমিজ গায়ে স্নান করতে। কিংবা বেড়ার ফাঁক দিয়ে রাস্তার ঐ ছোঁড়াটার গায়ে বাদামের খোসা ছুঁড়ে মারতে। কিন্তু হায়, এখানে সব-কিছু সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভোর হওয়ার পূর্বেই তার শ্বশুর আর স্বামী ঘুম থেকে উঠে জালা জালা চা খেয়ে ছ'টার ভিতর কাজ-কারবারে বেরিয়ে যান, আর সে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ একা-একা আলস্যে আলস্যে এ-ঘর ও-ঘর করে করে ঘুরে মরে। সবকিছু ছিমছাম, ফাঁকা। দেব-দেবীদের সামনে স্তিমিত প্রদীপ জ্বলছে। সমস্ত বাড়িতে আর কোনো জনমানবের চিহ্ন নেই, কারো কণ্ঠস্বরের লেশমাত্র নেই।

কাতেরীনা ফাঁকা এ-ঘর থেকে ফাঁকা ও-ঘরে যায়, তারপর আরেক দফা আরো খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে, তারপর একঘেয়েমির জন্য হাই তোলে। তারপর সরু সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে ওঠে উঁচুতে নিজেদের শোবার ঘরে। সেখানে খানিকক্ষণ অলস নয়নে তাকিয়ে থাকে নিচের দিকে যেখানে দড়ি বানাবার পাটসুতো ওজন করা হচ্ছে, কিংবা অতি উৎকৃষ্ট মিহিন ময়দা গুদোমে পোরা হচ্ছে। আবার সে হাই তোলে—তাই করে যেন সে খানিকটে আরাম পায়। তারপর ঘণ্টাখানেক, ঘণ্টা দুই ঘুমিয়ে ওঠার পর আবার আসবে সেই

একঘেয়েমি—রুশদেশের খাঁটি একঘেয়েমি, ব্যবসায়ী বাড়ির একঘেয়েমি। সে-একটানা, বৈচিত্র্যহীন একঘেয়েমি এমনই নিরন্ধ্র যে তাই লোকে বলে, তখন কোনো গতিকে কোনো একটা বৈচিত্র্য আনার জন্য মানুষ সানন্দে গলায় দড়ি দিয়ে দেখতে চায় তাতে করে কিছু একটা হয় কিনা। কাতেরীনার আবার বই পড়ারও বিশেষ শখ ছিল না; আর থাকলেই বা কি? বাড়িতে ছিল সর্বসুদ্ধ একখানা বই—কিয়েফ শহরে সংকলিত 'সন্তদের জীবনী'।

ধনদৌলতে ভরা শ্বশুরের এই বাড়িতে কাতেরীনার পুরো পাঁচটি বছর কেটে গেল অসহ একঘেয়েমিতে—মমতা-হীন স্বামীর সঙ্গে সহবাস করে। কিন্তু আকছারই যা হয়—এক্ষেত্রেও কেউ সেদিকে ক্ষণতরেও ভ্রূক্ষেপ করলো না।

॥ ২ ॥

কাতেরীনার বিয়ের ছ'বছর পর যে-বাঁধের জলে ইস্‌মাইলফ্‌দের গম-পেষার কল চলতো সেটা ফেটে গেল। আর অদৃষ্ট যেন ওদের ভেংচি কাটবার জন্যই ঠিক ঐ সময়ে মিলের উপর পড়লো প্রচণ্ড কাজের চাপ। তখন ধরা পড়ল যে ভাঙনটা প্রকাণ্ড। জল পৌঁচেছে সক্কলের নিচের ধাপে। জোড়াতালি দিয়ে কোনো গতিকে ভাঙনটাকে মেরামত করার সর্ব প্রচেষ্টা হল নিষ্ফল। জিনোভিই আশপাশের চতুর্দিক থেকে আপন লোকজন গম-কলে জড়ো করে সেখানে ঠায় বসে রইল দিনের পর দিন, রাত্তিরের পর রাত্তির। বুড়ো বাপ ওদিকে শহরের ব্যবসা-কারবার সামলালে। আর কাতেরীনার কাটতে লাগলো আরো নিঃসঙ্গ একটানা জীবন। গোড়ার দিকে স্বামী না থাকায় তার জীবনের একঘেয়েমি যেন চূড়ান্তে পৌঁছল, পরে আস্তে আস্তে তার মনে হল, এটা তবু ভালো—এতে করে যেন সে খানিকটে মুক্তি পেল। স্বামীর দিকে তার হৃদয়ের টান কখনো ছিল না। স্বামী না থাকায় তার উপর হাম্বাই-তাম্বাই করার মত লোক অন্তত একজন তো কমলো।

একদিন কাতেরীনা ছাতের উপরের ছোট্ট ঘরে জানলার পাশে বসে ক্রমাগত হাই তুলছিল। বিশেষ কিছু নিয়ে যে চিন্তা করছিল তা নয়। করে করে আপন হাই তোলা নিয়ে নিজেই যেন নিজের কাছে লজ্জা পেল। ওদিকে, বাইরের আঙিনায় চমৎকার দিনটি ফুটে উঠেছে; কুসুম কুসুম গরম, রৌদ্রোজ্জ্বল, আনন্দময়। বাগানের সবুজ বেড়ার ভিতর দিয়ে কাতেরীনা দেখছিল, ছোট-ছোট চঞ্চল পাখীগুলো কি রকম এক ডাল থেকে আরেক ডালে ফুরুৎ ফুরুৎ

করে উড়ছিল।

কাতেরীনা ভাবছিল, 'আচ্ছা, আমি সমস্ত দিন ধরে টানা হাই তুলি কেন? কি জানি। তার চেয়ে বরঞ্চ বেরিয়ে আঙিনায় গিয়ে বসি কিংবা বাগানে বেড়িয়ে আসি।'

কিংখাপের একটি পুরনো জামা পিঠে-কাঁধে ফেলে কাতেরীনা বেরিয়ে পড়ল।

বাইরে উজ্জ্বল আলো আর বাতাস যেন নব জীবন দেবার জন্য বইছে। ওদিকে গুদামঘরের কাছে উঁচু চকে সবাই প্রাণ-ভরা খুশীতে ঠা ঠা করে হাসছিল।

'অত রগড় কিসের?' কাতেরীনা তার শ্বশুরের কেরানীদের জিজ্ঞেস করলো।

'অর্থাৎ, ব্যাপারটা হচ্ছে, মা-ঠাকরুণ,—একাতেরীনা ল্‌ভভ্‌না—আমরা একটা জ্যান্ত শূয়োরী ওজন করছিলুম।'

'শূয়োরী? সে আবার কি?'

'ঐ যে আক্‌সীনিয়া শূয়োরীটা। বাচ্চা ভাস্‌সীলিইকে বিইয়ে গির্জের পরবে আমাদের নেমন্তন্ন করলো না, তাকে'—উত্তর দিল হাসিভরা বেপরোয়া গলায় একটি ছোকরা। বেশ সাহসী সুন্দর চেহারা। মিশকালো চুল, অল্প অল্প দাড়ি সবে গজাচ্ছে। সের্‌গেই তার নাম।

ঐ মুহূর্তেই দাঁড়ে ঝোলানো ময়দা মাপার ধামা থেকে উঁকি মেরে উঠলে রাঁধুনী আক্‌সীনিয়ার চর্বিতে ভর্তি চেহারা আর গোলাপী গাল।

'বদমাইশ ব্যাটারা, শয়তান ব্যাটারা'—রাঁধুনী তখন গালাগালি জুড়েছে। সে তখন ধামা ঝোলানোর ডাণ্ডাটা ধরে কোনো গতিকে পাল্লা থেকে বেরবার চেষ্টা করছে।

'খাবার আগে তার ওজন ছিল প্রায় চার মণ। এখন যদি ভাল করে খড় খায় তবে আমাদের সব বাটখারা ফুরিয়ে যাবে।'—সেই সুন্দর ছোকরা বুঝিয়ে বললে। তারপর পাল্লাটা উল্টে রাঁধুনীকে ফেলে দিলে এক কোণের কতকগুলো বস্তার উপর।

রাঁধুনী হাসতে হাসতে গালমন্দ করছিল আর কাপড়-চোপড় ঠিকঠাক করাতে মন দিল।

'আচ্ছা, ভাবছি আমার ওজন কত হবে।' হাসতে হাসতে দড়ি ধরে মালের দিকটায় উঠে কাতেরীনা শুধলো।

'এক শ' পনেরো পাউণ্ডের সামান্য কম।' বাটখারা ফেলে সের্‌গেই বললে, 'আশ্চর্য!'

'এতে আশ্চর্য হবার কি আছে ?'

'আপনার যে অতখানি ওজন হবে আমি মোটেই ভাবতে পারিনি, কাতেরীনা লভভ্না। আমার কি মনে হয় জানেন ? আপনাকে দু' হাতে তুলে সমস্ত দিন কারো বয়ে বেড়ানো উচিত। এবং সে তাতে করে ক্লান্ত তো হবেই না, বরঞ্চ শুধু আনন্দই পাবে।'

'হুঃ! আমি তো আর পাঁচজনেরই মত মাটির মানুষ। তুমিও ক্লান্ত হয়ে পড়বে।'—এ ধরনের কথাবার্তা বলতে কাতেরীনা অভ্যস্ত ছিল না বলে উত্তর দিতে গিয়ে তার মুখ একটুখানি রাঙা হয়ে গেল এবং হঠাৎ তার এক অদম্য ইচ্ছা হল অফুরন্ত আনন্দ আর সরস কথাবার্তা বলে তার হৃদয়-মন ভরে নেয়।

সের্গেই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়ে উঠলো, 'কক্খনো না, ভগবান সাক্ষী, আমি আপনাকে আমাদের পুণ্যভূমি পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাবো।'

সাদামাটা পাতলা-দুব্লা একজন চাষা ময়দা মাপতে মাপতে বললো, 'ও হিসেব চলে না, সোনা। আমাদের কার কত ওজন তা দিয়ে কি হয় ? তুমি কি মনে করো আমাদের মাংস সব-কিছু করে ? আমাদের মাংসের ওজনের কোনো দাম নেই, বুঝলে দোস্ত। আমাদের ভিতর যে শক্তি আছে সেই শক্তিই সব-কিছু করে—আমাদের মাংস কিছুই করে না!'

আবার কাতেরীনা নিজেকে সংযত না করতে পেরে বলে ফেলল, 'বাঃ! আমার বয়েস যখন কম ছিল তখন আমার গায়ে ছিল বেশ জোর ; সব পুরুষই যে আমার সঙ্গে তখন পেরে উঠতো সে-কথাটা আদপেই মনের কোণে ঠাঁই দিয়ো না।'

সুশ্রী ছোকরা অনুরোধ জানিয়ে বললে, 'খুব ভালো কথা। তাই যদি হয় তবে আপনার ছোট্ট হাতটি আমায় একটু ধরতে দিন তো!'

কাতেরীনা হকচকিয়ে গেল কিন্তু হাত তবু দিলে বাড়িয়ে।

'লাগছে, লাগছে—ওঃ! আংটিটা ছেড়ে দাও। ওটাতে লাগছে'—সের্গেই কাতেরীনার হাত চেপে ধরতেই সে চিৎকার করে উঠলো আর অন্য হাত দিয়ে দিলে তার বুকে ধাক্কা। সের্গেই সঙ্গে সঙ্গে তার কর্ত্রীর হাত ছেড়ে দিয়ে ধাক্কার চোটে তাল সামলাতে না পেরে পাশের দিকে দু'পা সরে গেল।

সেই ছোটখাটো সাদামাটা চাষা অবাক হয়ে বললে, 'হুম্! লাও ঠেলা। মেয়েদের কথা আর বলছো না যে ?'

সের্গেই মাথার চুল ঝাঁকুনি মেরে পিছনের দিকে ঠেলে দিয়ে বলে উঠলো, 'না, না। আমাদের ধরাধরিটা ঠিক মত হোক, তবে তো।'

কাতেরীনা বললে, 'তবে এসো।' ততক্ষণে তারও মনে ফুর্তির ছোঁয়াচ লেগেছে। দুটি সুডৌল কনুই উপরের দিকে তুলে ধরে বললে, 'তবে এসো।'

সের্‌গেই তার তরুণী কর্ত্রীকে দু' হাতে জড়িয়ে ধরে তার সুঠাম বুক আপন লাল শার্টের উপর চেপে ধরলো। কাতেরীনা তার কাঁধ সরাবার পূর্বেই সের্‌গেই তাকে শূন্যে তুলে ধরে দু'হাতে উপরের দিকে উঠিয়ে নিয়ে আপন বুকে চেপে ধরেছে। তারপর আস্তে আস্তে নামিয়ে নিয়ে একটা উল্টো ধামার উপর বসিয়ে দিল।

আপন দেহের যে-শক্তি সম্বন্ধে কাতেরীনা দম্ভ করেছিল তার একরত্তিও সে কাজে লাগাতে পারেনি। এবারে সে লালে লাল হয়ে গিয়ে ধামায় বসে কিংখাপের জামাটি মাটি থেকে তুলে নিয়ে গায়ে ঠিক মত বসালো। তারপর চুপচাপ গুদোমবাড়ি ছেড়ে রওয়ানা দিল। মেকদার মাফিক যতখানি দরকার ঠিক ততখানি দেমাকের সঙ্গে সের্‌গেই গলা সাফ করে মজুরদের উদ্দেশে হাঁক দিয়ে বললে, 'ওরে ও গাধার পাল! ময়দার স্রোত বন্ধ হতে দিস নি, হালের উপর এলিয়ে পড়ে আরাম করিস নি। যদি কিছু থাকে বাকি, মোরা তো যাবো না ফাঁকি।'

ভাবখানা করলে যে এক্ষুনি যা হয়ে গেল সে যেন তার কোনো পরোয়াই করে না।

কাতেরীনার পিছনে হাঁপাতে হাঁপাতে যেতে যেতে রাঁধুনী তাকে বললে, 'ব্যাটাচ্ছেলে সেরেজ্‌কা মেয়েছেলের পিছনে কি রকম ডালকুত্তার মতই না লাগতে জানে! ঐ চোরটার নেই কি? শরীরের গঠন, চেহারা, মুখের ছবি—সব-কিছুই আছে। দুনিয়ার যে কোনো মেয়েই হোক, ঐ বদমায়েশটা এক লহমায় তাকে মাৎ করে দেবে, তারপর তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ঠেলে দেবে পাপের রাস্তায়। আর কাউকে ভালোবেসে তার প্রতি অনুগত থাকার কথা যদি তোলেন, তবে ও রকম হাড়েটক বেইমানের জুড়ি পাবেন না।'

আগে যেতে যেতে যুবতী কর্ত্রী শুধালো, 'আচ্ছা, কি বলছিলুম, ঐ যে··· তোমার ছেলেটি বেঁচে আছে তো?'

'বেঁচে আছে, মা ঠাকরুণ, দিব্য জলজ্যান্ত বেঁচে আছে—ওর আর ভাবনা কিসের? ওদের যখন কেউ চায় না তখনই তারা প্রাণটাকে আঁকড়ে ধরে আরো জোর দিয়ে।'

'বাচ্চাটাকে দিল কে?'

'কে জানে? ঘটে গেল—বলতে পারেন মোটামুটি। যেসা বন্ধুবান্ধব থাকলে

ওরকম ধারা ঘটে যায় বইকি।'

'ঐ ছোঁড়াটা আমাদের সঙ্গে কি অনেকদিন ধরে আছে?'

'কার কথা বলছেন? সের্‌গেই?'

'হ্যাঁ।'

'মাসখানেক হবে। আগে সে কন্‌চনফ্‌দের ওখানে কাজ করতো। সেখানকার মুনিব ওকে খেদিয়ে দেন।' তারপর গলা নামিয়ে আস্তে আস্তে বললো, 'লোকে বলে সেখানে সে খুদ কর্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করেছিল···জাহান্নমে যাক ব্যাটা। সাহসটা দেখুন তো।'

॥ ৩ ॥

মধুর মধুর গরম, দুধের মত সাদা প্রায়ান্ধকার নেমে এসেছে শহরের উপর। জলের বাঁধের মেরামতির কাজ থেকে জিনোভিই এখনো ফেরেনি। সে রাত্রে শ্বশুরও বাড়িতে নেই। তার এক প্রাচীন দিনের বন্ধুর জন্মদিনের পরবে বুড়ো সেখানে গেছে। বলে গেছে রাত্রেও বাড়িতে খাবে না; কেউ যেন তার জন্য অপেক্ষা না করে। আর কিছু করবার ছিল না বলে কাতেরীনা সকাল সকাল খেয়ে নিয়ে শোবার ঘরের খোলা জানলার উপর হেলান দিয়ে বসে বাদামের খোসা ছাড়াচ্ছে। রান্নাঘরে মজুরদের খাওয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পর এখন তারা আঙ্গিনার উপর দিয়ে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে আপন আপন শোবার জায়গায় যাচ্ছে। কেউ গোলাবাড়িতে, কেউ মরাইয়ে, কেউ মিঠে মিঠে গন্ধের খড়ের গাদার দিকে। রান্নাঘর থেকে বেরুল সের্‌গেই সর্বশেষে। সে প্রথম আঙ্গিনার চতুর্দিকে রোঁদ দিয়ে তদারকী করলে, কুকুরগুলোর চেন খুলে দিলে, শিষ দিতে দিতে কাতেরীনার জানলার নিচে দিয়ে যাবার সময় উপরের দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে তাকে অভিবাদন জানালে।

জানলার পাশে বসে কাতেরীনা মৃদুকণ্ঠে প্রত্যভিবাদন জানালো—বিরাট আঙ্গিনা খানিকক্ষণের ভিতরই নির্জন প্রান্তরের মত নিঃশব্দ হয়ে গেল।

মিনিট দুই যেতে না যেতে কাতেরীনার চাবি-বন্ধ ঘরের বাইরে কে যেন ডাকলো, 'ঠাকরুণ!'

কাতেরীনা ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে, 'কে?'

কেরানী উত্তর দিলে, 'দয়া করে ভয় পাবেন না। আমি। আমি সের্‌গেই।'

'কি চাই তোমার, সের্‌গেই?'

'আমি আপনার দয়া ভিক্ষা করতে এসেছি, কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌না; একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে আপনার অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে এসেছি—আমাকে কৃপা করে এক মিনিটের জন্য ভিতরে আসতে দিন।'

কাতেরীনা চাবি ঘুরিয়ে দোর খুলে দিয়ে সের্‌গেইকে ঘরে ঢুকতে দিল।

'কি ব্যাপার, কি চাই?' জানলার কাছে ফিরে গিয়ে কাতেরীনা শুধলো।

'আমি আপনার কাছে এলুম জিজ্ঞেস করতে, আপনার কাছে চটি বই-টই কিছু আছে? আমাকে যদি দয়া করে পড়তে দেন। এখানে কী দুর্বিষহ একঘেয়ে জীবন।'

কাতেরীনা উত্তর দিলে, 'আমার কাছে কোনো প্রকারেরই বই নেই, সের্‌গেই। আমি তো পড়ি নে।'

সের্‌গেই ফরিয়াদ করলে, 'কী একঘেয়ে জীবন!'

'তোমার জীবন একঘেয়ে হবে কেন?'

'অপরাধ যদি না নেন তবে নিবেদন করি, একঘেয়ে লাগবে না কেন? আমার এখন যৌবন কাল, অথচ আমরা এখানে আছি মঠের সন্ন্যাসীদের মত। আর ভবিষ্যতের দিকে তাকালে দেখতে পাই, এই নির্জনতাতেই আমাকে পচে হেজে খতম হতে হবে, যতদিন না আমার কফিন-বাক্সের * ডালায় পেরেক ঠোকা হয়। মাঝে মাঝে আমি যে নৈরাশ্যের কোন্ চরমে পৌঁছই তা আর কি করে বোঝাই!'

'বিয়ে করো না কেন?'

'বিয়ে করবো? বলা বড় সোজা! এখানে আমি বিয়ে করবো কাকে? আমি তো বিশেষ কিছু জমিয়ে উঠতে পারি নে, আর বড়লোকের মেয়ে আমাকে বিয়ে করতে যাবে কেন? ওদিকে গরীব বলেই আমাদের শ্রেণীর মেয়ে মাত্রই লেখা-পড়ার ধার ধারে না—সে তো আপনি জানেন, কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌না। তারা কি কখনো সত্যি সত্যি বুঝতে পারে, প্রেম বলতে কি বোঝায়! শুধু তাই নয়, বড়লোকদের ভিতর এ-বিষয়ে কি ধারণা সেটাও

---

* বাঙ্গালী মুসলমান 'কফন' বা 'কাফন' বলতে শবাচ্ছাদনের বস্ত্র বোঝে। (ইংরিজি 'শ্রাউড') শব্দটি ফার্সীর মাধ্যমে আরবী থেকে এসেছে। ইয়োরোপীয় ভাষায় 'কফিন' বলতে যে কাঠের বা পাথরের বাক্সে মৃতদেহ রেখে গোর দেওয়া হয় সেই বাক্স বোঝায়। উভয় শব্দই খুব সম্ভব গ্রীক 'কফিনস' থেকে এসেছে। ইংরিজি 'কফার'—'পেটিকা'—এই শব্দ থেকেই এসেছে।—অনুবাদক।

একবার চিন্তা করুন তো। এই ধরুন আপনার কথা; আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই, সামান্যতম স্পর্শকাতরতা যার হৃদয়ে আছে তার কাছে আপনি সান্ত্বনার চিরন্তন উৎস। অথচ দেখুন দেখিনি তারা আপনাকে নিয়ে কি করছে? ময়না পাখীটির মত খাঁচায় পুরে রেখেছে।'

কাতেরীনার মুখ থেকে ফস্কে গেল, 'কথাটা সত্যি; আমি নিঃসঙ্গ।'

'তাই একঘেয়ে লাগবে না তো কী লাগবে মাদাম্—যে-ভাবে আপনি জীবন যাপন করছেন? আপনার অবস্থায় অন্যেরা যা করে থাকে, আপনার যদি সে রকম 'উপরি' কেউ থাকতোও, তবুই বা কি হত? তার সঙ্গে দেখা করাও তো আপনার পক্ষে অসম্ভব।'

'এই! তুমি···একটু সীমা পেরিয়ে যাচ্ছো। আমার একটি বাচ্চা থাকলেই, আমার তো মনে হয়, আমি সুখী হতুম।'

'কিন্তু একটু চিন্তা করুন; আমাকে যদি অনুমতি দেন তবে বলি, বাচ্চা জন্মাবার জন্য তার পিছনে তো কোনো-কিছু-একটা চাই—বাচ্চা তো আর আকাশ থেকে পড়ে না। আপনি কি মনে করেন আমি জানি নে আমাদের ব্যবসায়ীদের বউ-ঝিরা কি ভাবে জীবন কাটায়—এত বছর আমার মুনিবদের মাঝখানে বাস করেও? আমাদের একটা গীত আছে, 'আপন হৃদয়ে প্রেম না থাকলে, জীবন সে তো শুধু বিষণ্ণ দুরাশা!' আর সেই দুরাশা, সেই কামনা—আপনাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি, কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌না, আমার হৃদয় এমনই বেদনায় ভরে দিয়েছে যে, ইচ্ছে করে ইস্পাতের ছুরি দিয়ে হৃদয়টাকে বুকের মাঝখান থেকে কেটে বের করে আপনার কচি দুটি পায়ের উপর রাখি। আমি তাহলেই শান্ত হব—শতগুণ শান্তি ফিরে পাবো।'

'তোমার হৃদয় সম্বন্ধে কি যা-তা সব তুমি আমাকে বলছো? তার সঙ্গে আমার তো কোনো সম্পর্ক নেই। তুমি এইবারে আস্তে আস্তে রওয়ানা দাও।'

'না, দয়া করুন, ঠাকরুণ।' সের্‌গেই ততক্ষণে কাতেরীনার দিকে এক পা এগিয়ে এসেছে, তার সমস্ত শরীর তখন কেঁপে কেঁপে দুলে দুলে উঠছে। 'আমি জানি, হৃদয় দিয়ে অনুভব করছি, স্পষ্ট বুঝতে পারছি, আপনার জীবনও এ-পৃথিবীতে আমার জীবনের মতই অত সহজ সরল ভাবে বয়ে যাচ্ছে না। কিন্তু এখন শুধুমাত্র একটি কথা—' এ-কথাগুলো সে বলে গেল এক নিশ্বাসে—'এখন, এই মুহূর্তে, সব-কিছু আপনার হাতে, আপনার তাঁবেতে।'

'কি চাও তুমি? এ-সব কি হচ্ছে? এখানে আমার কাছে তুমি এসেছ কেন? আমি এখ্‌খুনি জানলা দিয়ে লাফ দেব'—কাতেরীনা যখন এ-কথাগুলো

বলছিল তখন তার মনে হচ্ছিল, কেমন যেন একটা অবর্ণনীয় ভয় তাকে অসহ্য বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরেছে ; সে তখনো জানলার চৌকাঠ আঁকড়ে ধরে আছে। 'ওগো, আমার তুলনাহীনা, ও আমার জীবনসমা! জানলা দিয়ে লাফ দেবার কি প্রয়োজন ?'—সহজ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে সের্‌গেই এ-কথাগুলো কাতেরীনার কানে কানে মৃদুস্বরে বললে, আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে জানলা থেকে টেনে এনে গভীর আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলো।

'ও, ও! আমাকে ছাড়'—মৃদু কাতর কণ্ঠে কাতেরীনা বললে ; সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সের্‌গেইর নিবিড় চুম্বন বর্ষণে তার শক্তি যেন ক্রমেই লোপ পাচ্ছিল। আপন অনিচ্ছায় তার দেহ কিন্তু সের্‌গেইয়ের দেহের সঙ্গে মিলে যাচ্ছিল।

সের্‌গেই তার কর্ত্রীকে শূন্যে তুলে নিয়ে দুই বাহুতে করে—যেন একটি ছোট্ট বাচ্চাকে তুলে ধরেছে—ঘরের অন্ধকার কোণে নিয়ে গেল।

সমস্ত ঘরে নীরবতা—শুধু শিয়রের খাড়া তক্তাতে ঝোলানো কাতেরীনার স্বামীর পোশাকী ট্যাঁকঘড়িটি টিকটিক করে যাচ্ছে ; কিন্তু সে আর কি বাধা দেবে!

'যাও।' আধঘণ্টা পরে কাতেরীনা সের্‌গেইয়ের দিকে না তাকিয়েই আলু-থালু চুল ছোট্ট একটি আয়নার সামনে ঠিক করতে করতে বললো।

'এখন আর আমি যাবো কেন ? বিশ্ব-সংসার খুঁজলেও তো এখন আর কোনো কারণ পাওয়া যাবে না।' সের্‌গেইয়ের কণ্ঠে এখন উল্লাসের স্বর।

'শ্বশুরমশাই বাড়ির সদর দরজা বন্ধ করে দেবেন যে।'

'কি বললে, আমার পরাণের মণি ? এতদিন ধরে তুমি কি শুধু তাদেরই নিয়ে নাড়াচাড়া করেছ যারা রমণীর কাছে পৌঁছতে হলে দরজা ভিন্ন অন্য কোনো পথ জানে না ? আমার ভিন্ন ব্যবস্থা। তোমার কাছে আসতে হলে, তোমার কাছ থেকে যেতে হলে আমার জন্য বহু দরজা খোলা রয়েছে।' ব্যালকনির খুঁটি দেখিয়ে উত্তর দিলে তরুণ।

॥ ৪ ॥

জিনোভিই সাত দিন হল বাড়ি ফেরে নি, আর এই সমস্ত সপ্তাহ ধরে তার স্ত্রী প্রতিটি রাত্রি সের্‌গেইয়ের সঙ্গে কাটিয়েছে সরস রভসে—শুভ্র প্রভাতের প্রথম আলোর প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত।

এই সাত রাত ধরে জিনোভিই রব্রিসিচের বেড্‌রুমে শ্বশুরমশাইয়ের ভাঁড়ার

থেকে নিয়ে আসা প্রচুর ওয়াইন পান করা হল, প্রচুর মিষ্ট-মিষ্টান্ন খাওয়া হল, তরুণী গৃহকর্ত্রীর মধুভরা ঠোঁট থেকে প্রচুর চুম্বন চুমুকে চুমুকে তোলা হল, তুলতুলে বালিশের উপর ঘন কৃষ্ণ অলকগুচ্ছ নিয়ে খেলাভরে প্রচুর আদর-সোহাগ করা হল। কিন্তু হায়, কোনো পথই আদ্যন্ত মসৃণ নয়—মাঝে মাঝে হোঁচট ঠোক্করও খেতে হয়।

বরিস তিমোতেইচের চোখে সে-রাত্রে কিছুতেই ঘুম আসছিল না। বুড়ো রাত্রির লম্বা রঙীন ঝোল্লা পরে এ-ঘর ও-ঘর করে বেড়াচ্ছিল; জানলার কাছে এসে বাইরের দিকে তাকালো, তার পর আরেকটা জানলার কাছে এসে দেখে, লাল শার্ট পরা সেই খাপসুরৎ ছোকরা সের্‌গেই তার পুত্রবধূর জানলার একটা খুঁটি বেয়ে অতিশয় নীরব নিঃশব্দে নেমে যাচ্ছে। বরিস তিমোতেইচ্ ঝড়ের বেগে বেরিয়ে পড়ে চেপে ধরলো রোমিয়ো নটবরের পা দু'খানা। সে তখন সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রথমটায় চেয়েছিল বুড়োকে একখানা খাঁটি বিরাশী সিক্কা লাগায়—আকস্মিক উৎপাতে তারও মেজাজটা গিয়েছিল বিগড়ে—কিন্তু সেটা আর লাগালে না, ভাবলো, তাহলে একটা হট্টগোল আরম্ভ হয়ে যাবে।

বরিস তিমোতেইচ্ জিজ্ঞেস করলে, 'বল্ ব্যাটা চোর, কোথায় গিয়েছিলি?'

সের্‌গেই উত্তর দিলে, 'লাও! শুধোচ্ছে, কোথায় গিয়েছিলুম আমি! যেখানেই গিয়ে থাকি নে কেন, সেখানে আমি আর এখন নেই! হল, বরিস তিমোতেইচ্ মহাশয়, প্রিয়বরেষু!'

'আমার ছেলের বউয়ের ঘরে তুই রাত কাটিয়েছিস?'

'ঐ কথাটাই যদি জিজ্ঞেস করলেন কর্তা-ঠাকুর, তাহলে আবার বলি, আমি জানি, আমি রাত্তিরটা কোথায় কাটিয়েছি; কিন্তু এইবেলা তোমাকে একটি খাঁটি তত্ত্বকথা বলছি আমি, বরিস তিমোতেইচ্; যা হয়ে গিয়েছে সেটা তুমি আর কিছুতেই ফিরিয়ে আনতে পারবে না। খামোখা কেন তোমাদের শিষ্ট ব্যবসায়ী পরিবারের উপর এখন ফালতো কেলেঙ্কারি টেনে আনবে—অন্তত সেটা তো ঠেকাতে পারো। এখন আমাকে সরল ভাষায় বলো, আমাকে কি করতে হবে। তুমি কি দান পেলে সন্তুষ্ট হবে?'

'তোকে আমি পাঁচ শ' ঘা চাবুক কশাবো, ব্যাটা পিচেশ।'

'দোষ আমারই—তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক!' সাহসী নাগর স্বীকৃত হল। 'এবারে বলো তোমার সঙ্গে কোথায় যেতে হবে; প্রাণ যা চায় সেই আনন্দ করে নাও—আমার রক্ত চেটে নাও।'

বরিস তখন সের্‌গেইকে শানে তৈরী তার ছোট্ট একটি গুদোম ঘরে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক চাবকাতে আরম্ভ করলো। যখন বুড়োর আর চাবুক মারার মত শক্তি একরত্তিও রইল না তখনই থামলো। সের্‌গেইয়ের গলা থেকে কিন্তু একবারের তরেও এতটুকু আর্তরব বেরোয়নি, তবে, হ্যাঁ, শার্টের আস্তিনে সে যে দাঁত কিড়িমিড়ি করে কামড়ে ধরেছিল তার অর্ধেকখানা শেষ পর্যন্ত সে চিবিয়ে কুটি কুটি করে ফেলেছিল।

সের্‌গেই মাটিতে পড়ে রইল। চাবুকে চাবুকে তার পিঠ তখন কামারের আগুনে পোড়া কড়াইয়ের মত লাল হয়ে গেছে। সেটা শুকোবার সময় দিয়ে বুড়ো তার পাশে এক ঘটি জল রেখে গুদোমঘরের দোরে বিরাট একটা তালায় চাবি মারলে। তারপর ছেলেকে আনবার জন্য লোক পাঠালে।

কিন্তু এই আজকের দিনেও* রাশার বড় রাস্তা ছাড়া অন্য রাস্তায় ছ' মাইল পথ আসা যাওয়া সাততাড়াতাড়িতে হয়ে ওঠে না, ওদিকে আবার কাতেরীনা যে সময়টুকু না হবার নয় তার বেশী একটি মাত্র ঘণ্টাও সের্‌গেই বিহনে কাটাতে পারে না। তার সুপ্ত প্রবৃত্তি তখন অকস্মাৎ পরিপূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হয়ে উঠেছে এবং ফলে সে এমনই দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে উঠেছে যে, তখন তার পথ রোধ করে কার সাধ্য! আতিপাতি খুঁজে সে বের করে ফেলেছে সের্‌গেই কোথায়। সেখানে লোহার দরজার ভিতর দিয়ে সের্‌গেইয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলে সবকিছু ঠিকঠাক করে ছুটলো চাবির সন্ধানে।

শ্বশুরের কাছে গিয়ে মিনতি জানালে, 'সের্‌গেইকে ছেড়ে দাও, বাবা, লক্ষ্মীটি।'

বুড়োর মুখের রঙ স্রেফ সবুজ হয়ে গেল। এতখানি বেহায়ামির দুঃসাহস সে তার পাপিষ্ঠা পুত্রবধূর কাছে প্রত্যাশা করেনি—কারণ, পাপিষ্ঠা হোক আর বেহায়াই হোক, এতদিন সে ছিল বড় বাধ্য মেয়ে।

'এ কি আরম্ভ করলি তুই, তুই অমুক-তমুক?'—বুড়ো অশ্লীল ভাষায় তার বেহায়াপনা নিয়ে কটুকাটব্য আরম্ভ করলো।

'ওকে যেতে দাও, বাবা। আমি আমার বিবেক সাক্ষী রেখে শপথ করছি আমরা এখনো কোন পাপাচার করি নি।'

'পাপাচার করে নি! ওঃ! বলে কি?'—বুড়ো যেন আর কিছু না করতে পেরে শুধু দাঁত কিড়িমিড়ি দিতে লাগলো। 'এ ক' রাত্তির ধরে তোমরা উপরে

---

* ১৮৬৫ খৃঃ। —অনুবাদক।

কি করে সময় কাটাচ্ছিলে? দুজনাতে মিলে তোমার স্বামীর বালিশের ফেঁসো ফুলিয়ে ফালিয়ে তার জন্য জুৎসই করে রাখছিলে।'—বুড়ো ব্যঙ্গ করে উঠলো।

কাতেরীনা কিন্তু নাছোড়বান্দা; সেই এক বুলি ক্রমাগত বলে যেতে লাগলো, ওকে ছেড়ে দাও,—ফের আবার—ওকে ছেড়ে দাও।

বুড়ো বরিস বললে, 'এই যদি তোর বাসনা হয় তবে শুনে নে; তোর স্বামী ফেরার পর তোকে বাইরের ঐ আস্তাবলে নিয়ে গিয়ে আমরা দুজনাতে আপন হাতে চাবুক মারবো—সতী সাধ্বী রমণী কি না তুই! আর ঐ ব্যাটাকে নিয়ে কি করা হবে শুনবি—ইতর বদমাইশটাকে কালই পাঠাবো জেলে!'

এই ছিল বরিস তিমোতেইচের সিদ্ধান্ত; শুধু এইটুকু বলার আছে যে সে-সিদ্ধান্ত কখনো কর্মে রূপান্তরিত হল না।

॥ ৫ ॥

সেই রাত্রে বুড়ো বরিস ব্যাঙের ছাতা আর গমের পরিজ্ খেয়েছিল। খাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই তার বুক-জ্বালা আরম্ভ হল; হঠাৎ তলপেটে তার অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হতে লাগল। খানিকক্ষণ পর বমির চোটে যেন তার নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসতে লাগল এবং ভোরের দিকে সে ভবলীলা সংবরণ করলো; হুবহু যে-রকম গুদোমবাড়ির ইঁদুরগুলো মারা যায়। এদেরই 'উপকারার্থে' কাতেরীনা আপন হাতে এক রকমের মারাত্মক সাদা গুঁড়ো মাখিয়ে খাবার তৈরি করতো—এ গুঁড়োটা কাতেরীনার হেপাজতেই থাকতো।

কাতেরীনা তার আপন সের্‌গেইকে বুড়োর গুদোমঘর থেকে মুক্ত করে নিয়ে সকলের চোখের সামনে, কণামাত্র লজ্জা-শরম না মেনে, শ্বশুরের চাবকানো থেকে সেরে ওঠার জন্য তাকে তার স্বামীর বিছানায় আরাম করে শুইয়ে দিল। ওদিকে কালবিলম্ব না করে শ্বশুরকে খৃষ্টধর্মের আচার-অনুষ্ঠান সহ গোর দেওয়া হল। অবশ্য লক্ষণীয় বলে মনে হতে পারে, কারো মনে কোনো সন্দেহের উদয় হয়নি; বরিস তিমোতেইচ্ যদি মরে গিয়ে থাকে তবে, হ্যাঁ, সে নিশ্চয়ই মারা গেছে ব্যাঙের ছাতা খেয়ে—আর, ওরকম কত লোক তো ব্যাঙের ছাতা খেয়ে আক-ছারই মারা যায়। ছেলের জন্য অপেক্ষা না করেই বুড়ো বরিসকে সাত-তাড়াতাড়ি গোর দেওয়া হয়েছিল, কারণ বছরের ঐ সময়টায় ভাপসা গরম পড়ে* আর যে লোকটা খবর নিয়ে গিয়েছিল সে জিনোভিই বরিসিচকে 'মিলে'

* ফলে মৃতদেহ খুব তাড়াতাড়ি পচতে আরম্ভ করে। —অনুবাদক।

পায়নি। ষাট মাইল আরো দূরে সে সস্তা কিছু জঙ্গলা জমির খবর পায় এবং সেটা দেখতে সে ঐ দিকে চলে গিয়েছিল। যাবার সময় সে আবার কাউকে পরিষ্কার করে বলে যায়নি ঠিক কোন্ জায়গায় যাচ্ছে।

সব ব্যবস্থা করে নেবার পর কাতেরীনা একদম বে-লাগাম হয়ে গেল। ভীরু সে কোনো কালেই ছিল না, কিন্তু এখন তার মনের ভিতর কি খেলছে তার কোনো পাত্তাই কেউ পেল না। পুরো পাক্কা হিম্মৎভরে সে চলা-ফেরা করতে লাগলো, বাড়ির সর্বপ্রকার কাজকর্মে ঠিকমত তদারকি করলো এবং সের্গেইকে এক লহমার তরে চোখের আড়াল হতে দিত না। বাড়িতে যারা কাজ করতো তারা সবাই এসব দেখে তাজ্জব ; কিন্তু কাতেরীনা দরাজ হাত দিয়ে প্রত্যেককে বশীভূত করার তত্ত্বটি বিলক্ষণ জানতো, সর্ববিস্ময় তৎক্ষণাৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

যে যার আপন মনে অনুমান করলে, 'কর্ত্রীঠাকুরাণী আর সের্গেইয়ের ভিতর চলছে বেলেল্লাপনা—ঐ হল গিয়ে মোদ্দা কথা। এখন তো ওটা তারই শিরঃপীড়া, আমাদের কি, আর জবাবদিহি তো করতে হবে একলা তাকেই।'

ইতিমধ্যে সের্গেই তার স্বাস্থ্য, তার নমনীয় মাধুর্য পুনরায় ফিরে পেয়েছে আর বীরদের সেরা বীরের মত আবার কাতেরীনার উপরে শিকরে পাখীর মত চক্কর খেতে শুরু করেছে। আবার আরম্ভ হয়েছে তাদের আনন্দময় দিন-যামিনী! কিন্তু কালবেগ শুধু ওদের দুজনার তরেই তো আর এগিয়ে যাচ্ছিল না। ওদিকে দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর স্বামী হিসেবে বিড়ম্বিত জিনোভিই বরিসিচ্ দ্রুতবেগে আপন গৃহমুখে ধাবিত হয়েছে।

॥ ৬ ॥

আহারাদি শেষ করা হয়েছে। বাইরে তখনও দুর্দান্ত গরম আর চটপট যেদিক-খুশি-সেদিকে-মোড়-নিতে ওস্তাদ মাছিগুলোর উৎপাত অসহ্য হয়ে উঠেছে। কাতেরীনা তার শোবার ঘরের জানলার খড়খড়িগুলো বন্ধ করে তার উপরে ভিতরের দিকে একখানা ফ্ল্যানেলের পর্দা ঝুলিয়ে দিয়ে বণিক সম্প্রদায়ের সমাদৃত উঁচু খাটে সের্গেইকে নিয়ে বিশ্রামের জন্য শুয়ে পড়েছে। কাতেরীনা নিদ্রা জাগরণে আসা যাওয়া করছে, কিন্তু নিদ্রাই হোক আর জাগরণই হোক, তার মনে হচ্ছিল যেন তার মুখ ঘামে ভেসে যাচ্ছে আর প্রত্যেকটি নিশ্বাস অত্যন্ত গরম আর অতিশয় কষ্টের সঙ্গে ভিতরে যাচ্ছে। স্পষ্ট বুঝতে পারছিল ঘুম থেকে

উঠে বাইরের বাগানে বসে চা খাবার বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আপ্রাণ শত চেষ্টাতেও সে কিছুতেই উঠে বসতে পারছিল না। শেষটায় রাঁধুনী এসে দরজায় টোকা দিল।

প্রচণ্ড পরিশ্রম করে সে পাশ ফিরল, তারপর একটা হুলো বেড়ালকে আদর করতে লাগল। কারণ ইতিমধ্যে একটা খাসা সুন্দর, পুরোবাড়ন্ত, ...র মত মোটাসোটা, খাজনা উশুলের পেয়াদার মত বিরাট একজোড়া গোঁফওলা বাদামী রঙের বেড়াল এসে তার আর সের্‌গেইয়ের মাঝখানে গা ঘষতে আরম্ভ করেছে। কাতেরীনা তার ঘন লোমের ভিতর আঙ্গুল চালিয়ে তাকে আদর করতে লাগল আর বেড়ালটাও তার ভোঁতা মুখ আর বোঁচা নাক দিয়ে কাতেরীনার কঠোর-কোমল বুকে চাপ দিচ্ছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সোহাগের ঘর্‌র্ ঘর্‌র্ শব্দ ছেড়ে যেন গান গাইছিল—কাতেরীনার প্রেম নিয়ে, অতি কোমল মোলায়েম সুরে। কাতেরীনা অবাক হয়ে ভাবছিল, 'এই হোঁৎকা মোটকা বেড়ালটা ঘরে ঢুকলই বা কি করে আর এলই বা কেন?' কাতেরীনা আবার আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগল, 'আমি খানিকটে সর জানলার চৌকাঠের উপর রেখেছিলুম; এই পাজী হুলোটাকে যদি তাড়া লাগিয়ে খেদিয়ে না দিই তবে সে বেবাক সর চেটে মেরে দেবে।' বেড়ালটাকে পাকড়ে ধরে বাইরে ফেলে দেবার সে যতই চেষ্টা করতে লাগল ততই সে যেন ঠিক কুয়াশার মত তার আঙ্গুলের ভিতর দিয়ে বার বার গলে যেতে লাগলো। বোবায় ধরা দুঃস্বপ্নের ভিতরও কাতেরীনা মনে মনে তর্ক করতে লাগল, 'তা সে যাক্‌গে, কিন্তু এই হুলো বেড়ালটা এখানে আদৌ এল কোত্থেকে? আমাদের শোবার ঘরে তো কস্মিনকালেও কোনো হুলো বেড়াল ছিল না; তবু, দেখো, কি রকম একটা ইয়া লাশ এখানে ঢুকে পড়েছে!' আবার কাতেরীনা তাকে পাকড়াবার চেষ্টা করলো, আবার বেড়ালটা হাওয়া হয়ে গেল। মনে তার ধোঁকা লাগলো, 'বা রে! এটা তবে কি? দেখি ব্যাপারটা ভালো করে বুঝে—এটা কি আদপেই হুলো বেড়াল না কি?' হঠাৎ এক দারুণ ভয়ের বিভীষিকা যেন তার সর্বাঙ্গ চেপে ধরে কুল্লে নিদ্রা আর নিদ্রালু ভাব খেদিয়ে দিল। কাতেরীনা ঘরের চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখে বেড়ালটার নামগন্ধও নেই। শুধু তার সুদর্শন সের্‌গেই পাশে শুয়ে তার বুকের মাঝখানে আপন গরম মুখটি গুঁজে দিয়েছে।

কাতেরীনা বিছানায় উঠে বসল; চুম্বনে চুম্বনে সে সের্‌গেইকে আচ্ছন্ন করে দিল। তার আদর সোহাগ যেন শেষ হতেই চায় না। তারপর হাঁসের বুকের নরম পালকের আলুথালু বিছানাটাকে ছিমছাম করে দিয়ে বাগানে চা খেতে চলে

গেল। সূর্য তখন অস্তাচলে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গিয়েছে আর উষ্ণগর্ভা পৃথিবীর উপরে নেমে আসছে অপূর্বসুন্দর, সম্মোহনী সন্ধ্যা।

ফুলে ফুলে ঢাকা আপেল গাছের তলায় রাগ্-এর উপর বসলো কাতেরীনা চা খেতে। আক্সীনিয়াকে বললে, 'বড্ড বেশি ঘুমোতে ঘুমোতে অবেলা হয়ে গেল।' তারপর বাসন পোছার কাপড় দিয়ে একটা পিরিচ পুছতে পুছতে রাঁধুনীকে শুধলো, 'আচ্ছা, বল তো, এসবের অর্থ কি আক্সীনিয়া, সোনা?'

'কি? কিসের কি অর্থ, মা?'

'ওটা কিন্তু নিছক স্বপ্ন ছিল না। কোথাকার কোন্ এক হুলো বেড়াল বার বার শুধু আমার গা বেয়ে উঠছিল। আর-পাঁচটা বেড়ালের মত হুবহু জলজ্যান্ত বেড়াল। এর অর্থ কি?'

'এসব আপনি কি বলছেন?'

'সত্যি বলছি, একটা বেড়াল আমার গা বেয়ে উঠছিল।'

কি ভাবে বেড়ালটা তার গা বেয়ে উঠছিল সে-সব কথা তখন কাতেরীনা তাকে বললো।

'আপনি আবার ওটাকে আদর করতে গেলেন কেন?'

'তা, বাপু, আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন? আমি নিজেই জানি নে, ওটাকে আদর করলুম কেন?'

'সত্যি সত্যি, বড্ডই তাজ্জব ব্যাপার এটা!'

'আমার নিজেরই বিস্ময়ের সীমা নেই।'

'এটাতে নিশ্চয়ই বোঝাচ্ছে কেউ না কেউ আপনার শত্রুতা না করে ছাড়বে না। কিংবা ঐ ধরনেরই কিছু একটা হবে।'

'হ্যাঁ। কিন্তু ঠিক কি?'

'ঠিক ঠিক হুবহু কি হবে সেটা কেউই আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারবে না,—ঠিক ঠিক, হুবহু কেউই পারবে না, সোনা মা, শুধু এইটুকু বলা যেতে পারে, একটা না একটা কিছু ঘটবেই ঘটবে।'

কাতেরীনা বললে, 'আমি ঘুমে বার বার শুক্লপক্ষের ফালি চাঁদ দেখছিলুম, আর সেই বেড়ালটা।'

'ফালি চাঁদ?—তার অর্থ বাচ্চা হবে।'

কাতেরীনার মুখ লাল হয়ে উঠলো।

'সের্গেইকে কি তোমার কাছে এখানে নিচে পাঠিয়ে দেব, মা-মণি?'—কলে-কৌশলে ইঙ্গিত দিলে আক্সীনিয়া। আসলে কাতেরীনার বিশ্বাসের পাত্রী

হওয়ার জন্যে তার প্রাণ যেন বেরিয়ে আসছিল।

'হ্যাঁ, সেও তো বেশ কথা। ওকে গিয়ে পাঠিয়ে দাও। আমি তাকে চা দেব'খন।'

'আমিও তাই বলি—এখানে পাঠিয়ে দি।' আকৃসীনিয়াই প্রস্তাবটার নিষ্পত্তি করে দিল। তারপর পাতিহাঁসের মত হেলেদুলে বাগানের গেটের দিকে চললো।

কাতেরীনা সের্‌গেইকেও বেড়ালটার কথা বললে।

সের্‌গেই বললে, 'কিছু না, স্রেফ দিবাস্বপ্ন।'

'কিন্তু সেরেজা, আমি এর আগে এরকম দিবাস্বপ্ন কখনো দেখি নি কেন, সেইটে বুঝিয়ে বলো।'

'আগে কখনো হয় নি, এই প্রথম হল, এ রকম জিনিস তো নিত্যি নিত্যি হচ্ছে। এমন দিনও ছিল যখন আমি শুধু তোমাকে আড়চোখে একটুখানি দেখে নেবার সাহস করতে পারতুম না, আর তোমার জন্য আপন দুঃখে গুমরে মরতুম। আর এখন দেখো, সব-কিছু বদলে গিয়েছে। এই যে তোমার শ্বেতশুভ্র দেহ—এর সমস্তটি এখন আমার।'

সের্‌গেই কাতেরীনাকে বুকে ধরে আলিঙ্গন করলো, তারপর শূন্যে তুলে ঘুরিয়ে নিয়ে কৌতুকভরে তাকে নরম কম্বলের উপর ফেলে দিল।

কাতেরীনা বললে, 'ওগো, আমার মাথা ঘুরছে। সেরেজা, এই দিকে এস। আমার পাশে এসে বসো।'—সের্‌গেইকে ডাক দিয়ে কাতেরীনা অলস রভসার মৌন ইঙ্গিত দিয়ে শুয়ে পড়ল।

শুভ্র কুসুমদামে আচ্ছাদিত আপেল গাছের তলায় বেপরোয়া রসের নাগর হামা দিয়ে এসে কাতেরীনার পায়ের কাছে বসলো।

'আমাকে পাবার জন্য তুমি কাতর হয়েছিলে,—না? সেরেজা?'

'তুমি যদি শুধু জানতে কতখানি কাতর হয়েছিলুম!'

'সেটা কি রকম ছিল, আমাকে বুঝিয়ে বলো।'

'সে আমি কি করে বুঝিয়ে বলবো? অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার মর্মবেদনায় তিলে তিলে দগ্ধ হওয়া কি কেউ কখনো বোঝাতে পারে? আমার ছিল সেই।'

'তা হলে, সেরেজা, তুমি যে নিজেকে তিলে তিলে মেরে ফেলছিলে সেটা আমি অনুভব করলুম না কেন? লোকে তো বলে সেটা নাকি অনুভব করা যায়।'

সের্‌গেই নীরব থেকে এ প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল।

'তা হলে তুমি হরদম গান গাইছিলে কি করে, যদি আমার জন্য এতখানি তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে মরছিলে? কিছু ভয় নেই! আমি সব জানি। তুমি যে উঁচু বারান্দায় গান গাইতে সে তো আমি শুনতে পেতুম।'—কাতেরীনা সের্‌গেইকে আদর করতে করতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন শুধিয়ে যেতে লাগলো।

'গান গেয়েছিলুম তো কি হয়েছিল? একটা মশা জীবনভর গান গায়—সেটা কি ফুর্তির তোড়ে?'—বিরস কণ্ঠে সের্‌গেই উত্তর দিলে।

খানিকক্ষণের জন্য দুজনাই চুপচাপ। সের্‌গেইয়ের পূর্বরাগকীর্তন শুনে কাতেরীনার হৃদয় পরিপূর্ণ ভাবাবেশে বিহ্বল হয়ে গিয়েছে। কাতেরীনার বাসনা আরো কথা বলে কিন্তু সের্‌গেই ভুরু কুঁচকে কেমন যেন মৌনব্রত অবলম্বন করেছে।

ফুলে ফুলে ভরা আপেল গাছের শাখা-প্রশাখার পর্দার ভিতর দিয়ে স্বচ্ছ নীলাকাশ আর শান্ত প্রশান্ত পূর্ণচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে কাতেরীনা আবেশভরা কণ্ঠে বলে উঠলো, 'দেখো দেখো, সের্‌গেজা,—এ যে স্বর্গপুরী, স্বর্গপুরীতে যেন মেলা বসেছে।'

কাতেরীনা শুয়েছিল চিৎ হয়ে—চাঁদের আলো আপেল গাছের ফুল আর পাতার ভিতর দিয়ে এসে কাতেরীনার মুখ আর দেহের উপর বিচিত্র শুভ্র আলপনার কম্প্রমান শিহরণ জাগাচ্ছিল; বাতাস স্তব্ধ, শুধু সামান্যতম ক্ষীণ মলয় অর্ধসুপ্ত পত্রাবলীতে ঈষৎ কম্পন জাগিয়ে পূর্ণকুসুমিত তরু আর নব উদ্গত তৃণের মৃদু সৌরভ দূরদূরান্তে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। বাতাস যেন অলসাবেশে পরিপূর্ণ—যেন সে বাতাস এনে দেয় সর্ব কর্মে অরুচি, আত্মার অসংযম, আর মনের ভিতর দুর্বোধ যত কামনারাজি।

কাতেরীনা কোনো সাড়া না পেয়ে আবার চুপ করে গেল, আর তাকিয়ে রইল ফিকে গোলাপি আপেলফুলগুচ্ছের ভিতর দিয়ে আকাশের দিকে। সের্‌গেইও কথা বলছিল না কিন্তু তার চিত্তকে আকাশ বিমোহিত করেনি। আপন হাঁটু দুটো দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে সে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইল আপন বুট-জোড়ার দিকে।

আহা, যেন স্বর্ণজ্যোতি দিয়ে তৈরি রাত্রিটি। শান্ত, লঘু, সৌরভভরা আর প্রাণদায়িনী ঈষৎ উষ্ণতা! দূরে বহুদূরে, উপত্যকার পিছনে, বাগানের বহু দূরে কে যেন ধরেছে সুরেলা গীত; ঘন চেরী-তরু-ভরা বাগানের বেড়ার কাছে গেয়ে উঠলো একটি পাপিয়া শিহরিত উচ্চকণ্ঠে; উঁচু খুঁটিতে ঝোলানো কুয়েইল পাখীটি উত্তেজিত কণ্ঠে গেয়ে চলেছে সুরের প্রলাপ; ওদিকে আস্তাবলের

দেয়ালের পিছনে বিরাট একটা অশ্ব তন্দ্রালু হ্রেষারব তুললো, আর বাগানের বাইরে গোচারণ মাঠের উপর দিয়ে একপাল কুকুর দ্রুতবেগে ছুটে চলে গিয়ে অর্ধভগ্ন প্রাচীন হুনের ভাণ্ডারের কালো আবছায়ায় বিলীন হয়ে গেল।

কনুইয়ের উপর ভর করে কাতেরীনা একটুখানি উঠে বাগানের লম্বা লম্বা ঘাসের দিকে তাকালো—উজ্জ্বল চন্দ্রালোক ঘাসের উপর পড়ে ঝিলিমিলি লাগিয়েছে, তারই আভা গাছগুলোর ফুলে পাতায় নেচে নেচে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। যেন কল্পলোকের অবর্ণনীয়, অত্যুজ্জ্বল লক্ষ লক্ষ চন্দ্রচূর্ণ দীর্ঘ তৃণরাজিকে স্বর্ণমণ্ডিত করে দিয়েছে; এমনই তাদের নিরবচ্ছিন্ন কম্পন, এমনই তাদের নিরবচ্ছিন্ন স্পন্দন যে মনে হয় এরা বহ্নিশিখার প্রজাপতি কিংবা যেন বৃক্ষনিম্নের তৃণরাজি চন্দ্ররশ্মির জাল-আবরণে বন্দী হয়ে এদিকে ওদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায়।

কাতেরীনা তাকিয়ে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে বললে, 'আহা, সেরেজা, কী মধুর, কী সুন্দর—সব সব!'

সের্‌গেই চতুর্দিকের দৃশ্যের দিকে তাচ্ছিল্য-নয়নে একবার শুধু তাকালে।

'তুমি অমন মন-মরা হয়ে আছ কেন, সেরেজো? না, আমার ভালোবাসার প্রতিও তোমার অবসাদ এসে গেছে?'

'কি আবোল-তাবোল বকছো?'—সের্‌গেই নীরস কণ্ঠে উত্তর দিলে; তারপর নিচু হয়ে কাতেরীনাকে অলস ভাবে চুমো দিল।

কাতেরীনার হৃদয়ে হিংসা এসেছে; বললে, 'তুমি প্রতারণা করছো সেরেজা; তোমার প্রেমে স্থিরতা নেই।'

সের্‌গেই শান্তকণ্ঠে উত্তর দিলে, 'তোমার কথাগুলো আমার উদ্দেশে বলেছ এ-কথাই আমি স্বীকার করবো না।'

'তা হলে তুমি আমাকে এভাবে চুমো খেলে কেন?'

সের্‌গেই তাচ্ছিল্যভরে এর কোনো উত্তরই দিল না।

সের্‌গেইয়ের কোঁকড়া চুল নিয়ে খেলা করতে করতে কাতেরীনা বলে যেতে লাগল, 'স্বামী-স্ত্রীই তো শুধু একে অন্যকে এরকম চুমো খায়—যেন একে অন্যের ঠোঁট থেকে ঠোনা মেরে ময়লা মুছে দেয়। তুমি আমাকে এমন চুমো খাও, যেন আপেল গাছ উপর থেকে আমাদের উপর সবে-ফোটা ফুলের বর্ষণ লাগিয়ে দেয়।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক এই রকম, ঠিক এই রকম, ঠিক এই রকম!' চুপি চুপি কানে কানে গুঞ্জন করলে কাতেরীনা।—দয়িতকে ঘনতর আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে সে

তখন হৃদয়াবেগে নিজেকে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে কাতেরীনা বললে, 'সেরেজা, এবারে যা বলছি, তুমি মন দিয়ে শোনো। আচ্ছা বলো তো, সবাই কেন একবাক্যে বলে, তোমার প্রেমে স্থিরতা নেই।'

'আমার সম্বন্ধে কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করে এসব মিথ্যে কথা বলে কে?'

'সবাই তো এই কথা বলে।'

'হয়তো যে সব হাড়ে হাড়ে অপদার্থগুলোকে আমি ত্যাগ করেছি, তারাই।'

'ওরে হাবা, ওসব অপদার্থগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার তোমার কী দরকার ছিল? যে মেয়ে সত্যি অপদার্থ তার সঙ্গে তুমি আদপেই প্রেম করতে যাবে কেন?'

'বলো, বলে যাও, বলা বড় সোজা। মানুষ কি সূক্ষ্ম বিচার বিবেচনা করে প্রেমে পড়ে? এর পিছনে কাজ করে একমাত্র প্রলোভন। ওদের কোনো একটার সঙ্গে বিধিভঙ্গ* করলে,—অতি সোজা, কোনো মতলব না, কিছু না, ব্যস্ হয়ে গেল। তারপর মেয়েটা রইল তোমার গলায় ঝুলে! গুলে খাওগে তারপর সেই প্রেম।'

'তা হলে, শোনো, সেরেজা! আমার পূর্বে কারা সব এসেছিল তাদের সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি নে, আর আমি ওদের সম্বন্ধে কোনো-কিছু জানতেও চাই নে। শুধু এইটুকু বলার আছে: তুমি নিজে আমাদের এই প্রেমের পথে আমাকে প্রলোভিত করে টেনে এনেছ, এবং তুমি নিজে খুব ভালো করেই জানো, আমি যে এতে পা দিয়েছি তার জন্য তোমার ছলা-কৌশল যতখানি দায়ী আমার নিজের কামনাও ততখানি—আমি তোমায় কথা দিচ্ছি, সেরেজা, তুমি যদি কোনোদিন বেইমানী করো, তুমি যদি অন্য কারোর জন্য—তা সে যে-ই হোক্ না কেন আমাকে বর্জন করো, আমি তা হলে কস্মিনকালেও—মাফ করো, আমার হৃদয়ের বন্ধু,—এ-দেহে প্রাণ থাকতে কস্মিনকালেও তোমাকে কিছুতেই ছেড়ে যাবো না।'

সের্গেই চমকে উঠলো।

'এসব কি বলছো, কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌না, আমার চোখের মণি! আমাদের অবস্থাটার দিকে একবার ভালো করে চেয়ে দেখো। তুমি এখ্‌খুনি লক্ষ্য করেছ,

---

* যে দশটি বিধি (কমাণ্ডমেণ্ট) ইহুদি ও খৃষ্টান মানে তার অন্যতম—'ব্যভিচার করবে না'।

আমি কি রকম আনমনা হয়ে বসে ছিলুম কিন্তু তুমি একবারও শান্ত হয়ে ভাবো না, এই আনমনা হওয়াটা আমি ঠেকাতে পারি কি না। তুমি তো জানোই না, আমার বুকের ভিতর কি রকম শক্ত শক্ত রক্তের টুকরো জমা হয়ে আছে।'

'তোমার কি বেদনা, সেরেজা, তোমার বেদনা আমায় বলো!'

'এর আবার বলার কি থাকতে পারে? প্রথমত দেখ, অল্পদিনের মধ্যেই, ঈশ্বরের আশীর্বাদে তোমার স্বামী এসে উদয় হবেন, আর তুমি বলবে—সের্‌গেই ফিলেপিচ, দূর্ দূর্ বেরো এখান থেকে, আর যা তুই ঐ পেছনের আঙ্গিনায়, ছোকরারা যেখানে গান-টান গাইছে। আর সেখান থেকে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখ, কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌নার শোবার ঘরে ছোট্ট পিদিমটি জলছে, আর তিনি কি রকম পালকের তুলতুলে বিছানাটি দু'হাত দিয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে জুৎসই করে তাঁর সাতপাকের সোয়ামীর সঙ্গে শুয়ে আরাম করতে যাচ্ছেন।'

'অসম্ভব! ওরকম ধারা কখ্‌খনই হবে না'—সোল্লাসে টানা টানা স্বরে কাতেরীনা কথাগুলো বললে, আর সঙ্গে সঙ্গে কচি একখানি হাত নাড়িয়ে সের্‌গেইয়ের কথাগুলো যেন সামনের থেকে সরিয়ে দিল।

'কেন হবে না? আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি, এ পরিস্থিতি থেকে বেরবার জন্যে তোমার তো কোনো পথই নেই। তা সত্ত্বেও, বুঝলে কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌না, আমারও একটা আপন হৃদয় আছে, আর নিদারুণ যন্ত্রণাটা আমি অনুভব করতে পারি।'

'ব্যস্ ব্যস্, হয়েছে। তোমার যথেষ্ট বলা হয়ে গিয়েছে।'

সের্‌গেইয়ের এই হিংসের অনুভূতিটা কাতেরীনাকে বড়ই আনন্দ দিল। জোরে হেসে উঠে সে ফের সের্‌গেইকে চুমোর পর চুমো খেতে লাগল।

অতি সাবধানে কাতেরীনার সম্পূর্ণ অনাচ্ছাদিত বাহুপাশ থেকে নিজের মস্তকটি মুক্ত করতে করতে সের্‌গেই কথার খেই ধরে বলে যেতে লাগলো, 'দ্বিতীয়ত, সমাজে আমার যে হীনতম অবস্থা সেটাই আমাকে বহুবার বাধ্য করেছে ব্যাপারটা সব দিক দিয়ে বিবেচনা করতে। এই মনে করো, আমি যদি সমাজে তোমার ধাপের মানুষ হতুম, আমি যদি 'ভদ্রলোক' বা ব্যবসায়ী হতুম, তা হলে এ দেহে যতক্ষণ প্রাণ আছে তোমাকে কিছুতেই ছেড়ে দিতে রাজী হতুম না—কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌না। কিন্তু এখন যা পরিস্থিতিটা—তুমি নিজেই বিবেচনা করে দেখো—তোমার কাছে দাঁড়ালে আমি কে? অল্প দিনের ভিতরই তোমার স্বামী যখন তোমার কচি সাদা হাতটি ধরে তোমাদের শোবার ঘরে তোমাকে নিয়ে যাবে, আমাকে তখন সেটা নীরব হৃদয়ে সয়ে নিতে হবে, এবং হয়তো সেই

কারণেই আমি নিজেকে বাকী জীবন ধরে ঘেন্না করবো। কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌না! বুঝলে—আমি তো সে দলের নই যারা যে কোনো একটা রমণীর সঙ্গে ফুর্তি করতে পারলেই অন্য কোনো-কিছুর পরোয়া করে না। প্রেম সত্য সত্য কি, সে অনুভূতি আমার আছে, আর সেটা যেন কালনাগিনীর মত আমার বুকের রক্ত শুষে শুষে খাচ্ছে।'

কাতেরীনা বাধা দিয়ে বললে, 'কিন্তু এসব কথা তুমি আমাকে বার বার বুঝিয়ে বলছো কেন?'

'কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌না! না বলে করি কি, বলো। কি করি বলো। হয়তো বা এতদিনে সব কিছু তোমার স্বামীকে কাগজে কলমে ভালো করে বুঝিয়ে রিপোর্ট করা হয়ে গিয়েছে, খুব বেশি দূরের কথা নয়, হয়তো বা আসছে কাল থেকেই এখানে আর সের্‌গেইকে দেখতে পাওয়া যাবে না, তার কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে না।'

'না, না, ও নিয়ে তুমি একটি মাত্র কথা বলো না, সেরেজা! এটা কস্মিন-কালেও হতে পারে না। যা হোক্ তা হোক্, তোমাকে ছেড়ে আমি কিছুতেই থাকতে পারবো না।' চুম্বনে আলিঙ্গনে সোহাগ করে কাতেরীনা সের্‌গেইকে প্রবোধ দিতে লাগল। 'চূড়ান্ত নিষ্পত্তি যদি একদিন করবার সময়ই আসে, তবে··· হয় নিয়তি তাকে ওপারে নিয়ে যাবেন, নয় আমাকে, কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে থাকবেই।'

'সেটা তো সম্ভব নয়, কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌না!'—বিষণ্ণ কণ্ঠে সের্‌গেই উত্তর দিল। তারপর মাথায় যেন দুঃখের ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, 'আমি যে এই প্রেম নিয়ে বেঁচে আছি তার জন্যে আমার নিজেরই দুঃখ হয়। সমাজে আমি যে ধাপে আছি সেই ধাপের কাউকে ভালোবাসলে হয়তো আমি সন্তুষ্টই হতুম। এও কি কখনো সম্ভব যে, তুমি চিরকাল আমার সত্য প্রেম হয়ে থাকবে? আর এখন আমার প্রণয়িনী হয়ে থাকাও কি তোমার পক্ষে গৌরবের বিষয়? আমি তো চাই পূত চিরন্তন দেউলের সামনে তোমার স্বামী হতে; তারপর তোমার তুলনায় তখন আমি নিজেকে হীন মনে করলেও আমি সমাজের সামনে বুক চেতিয়ে দেখাতে পারবো, আমার স্ত্রী আমাকে কতখানি সম্মানের চোখে দেখেন —কারণ আমি তাঁকে সম্মান করি—'

সের্‌গেইয়ের কথাগুলো কাতেরীনার মাথা ঘুলিয়ে দিয়েছে। তার ঈর্ষা, কাতেরীনাকে বিয়ে করার তার কামনা—এ কামনা মেয়েছেলে মাত্রেরই বড় প্রিয়, তা সে হোক্ না, বিয়ের পূর্বে তাদের অল্প দিনেরই পরিচয়। কাতেরীনা

এখন সের্‌গেইয়ের জন্যে আগুনের ভিতর দিয়ে যেতে প্রস্তুত, অতলে তলাতে তৈরি, কিংবা ভয়ঙ্কর কারাগারে অথবা ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মরতে। সের্‌গেই তখন কাতেরীনাকে তার প্রেমে এমনই মজিয়েছে যে, সে তার অন্তহীন আত্মসমর্পণ সের্‌গেইয়ের পদপ্রান্তে করে ফেলেছে। আনন্দে সে তখন আত্মহারা, তার রক্তে রিনিঝিনি বাজছে,—আর কোনো কথা শোনবার সব শক্তি তার তখন নেই। তাড়াতাড়ি হাতের তেলো দিয়ে সে সের্‌গেইয়ের মুখ বন্ধ করে দিয়ে তার মাথা আপন বুকে চেপে ধরে বললে, 'শোনো, এখন আমার জানা হয়ে গিয়েছে, তোমাকেও কি করে ব্যবসায়ী করে তোলা যায়, আর তোমার সঙ্গে কি ভাবে যথারীতি সসম্মানে বাস করা যায়। যতদিন না আমাদের অবস্থার চরম বোঝা-পড়ার সময় এসেছে—ততদিন কোনো-কিছু নিয়ে আমাকে আর বেদনা দিয়ো না।'

আবার আরম্ভ হল চুম্বন আর আদর-সোহাগ।

নিঃশব্দ নিশীথে, গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকা সত্ত্বেও গুদোমঘরের চালার ভিতর বুড়ো কেরানী শুনতে পাচ্ছিল ক্ষণে মৃদু আলাপের গুঞ্জন, ক্ষণে চাপা হাসির ইঙ্গিত—যেন কতকগুলো দুর্বৃত্ত বালক কোনো নির্বীর্য বৃদ্ধকে নিয়ে নিদারুণতম ঘৃণ্য ব্যঙ্গ করার জন্যে ষড়যন্ত্র করছে—ক্ষণে আনন্দের উচ্চহাস্য কলরোল—যেন সরোবরের পরীরা কাউকে নির্মম ভাবে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। এ-সবের উৎস কাতেরীনা। চাঁদের আলোতে সে যেন সাঁতার কাটছে, নরম কম্বলের উপর গড়াগড়ি দিচ্ছে আর রসকেলি করছে তার স্বামীর ছোকরা কেরানীর সঙ্গে। কুসুমাচ্ছাদিত আপেলবৃক্ষের কোমল ফুলদল তাদের উপর ক্ষণে ক্ষণে বর্ষিত হচ্ছিল—অবশেষে সে বর্ষণও ক্ষান্ত হল। ইতিমধ্যে নাতিদীর্ঘ নিদাঘ রজনী প্রবহমাণ—চন্দ্রমা উচ্চ ভাণ্ডার গৃহের চূড়ান্তরালে লুক্কায়িত থেকে পাণ্ডু হতে পাণ্ডুরতর নয়নে ধরণীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল। হঠাৎ রান্নাঘরের ছাতের উপর দুটো বেড়ালের কানফাটানো দ্বৈতকণ্ঠ শোনা গেল। তারপর আরম্ভ হল খামচাখামচি, দাঁত মুখ খিঁচিয়ে তীক্ষ্ণ গোঙরানোর শব্দ এবং সর্বশেষে পা হড়কে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল ছাদের সঙ্গে ঠেকনা দেওয়া তক্তার ডাঁই পিছলে—গোটা দু'তিন বেড়াল।

'চলো, শুতে যাই'—অতিশয় ক্লান্তির আবেশে রাগ্‌ ছেড়ে উঠতে উঠতে বললো কাতেরীনা। শায়িত অবস্থায় সেই সামান্য যে শেমিজ আর সাদা সায়া তার পরনে ছিল সেই বেশেই গণ্যমান্য সদাগর-বাড়ির আঙিনার উপর দিয়ে সে চললো। সেখানে তখন মরা-বাড়ির নিশ্চলতা আর নৈস্তব্ধ্য। সের্‌গেই রাগ্‌

আর কাতেরীনার খেলা-ভরে ছুঁড়ে-ফেলে-দেওয়া ব্লাউজ নিয়ে পিছনে পিছনে চললো।

॥ ৭ ॥

কাপড়-জামার শেষ রত্তিটুকু ছেড়ে ফেলে, মোমবাতি নিবিয়ে দিয়ে পালকের তুলতুলে বিছানাতে শুতে না শুতে কাতেরীনা সুষুপ্তি-গহ্বরে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গেল। দিনভর ক্রীড়াকৌতুক আর উল্লাসরস এতই আকণ্ঠ পান করেছিল যে, সে এখন এমনই গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হল যে তার পা যেন ঘুমিয়ে পড়ল, হাতও যেন ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুমের ভিতর দিয়েও সে পরিষ্কার দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেল এবং সেই আগের দিনের চেনা বেড়ালটা দুম্ করে তার বিছানায় পড়ল।

'বেড়ালটার এখানে আগমনের ব্যাপারটা আসলে তবে কি?'—ক্লান্ত কাতেরীনা আপন মনে যুক্তি-তর্ক করতে লাগল। 'আমি দোরের চাবি নিজেই লাগিয়েছি—বেশ ভেবে-চিন্তে বিবেচনা করেই—আর জানলাটাও বন্ধ।—তবু দেখি সেটা আবার এসে জুটেছে। দাঁড়াও, আমি ওটাকে এই মুহূর্তেই বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেব।' কাতেরীনা উঠতে যাচ্ছিল কিন্তু তার হাত-পা যেন তার বশে নেই; ইতিমধ্যে বেড়ালটা তার শরীরের উপর দিয়ে সর্বত্র হাঁটাহাঁটি লাগিয়ে দিয়েছে। এবং তার গলার গর্‌র্ গর্‌র্ এমনই আশ্চর্য রকমের যে, সে যেন মানুষের গলায় কথা কইছিল। কাতেরীনার মনে হচ্ছিল যেন এক পাল ক্ষুদে ক্ষুদে পিঁপড়ে তার সর্বশরীরের উপর দিয়ে ছুটোছুটি লাগিয়েছে।

কাতেরীনা মনস্থির করে বললে, 'নাঃ, কালই আমাকে বিছানার উপর মঙ্গল জল ছিটোতে হবে—এ ছাড়া আর কোনো গতি নেই,—যেভাবে বেড়ালটা ভূতের মত আমার পিছনে লেগেছে তার থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এটা তাজ্জব ধরনের বেড়াল।'

ওদিকে বেড়ালটার সোহাগের গর্‌র্ গর্‌র্ একদম তার কান পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। বোঁচা নাকটা তার শরীরের উপর চেপে দিয়ে বেড়ালটা বলে উঠলো, 'আচ্ছা, আমি কোন্ ধরনের বেড়াল সেই কথাটা ভাবছো—না? কিন্তু এ সন্দেহে তুমি এলে কিসের থেকে? সত্যি, তুমি কী অসম্ভব চালাক মেয়ে, কাতেরীনা লভভ্না; ঠিক ঠিক ধরে ফেলেছ আমি আদপেই বেড়াল নই, কারণ আমি আসলে আর কেউ না, আমি হচ্ছি সেই বিখ্যাত সম্মানিত সদাগর বরিস

তিমোতেইচ্। অবশ্য এটা হক্ কথা যে, ঠিক এই মুহূর্তেই আমি খুব বহাল তবিয়তে নেই—কারণ আমার ছেলের বউ আমাকে যে-সব খাসা খানা খাইয়ে আমার সেবা করেছে তারই চোটে আমার নাড়িভুঁড়ি ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। তাই হয়েছে কি'—বেড়ালটা সোহাগের গর্‌র্ গর্‌র্ করে যেতে লাগল—'আমি বড্ড কুঁকড়ে-সুকড়ে গিয়ে এখন শুধু হুলো বেড়াল হয়ে, যারা আমাকে সত্যি সত্যি জানে আমি কে, তাদের সামনেই আত্মপ্রকাশ করতে পারি। তা যেন হল ; আচ্ছা, আপনি এখন আপন বাড়িতে কি রকম আছেন, কি করছেন, কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌না ? আপ্তবাক্যের সব ক'টি বিধি* আপনি কি ভক্তিভরে পালন করে যাচ্ছেন ? আমি সুচিন্তিত উদ্দেশ্য নিয়েই গোরস্তান থেকে এখানে এসেছি সুদ্ধুমাত্র দেখতে আপনি আর সের্‌গেই ফিলিপিচ্ আপনার স্বামীর বিছানাটাতে কি রকম ওঁম লাগাচ্ছেন। কিন্তু এখন তো আমি আর কিছু দেখতে পারি নে। আপনি খামোখা অত ডরাচ্ছেন কেন ; ব্যাপারটা হয়েছে কি, আপনি যে আমায় ফিস্টিটা খাইয়ে জান্ তর্‌র্‌র্ করে দিয়েছিলেন তারই ঠেলায় আমার আদরের পুতুল চোখ দুটি কোটর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে গেছে। আমার চোখ দুটোর দিকে সোজাসুজি তাকাও, পরাণ আমার,—ভয় পেয়ো না, মাইরি !'

কাতেরীনা সত্য সত্যই তাকিয়েছিল—আর সঙ্গে সঙ্গে তারস্বরে চিৎকার করে উঠলো। হুলো বেড়ালটা ফের তার আর সের্‌গেইয়ের মাঝখানে শুয়ে পড়েছে, আর তার মাথাটার জায়গায় বরিস্ তিমোতেইচের মাথা। ঠিক তারই মাথার মত বিরাট আকারের মাথা। আর দুটি কোটরে চোখের বদলে আগুনের দুটো চাকা ঘুরছে আর পাক খাচ্ছে, পাক খাচ্ছে আর ঘুরছে—যেদিকে যেমন খুশি !

সের্‌গেই জেগে উঠলো, কাতেরীনাকে শান্ত করে আবার ঘুমিয়ে পড়ল, কিন্তু নিদ্রাদেবী কাতেরীনাকে ত্যাগ করে চলে গেছেন—ভালোই, এক হিসেবে ভালোই।

বিস্ফারিত নয়নে কাতেরীনা শুয়ে আছে ; হঠাৎ তার কানে এল কে যেন গেট বেয়ে উঠে বাড়ির ভিতরের আঙ্গিনার সামনে পৌঁছে গেছে। সে লোক যেই হোক, কুকুরগুলো তার দিকে ধাওয়া করেছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তারা শান্ত হয়ে গেল—হয়তো বা তারা নবাগতের পা চাটতে আরম্ভ করেছে। তারপর

---

* অন্যতম বিধি 'ব্যভিচার করবে না'।

আরো এক মিনিট গেল। ক্লিক্ করে নিচের লোহার খিল খুলে গেল এবং দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল।

'হয় আমি শব্দগুলো কল্পনায় শুনছি, অথবা আমার জিনোভিই বরিসিচ্ ফিরে এসেছেন—এবং দরজা খুলেছেন ফালতো চাবিটি দিয়ে'—চট করে চিন্তাটা কাতেরীনার মাথায় খেলে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে সের্গেইকে কনুই দিয়ে গুঁতো দিল।

'কান পেতে শোনো, সেরেজা,' বলে কাতেরীনা কনুইয়ের উপর ভর করে উঠে কান দুটো খাড়া করলে।

সত্যই কে যেন ধীর পদক্ষেপে, সাবধানে শরীরের ওজন এক পা থেকে আরেক পায়ে সরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরের চাবিমারা শোবার ঘরের দিকে আসছে।

সুদ্ধমাত্র শেমিজপরা অবস্থাতেই এক লাফ দিয়ে কাতেরীনা খাট ছেড়ে ব্যালকনির জানলা খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সের্গেইও খালি পায়ে লাফ দিয়ে ব্যালকনিতে এসে নামবার জন্য তারই খুঁটিতে পা দিয়ে জড়িয়ে ধরলো—ঐ খুঁটি বেয়েই সে একাধিকবার তার প্রভুপত্নীর শোবার ঘর থেকে নিচে নেমেছে।

কাতেরীনা তার কানে কানে ফিস ফিস করে বললে, 'না, না ; দরকার নেই, দরকার নেই। তুমি এইখেনে শুয়ে থাকো···এখান থেকে নোড়ো না।' তারপর সের্গেইয়ের জুতো, কোট-পাতলুন তার পিছনে ছুঁড়ে দিয়ে লাফ মেরে কম্বলের তলায় ঢুকে শুয়ে শুয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

সের্গেই কাতেরীনার আদেশ পালন করলো ; খুঁটি বেয়ে নিচে না নেমে ছোট্ট ব্যালকনিটির কাঠের ছাতার নিচে আরাম করে লুকিয়ে রইল।

ইতিমধ্যে কাতেরীনা শুনতে পেয়েছে, তার স্বামী কিভাবে দরজার কাছে এল, এবং দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে কান পেতে রইল। এমন কি সে তার হিংসাভরা বুকের দ্রুত স্পন্দন পর্যন্ত শুনতে পেল। কিন্তু কাতেরীনার হৃদয়ে করুণার উদয় হল না। বরঞ্চ তাকে যেন ছেয়ে ফেলল পিশাচের অট্টহাস্য।

মনে মনে সে তার স্বামীকে উদ্দেশ করে বললো, 'যাও, গত কাল খোঁজো গে'—মৃদু হেসে সে যতদূর সম্ভব তালে তালে নিষ্পাপ শিশুটির মত দম ফেলতে লাগলো।

প্রায় দশ মিনিট ধরে এই লীলা চললো ; অবশেষে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে স্ত্রীর ঘুমনোর শব্দ শোনার জন্য অপেক্ষা করাটা জিনোভিইয়ের কাছে ক্লান্তিজনক হয়ে দাঁড়াল। সে তখন দরজায় টোকা দিল।

'কে ?' কাতেরীনা সাড়া দিলে কিন্তু একদম সঙ্গে সঙ্গে না, এবং গলাটা যেন নিদ্রায় জড়ানো।

জিনোভিই উত্তর দিল, 'তোমাদেরই একজন।'

'তুমি নাকি, জিনোভিই বরিসিচ্ ?'

'হ্যাঁ, আমি। যেন আমার গলা শুনতে পারছো না।'

কাতেরীনা সেই যে শুধু শেমিজ পরে শুয়েছিল সেই ভাবেই লাফ দিয়ে উঠে দরজা খুলে দিল, তারপর ফের লাফ দিয়ে গরম বিছানায় ঢুকলো।

কম্বল দিয়ে গা জড়াতে জড়াতে বললো, 'ঠিক ভোরের আগে কেমন যেন শীতটা জমে আসে।'

জিনোভিই বরিসিচ্ ঘরে ঢুকে চতুর্দিকে তাকালো, তারপর ইকনের সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করলো, মোমবাতি জ্বালিয়ে আবার চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখলো। স্ত্রীকে শুধলো, 'কি রকম আছ—সব ঠিক চলছে ?'

কাতেরীনা উত্তর দিলে, 'নালিশ করার মত তেমন কিছু নয়।' তারপর উঠে বসে একটা ঢিলে সূতীর ব্লাউজ পরতে লাগল।

শুধলে, 'তোমার জন্য একটা সামোভারে* আঁচ দেব কি ?'

'তোমায় কিছু করতে হবে না ; আক্সীনিয়াকে ডাকো—সে তৈরি করুক।'

কাতেরীনা চটি পরে ছুটে বেরলো এবং ফিরলো আধঘণ্টাটাক পরে। এরই ভিতরে সে ছোট্ট সামোভারটিতে কাঠ-কয়লার আগুন ধরিয়ে নিয়েছে এবং অতিশয় সন্তর্পণে বিদ্যুৎবেগে একবার ছুটে গেছে ছোট্ট ব্যালকনিটির নিচে সের্গেইয়ের কাছে।

'এইখানে থাকো'—ফিস ফিস করে কাতেরীনা সের্গেইকে বললে।

সের্গেইও ফিস ফিস করে প্রশ্ন শুধলে, 'এখানে বসে থেকে কি লাভ হবে ?'

'ওঃ! তোমার মাথায় কি রত্তিভর মগজ নেই! আমি যতক্ষণ না অন্য ব্যবস্থা করি তুমি এইখানে থাকো।'

কাতেরীনা স্বয়ং তাকে আগের জায়গায় বসিয়ে দিয়ে চলে গেল।

সের্গেই বাইরের ছোট্ট ব্যালকনিতে বসে ভিতরে যা-কিছু হচ্ছিল সবই শুনতে

---

* ধাতুর পাত্র। এর নিচের তলায় কাঠ-কয়লার আগুন জ্বালানো হয়। উপরের থোপে জল। ট্যাপ্ খুলে চায়ের জন্য ফুটন্ত জল বের করা হয়। রাশান্‌রা এটা টেবিলের উপর রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চা খায়। 'দেশেবিদেশে' পৃ. ৩৩, ২৩১ ও অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

পারছিল। কাতেরীনা যে দরজা বন্ধ করে স্বামীর কাছে ফিরে এল সেটাও শুনতে পেল। ঘরের ভিতরকার টুঁ শব্দটিও পরিষ্কার তার কানে আসছিল।

জিনোভিই স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলে, 'এতক্ষণ ধরে কোথায় আলসেমি করে সময় কাটালে?'

শান্তকণ্ঠে উত্তর দিলে, 'আমি সামোভার তৈরি করছিলুম।'

কিছুক্ষণ ধরে আর কোনো কথাবার্তা হল না। বাইরের থেকে সেরগেই পরিষ্কার শুনতে পেল, জিনোভিই তার লম্বা কোটটা হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখলো। তারপর সে চতুর্দিকে জল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে, জোরসে নাক সাফ করে হাত মুখ ধুলো। এইবারে সে একখানা তোয়ালে চাইলে—সেটাও শোনা গেল। আবার কথাবার্তা শুরু হয়েছে।

স্বামী শুধলে, 'আচ্ছা, বলো তো তোমরা ঠিক কি ভাবে আমার বাপকে গোর দিলে?'

'ঠিক যে ভাবে হয়ে থাকে'—উত্তর দিল তার স্ত্রী। 'তিনি মারা গেলেন, সবাই মিলে তাকে গোর দিল।'

'কিন্তু সকলের কাছেই এটা অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ঠেকেছে!'

'ভগবান জানেন শুধু।'—কাতেরীনা উত্তর দিয়ে ঠুং-ঠাং করে পেয়ালাগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগলো।

জিনোভিই বিষণ্ণ মুখে ঘরের ভিতর পাইচারি করতে লাগলো।

তারপর স্ত্রীকে আবার শুধলো, 'আর এখানে তুমি সময় কাটালে কি করে?'

'এখানে আমাদের আমোদ-আহ্লাদ কি, সে তো সবাই জানে—আমি আর কি বলবো; আমরা বল্ নাচে যাই নে, থিয়েটারও দেখি নে।'

'আমার তো মনে হল তোমার স্বামীকে দেখে তুমি বিশেষ কোনো আমোদ-আহ্লাদ অনুভব করো নি—আমোদ-আহ্লাদের কথাটাই যদি উঠলো—।' আড় নয়নে তাকিয়ে জিনোভিই বললে। এইবারে সে অবতরণিকায় পা দিয়েছে।

'তোমাতে আমাতে তো পর্শুদিন বিয়ে হয় নি যে দেখা হওয়া মাত্রই প্রেমে পাগল হয়ে একে অন্যের দিকে ধাওয়া করবো। বাড়ির কাজকর্মে ছুটোছুটি করতে করতে আমার পা দু'খানি ক্ষয়ে গেল—আর সে-সব তোমারই সুখের জন্য। কি করে যে আশা করো তোমাকে দেখামাত্র আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাব?'

কাতেরীনা সামোভার আনবার জন্য ছুটে বেরিয়ে গেল* আর ধাওয়া করলো

* কাঠ-কয়লার ধুঁয়োর শেষ রেশটুকু না বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত সামোভার ঘরের ভিতর আনা হয় না।

সের্‌গেইয়ের দিকে। জামায় টান দিয়ে বললে, 'হাই তোলা বন্ধ করো! চোখ দুটো খোলা রাখো, সেরেজা!'

শ্রাদ্ধের জল যে কোন্ দিকে কতখানি গড়াবে সে সম্বন্ধে সের্‌গেই কোনো স্পষ্ট ধারণা করতে পারেনি, তাই সজাগ হয়ে রইল সে।

কাতেরীনা ফিরে এল। দেখে, জিনোভিই খাটের উপর হাঁটু গেড়ে পুঁতির কেস্‌সুদ্ধ তার ভ্রমণের ঘড়িটা শিয়রের খাড়া তক্তার সঙ্গে ঝোলাচ্ছে।

হঠাৎ সে তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলে—কেমন যেন একটু বাঁকা-বাঁকা ভাবে 'আচ্ছা, বল তো কাতেরীনা, তুমি তো ছিলে একেবারে একা; তবে এটা কি করে হল যে, তুমি জোড়া বিছানা সাজিয়ে রেখেছো?'

শান্তনয়নে তার দিকে তাকিয়ে কাতেরীনা বললে, 'কেন, আমি তো সর্বক্ষণ তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলুম।'

'কৃতজ্ঞতার ধন্যবাদ জানাচ্ছি তার জন্য। আচ্ছা, এইবার দেখো, একটা জিনিস; এটা তোমার পালকের বিছানায় প্রবেশপথ পেল কি করে?'—জিনোভিই বরিসিচ্ বিছানার চাদরের উপর থেকে উলে বোনা সরু একটি বেল্ট তুলে নিয়ে এক প্রান্ত উপরের দিকে ধরে তার স্ত্রীর চোখের সামনে দোলাতে লাগল। আসলে এটা সের্‌গেইয়ের।

কাতেরীনা সামান্যতম দ্বিধা না করে বললো, 'আমি ওটা বাগানে কুড়িয়ে পেয়ে আমার স্কার্ট বাঁধার জন্য কাজে লাগিয়েছি।'

'বটে!' কথাগুলোয় বদখদ জোর দিয়ে জিনোভিই বললে, 'তোমার ঐ যে স্কার্ট, সে সম্বন্ধে আমরাও আরো দু'একটা কথা জানতে পেরেছি।'

'ঠিক কি শুনতে পেয়েছ?'

'ও! তোমার সব পুণ্য কর্ম!'

'সে-রকম কিছু হয় নি!'

'আচ্ছা, আচ্ছা; পরে সে সব দেখা যাবে, পরে সব-কিছু দেখা যাবে', খালি পেয়ালাটা ঠেলা মেরে তার স্ত্রীর সামনে ফেলে দিয়ে জিনোভিই উত্তর দিল।

কাতেরীনা এ-কথার উত্তরে কোনো সাড়া দিল না।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর জিনোভিই ভুরু কপালে তুলে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমার তাবৎ কীর্তিকলাপ আমরা প্রশস্ত দিবালোকে টেনে বের করবো, বুঝলে কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌না?'

কাতেরীনা উত্তর দিল, 'ভয়ে যারা ইঁদুরের গর্ত খোঁজে তোমার কাতেরীনা সে দলের নয়। সে অত সহজে ভয় পায় না।'

'কি বললে? কি বললে?' জিনোভিই গলা চড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলো।

'যাগগে ও-সব···আমি আমার ফেরির পসরা দু'বার হাঁকি নে।' স্ত্রী উত্তর দিলে।

'বটে! সাবধান! একটু সাবধান হও দিকিনি—বড্ড বেশি বকর্ বকর্ করতে শিখে গেছ তুমি, যবে থেকে একলা-একলি থাকছো—কি জানি কি করে?'

কাতেরীনা চোপা দিয়ে বললে, 'বকর্ বকর্ করতে আমার যদি প্রাণ চায় তবে তার বিরুদ্ধে কোনো মহামূল্যবান কারণ আছে কি?'

'দেখো, এখনো নিজের উপর নজর রাখো।'

'আমার নিজের উপর নজর রাখবার মত কিছুই নেই। কোথাকার কে লম্বা জিভ নাড়িয়ে তোমাকে যা-তা শুনিয়েছে, আর আমাকে বসে বসে হরেক রকমের গালি-গালাজ শুনতে হবে নাকি? এ আবার কি এক নতুন তামাশা আরম্ভ হল!'

'লম্বা জিভ হোক আর নাই হোক, তোমার ঢলাঢলির কেচ্ছা এখানে বিস্তর লোকই জেনে গিয়েছে।'

কাতেরীনা এবারে সত্যি সত্যি ক্ষেপে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, 'কী ঢলাঢলি আমার?'

'আমি জানি কোন্‌টা।'

'তাই নাকি? যদি জানোই তবে চালাও: সাফ সাফ খুলে বলো।'

জিনোভিই কোনো উত্তর না দিয়ে খালি পেয়ালাটা আবার ঠেলা মেরে তার স্ত্রীর সামনে ফেললো।

স্বামীকে যেন খোঁচা দেবার জন্যে একটা চামচ তার স্বামীর পিরিচে খটাং করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘেন্নার সুরে বললে, 'আসলে পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তেমন কিছু বলবার মত নেই। না হলে বলো না, বলো, বলো আমাকে, কার সম্বন্ধে তারা তোমাকে বলেছে? কে সে আমার প্রেমিক যাকে আমি তোমার চেয়ে বেশী পছন্দ করি?'

'জানতে পাবে—অত তাড়া কিসের?'

'বলো না! তবে কি কেউ কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করে সের্‌গেইয়ের সম্বন্ধে মিথ্যে মিথ্যে লাগিয়েছে? তাই কি না?'

'আমরা সব বের করবো, আমরা সব বের করবো, বাহারে বীবী কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌না। তোমার উপর আমাদের যে অধিকার সেটা কেউ কেড়ে নেয় নি,

কেউ নিতে পারবেও না…তুমি শায়েস্তা হয়ে নিজের থেকেই নিজের সম্বন্ধে সব কিছু বলবে—'

'আখ্! আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে!' দাঁত কিড়িমিড়ি খেয়ে কাতেরীনা চিৎকার করে উঠলো,—রাগে তার মুখের রঙ সাদা বিছানার চাদরের মত হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ সে লাফ দিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

কয়েক সেকেণ্ড পরে সের্‌গেইয়ের আস্তিন ধরে ঘরের ভিতর তাকে টেনে এনে কাতেরীনা বললে, 'এই তো, এখানে সে। ওকে আর আমাকে জিজ্ঞেস করো, যখন এত সব তোমার জানাই আছে। হয়তো যতখানি জেনে তৃপ্ত হও তার চেয়েও বেশী জানতে পাবে।'

আসলে জিনোভিই বরিসিচের মাথা তখন ঘুলিয়ে গিয়েছে। সে প্রথমটায় সের্‌গেইয়ের দিকে তাকালে—সে তখন দোরের খুঁটিটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর তাকালো তার স্ত্রীর দিকে—সে ততক্ষণে খাটের বাজুতে বসে বুকের উপর এক হাত দিয়ে আরেক হাতের কনুই ধরে আছে; সমস্ত ব্যাপারটা যে কোন্ জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে সে-সম্বন্ধে জিনোভিই কোনো অনুমানই করতে পারছিল না।

'এখানে তুই কি করছিস রে বিচ্ছু?' চেয়ার থেকে না উঠেই কোনো গতিকে সে বললে।

বেহায়ার মত কাতেরীনাই উত্তর দিলে, 'তুমি যা-সব খুব ভালো করে জানো সেগুলো সম্বন্ধে আমাদের জিজ্ঞেস করো না? তুমি ভেবেছিলে আমাকে ঠ্যাঙাবার ভয় দেখাবে—' কাতেরীনা বলে যেতে লাগলো; তার চোখে কুমৎলব মিটমিট করছে, 'কিন্তু সেটা আর কক্‌খনই হয়ে উঠবে না। আর আমি? আমার যা করার সে আমি তোমার ঐ প্রতিজ্ঞাগুলো শোনার পূর্বেই স্থির করে রেখেছি, আর এখন সেগুলো তোমার উপর খাটাবো।'

জিনোভিই সের্‌গেইয়ের দিকে চেঁচিয়ে উঠলো, 'কি করছিস এখানে? বেরো!'

কাতেরীনা তাকে চোপা দিয়ে বললে, 'বেশ, বেশ, তারপর?'

ঝট্‌পট্ দোরটা নিখুঁত ভাবে বন্ধ করে চাবিটা সে পকেটে রাখলো, তারপর ঢিলে ব্লাউজসর্বস্বা বিছানায় ফের গড়াগড়ি দিতে লাগলো।

কেরানীকে হাতছানি দিয়ে ডেকে বললে, 'এখানে তবে এসো সেরেজেচ্‌কা*

* সের্‌গেইয়ের আদরের ডাকনাম সেরেজা; এখানে স্বামীকে অপমান করে আরেক কাঠি আদর করে ডাকছে সেরেজেচ্‌কা—'কচি সেরেজা', 'সেরেজা দুলাল'।

এসো, এখানে এসো, আমার প্রাণের দুলাল।'

সের্‌গেই মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বাবরী চুল পিছনে ফেরালো ; তারপর সাহসীর মত বাড়ির কর্ত্রীর পাশে এসে বসলো।

'হে ভগবান, হে প্রভু! এসব কি হচ্ছে? তোরা কি করছিস—ওরে কাফেরের বাচ্চা'—জিনোভিইয়ের মুখ বেগনি হয়ে গিয়েছে, আরাম-কেদারা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে।

'বটে? তোমার পছন্দ হচ্ছে না? একবার তাকিয়ে দেখো না, ভালো করে তাকিয়ে দেখো আমার বাজপাখীটির চোখ কী রকম জলজল করে, দেখো না, কী সুন্দরই না সে!'

কাতেরীনা অট্টহাস্য করে উঠলো এবং স্বামীর সামনে সের্‌গেইকে আবেগভরে চুম্বন দিতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে ঠাস করে তার গালে একটা চড় পড়ে যেন সেখানে আগুন ধরিয়ে দিল আর জিনোভিই লাফ দিয়ে ধাওয়া করলো ব্যালকনির খোলা জানলার দিকে।

॥ ৮ ॥

'আহ্‌হা! তাহলে এই ব্যবস্থাই হল! বেশ বন্ধু! তোমাকে আমার অনেক ধন্যবাদ জানাই! শুধু এইটের জন্যই আমি অপেক্ষা করছিলুম—' উঁচু গলায় বলে উঠলো কাতেরীনা, 'বেশ বেশ, তাহলে পষ্ট দেখা যাচ্ছে, আমারই মর্জি-মাফিক সব-কিছু হবে, তোমার মর্জি আর চলবে না।'

এক ধাক্কায় সের্‌গেইকে পাশ থেকে ঠেলে দিয়ে, বিদ্যুৎবেগে সে লাফ দিয়ে গিয়ে পড়ল তার স্বামীর ঘাড়ে; জিনোভিইও লাফ দিয়েছিল ব্যালকনির জানলার দিকে কিন্তু তার পূর্বেই কাতেরীনা তার সরু আঙুল জিনোভিইয়ের গলায় প্রায় ঢুকিয়ে দিয়ে চেপে ধরে তাকে ছুঁড়ে ফেলেছে মেঝের উপর—একগুচ্ছ কাটা তাজা শন মানুষ যে রকম অবহেলে ফেলে।

শরীরের সমস্ত ওজন নিয়ে বেগে পড়ার ফলে তার মাথা সজোরে ঠোক্কর খেল মেঝের উপর—আর মাথা গেল ঘুলিয়ে। সমস্ত ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি তার চরমে পৌঁছে গিয়ে স্বপ্রকাশ হতে পারে—তার সম্ভাবনা সে মোটেই আন্দাজ করতে পারে নি। তার উপর তার স্ত্রীর জীবনে এই প্রথম প্রচণ্ড আক্রমণ থেকে সে বুঝে গেল যে, তার হাত থেকে ছাড়ান পাওয়ার জন্য হেন কর্ম নেই

যে তার স্ত্রী করবে না, এবং তার বর্তমান অবস্থা সাতিশয় সঙ্কটময়। মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে এই সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করে ফেলেছিল বলে সে আর আর্তনাদ করে ওঠে নি—ভালো করেই সে বুঝে গিয়েছিল যে তার আর্তনাদ কারো কানে পৌছবে না, বরঞ্চ তাতে করে তার পরিণাম আরো দ্রুতগতিতে পৌছে যাবে। নীরবে সে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে অবশেষে তার দৃষ্টি স্ত্রীর উপর ফেললো। সে দৃষ্টিতে ছিল জিঘাংসা, অভিসম্পাত আর তীব্রতম যন্ত্রণা। ওদিকে তার স্ত্রী সজোরে তার গলা যেন নিংড়ে ফেলছিল।

জিনোভিই আত্মরক্ষার চেষ্টা করলো না। তার মুষ্টিবদ্ধ প্রসারিত দুই বাহু আচমকা আচমকা খিঁচুনি দিয়ে উঠছিল। তার এক বাহু তখনো সম্পূর্ণ মুক্ত; অন্য বাহু কাতেরীনা তার হাঁটু দিয়ে মাটির সঙ্গে জোরে চেপে ধরেছে।

'ধরো জোরসে ওকে।' বিন্দুমাত্র উত্তেজনার রেশ না দেখিয়ে সে সের্‌গেইকে ফিসফিস করে আদেশ দিল। তারপর ফের স্বামীর দিকে মনোনিবেশ করল।

সের্‌গেই তার মুনিবের উপর বসে তার দুই হাঁটু দিয়ে মুনিবের দুই বাহু চেপে ধরলো। তারপর যেই সে কাতেরীনার হাতের নিচে জিনোভিইয়ের টুঁটি চেপে ধরতে গেছে অমনি সে নিজেই আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো। যে লোকটা তার এমন অন্যায় সর্বনাশ করেছে, তার উপর চোখ পড়তে, রক্ত দিয়ে রক্তের প্রতিশোধ নেবার দুর্বার কামনা জিনোভিইয়ের অবশিষ্ট সর্ব শক্তি উত্তেজিত করে দিল। ভয়াবহ বিক্রম প্রয়োগ করে সে সের্‌গেইয়ের হাঁটুর চাপ থেকে দুই হাত মুক্ত করে, সের্‌গেইয়ের মিশকালো বাবরী বজ্রমুষ্টিতে ধরে নিয়ে তার গলায় কামড় মেরে বসিয়ে দিল—হুবহু হিংস্র পশুর মত—তার দাঁত। কিন্তু এ আক্রমণ দীর্ঘস্থায়ী হল না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জিনোভিই গোঁ গোঁ করে কাতরাতে আরম্ভ করলো; মাথা একপাশে হেলে পড়ল।

নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রায় সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে, বিবর্ণ কাতেরীনা তার স্বামী ও প্রেমিকের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে; তার ডান হাতে ছাঁচে ঢালাই ভারী একটা মোমবাতিদান—তার ভারী দিকটা নিচের দিকে ঝুলছে। জিনোভিইয়ের রগ আর গাল বেয়ে একটি অতি সূক্ষ্ম সুতোর মত বয়ে নামছিল চুনি রঙের লাল রক্ত।

'পাদ্রী সাহেবকে ডেকে পাঠাও—' স্তিমিত কণ্ঠে গোঙরে গোঙরে কোনো গতিকে জিনোভিই এ ক'টি কথা উচ্চারণ করলো—তার বুকের উপর সোয়ার সের্‌গেইয়ের থেকে সে ঘেন্নার সঙ্গে যতখানি পারে তার মাথা ঘুরিয়ে নিয়েছে। 'আমার অন্তিম অনুষ্ঠান করাতে চাই—' এ ক'টি কথা বেরলো আরো ক্ষীণস্বরে।

সে তখন ক্ষণে ক্ষণে শিউরে উঠছে আর চোখ বাঁকা করে দেখছে, তার চুলের নিচে যেখানটায় গরম রক্ত জমাট বাঁধছে।

'তুমি যে রকম আছ, সেই বেশ চলবে।' কাতেরীনা ফিস ফিস করলে, তারপর সের্‌গেইকে বললে, 'ব্যস্, ওকে নিয়ে আর আমাদের ঝামেলা বাড়াবার প্রয়োজন নেই : টুঁটিটা কষে চেপে ধরো।'

জিনোভিইয়ের গলা ঘড়ঘড় করে উঠলো।

কাতেরীনা উবু হয়ে তার দু'হাত দিয়ে সের্‌গেইয়ের দু'হাতে ভর দিয়ে জিনোভিইয়ের টুঁটি আরো চেপে ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে কাতেরীনা জিনোভিইয়ের বুকের উপর কান পেতে শুনতে লাগল। পাঁচ মিনিট পর উঠে দাঁড়িয়ে সে বললো, 'ব্যস্, তার যা প্রাপ্য সে তাই পেয়েছে।'

সের্‌গেইও উঠে দাঁড়িয়ে গভীর নিশ্বাস নিল। জিনোভিই খতম হয়ে গেছে—তার শ্বাস-নালী থেৎলে গিয়েছে, তার কপালের রগ ফেটে গিয়েছে। তার মাথার বাঁদিকের নিচে রক্তের ছোট একটা থ্যাবড়া কিন্তু এতক্ষণে জমাট রক্ত আর চুলে সেঁটে গিয়েছে বলে জখম থেকে আর রক্ত বইছিল না।

সের্‌গেই বরিসিচ্‌কে মাটির নিচের মদের ভাঁড়ারে বয়ে নিয়ে গেল—এ কুটুরিটা ঠিক সেই পাথরের ছোট ভাঁড়ার ঘরের নিচে যেখানে মাত্র কিছুদিন পূর্বে স্বর্গীয় বরিস তিমোতেইচ্ এই সের্‌গেইকে তালাবন্ধ করে রেখেছিলেন। তারপর ফের কাতেরীনাদের শোবার ঘরে ফিরে এল। ইতিমধ্যে কাতেরীনা হাতের আস্তিন আর পরনের স্কার্ট গুটিয়ে নিয়ে সাবান আর ঘরপোঁছার ন্যাকড়া দিয়ে শোবার ঘরের মেঝের উপরকার জিনোভিইয়ের রক্তের দাগ অতিশয় কষ্ট-সহিষ্ণুতার সঙ্গে সাফ করতে লাগল। সামোভারের বিষ-মাখানো যে জল দিয়ে চা বানিয়ে জিনোভিই তার স্বাধিকার-চেতন, ক্ষুদ্র পুণ্যাত্মাটিকে গরম করে তুলছিল, সে জল তখনো ঠাণ্ডা হয়ে যায় নি। তারই কৃপায় রক্তের দাগ নিশ্চিহ্ন অবলুপ্ত হল।

সামোভারের সঙ্গে কাপ ধোবার যে জাম-বাটি থাকে সেইটে এবং সাবান-মাখানো ন্যাকড়া তুলে নিয়ে দরজার দিকে যেতে যেতে কাতেরীনা সের্‌গেইকে বললে, 'এসো, আমাকে আলো দেখাবে।' দরজার কাছে এসে বললে, 'আলো নিচু করে ধরো'—টুকরো টুকরো তক্তা জোড়া দিয়ে তৈরি যে মেঝে এবং সিঁড়ির উপর দিয়ে সের্‌গেই জিনোভিইয়ের মৃতদেহ টেনে টেনে মাটির নিচের মদের ভাঁড়ার পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল, কাতেরীনা সেই তক্তার প্রত্যেকটি গভীর মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করলো।

রঙ্‌করা তক্তাগুলোর উপরে মাত্র দুটি জায়গায় রক্তের দাগ পাওয়া গেল—আকারে কালোজামের চেয়েও বড় নয়। ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে কাতেরীনা সেগুলো ঘষা মাত্রই দাগগুলো লোপ পেল।

'এইবারে ঠিক হয়েছে—যেমন কর্ম তেমন ফল—আপন বউয়ের পিছনে ওরকম গুপ্তচরের মত তক্কে তক্কে লেগে থেকো না—তার ঘাড়ে লাফ দেবার জন্য ওৎ পেতে থেকো না।'—কাতেরীনা বলতে বলতে শিরদাঁড়া সোজা করে উঠে দাঁড়িয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে শানবাঁধানো যে ছোট্ট কুটুরিতে সের্‌গেই বন্দী ছিল সে দিকে তাকাল।

সের্‌গেই বললে, 'সব-কিছু খতম হল'—নিজের গলা শুনে সে শিউরে উঠলো।

শোবার ঘরে যখন তারা ফিরে এল তখন সরু গোলাপী রেখার মত পূর্বাকাশ ছিন্ন করে উষার উদয় হচ্ছে—ফুলে ঢাকা আপেল গাছের উপর দিয়ে আলতো ভাবে ঢলে পড়ে, দেয়ালের উঁচু বেড়ার রেলিঙের ভিতর দিয়ে কাতেরীনার শোবার ঘরে উষা উঁকি মারলেন।

ঘরের বাইরে উঠোনের উপর দিয়ে যাচ্ছে বুড়ো কেরানী কাঁধের উপর ভেড়ার লোমের কোটটা চড়িয়ে, হাই তুলতে তুলতে, আর ডান হাতের তিন আঙুল দিয়ে গায়ের উপর ক্রুশের প্রতীক আঁকতে আঁকতে বুড়ো চলেছে রান্নাঘরের দিকে।

কাতেরীনা সাবধানে খড়খড়ির ফিতে টেনে সেটাকে বন্ধ করে দিয়ে সের্‌গেইকে পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো, যেন সে তার অন্তরের আত্মসত্তাটি পর্যন্ত দেখে নিয়ে সেই সত্তাটিকে চিনতে চায়।

সের্‌গেইয়ের কাঁধের উপর তার শ্বেতশুভ্র হাত দু'খানা রেখে বললে, 'কি গো, এইবারে তুমি তো সদাগরদের একজন হতে চললে।'

উত্তরে সের্‌গেই একটি শব্দ মাত্র করল না।

তার ঠোঁট দুটি স্ফুরিত হচ্ছিল; কোন যেন এক পীড়া তার দেহে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছে। আর কাতেরীনার কিছুই হয় নি, শুধু তার ঠোঁট দুটিতে যেন শীত-শীত করছিল।

লোহার ডাণ্ডা আর ভারি শাবল ব্যবহার করার ফলে দু-এক দিনের ভিতরই সের্‌গেইয়ের হাতে মোটা মোটা ফোস্কা দেখা দিল; তাতে কি এসে যায়—জিনোভিই বরিসিচ্‌কে এমনই পরিপাটিরূপে তারই মাটির তলার কুটুরিতে পুঁতে ফেলা হল যে, তার বিধবা কিংবা বিধবার প্রেমিকের সাহায্য ছাড়া শেষ

বিচারের দিন পর্যন্ত কেউ তাকে খুঁজে পাবে না।

॥ ৯ ॥

সের্‌গেই লাল একখানা স্কার্ফ জড়িয়ে চলাফেরা করে। ইতিমধ্যে সের্‌গেইয়ের গলায় বরিস যে দাঁত বসিয়ে দিয়েছিল তার দাগ শুকোবার পূর্বেই কাতেরীনার স্বামীর অনুপস্থিতি আশঙ্কাভরা জল্পনা-কল্পনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। বরিস সম্বন্ধে আর সকলের চেয়ে বেশী কথা বলতো সের্‌গেই নিজে। বিকেলের দিকে কোনো কোনো দিন ছোকরাদের সঙ্গে বেঞ্চিতে বসে সে বলে উঠতো, 'সত্যি, বলো তো, ভায়ারা, আমাদের কর্তা এখনো ফিরে এলেন না যে?'

তারাও তখন অবাক হয়ে ভাবতো ব্যাপারটা কি।

এমন সময় মিল থেকে খবর এল, অনেক দিন হল কর্তা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়েছেন। যে কোচম্যান গাড়িটা চালিয়েছিল সে বললে, জিনোভিইকে কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ বলে মনে হচ্ছিল এবং কেমন যেন বেখাপ্পা ভাবেই সে তাকে বিদায় দিয়েছিল; শহরের মঠের কাছে পৌঁছে সে তার কার্পেট-ব্যাগটি হাতে তুলে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে চলে যায়। এ কাহিনী শুনে তাদের মনের ধাঁধা আরো যেন বেড়ে গেল।

জিনোভিই বরিসিচ্‌ অন্তর্ধান করেছে; ব্যস্‌, এ সম্বন্ধে আর কারো কিছু বলার নেই। তাকে খুঁজে বের করবার জন্য চেষ্টা ও অনুসন্ধান আরম্ভ হল, কিন্তু তার ফলে কিছুই প্রকাশ পেল না; সে যেন হাওয়ার সঙ্গে গলে গিয়ে মিশে গিয়েছে। কোচম্যানটাকে অবশ্য গ্রেফ্‌তার করা হয়েছিল; তার কাছ থেকে মাত্র এইটুকু জানা গেল যে, জিনোভিই তাকে মঠের কাছে ছেড়ে দিয়ে একা চলে যায়। সমস্ত ব্যাপারটা মোটেই পরিষ্কার হল না; ওদিকে বিধবা কাতেরীনা সের্‌গেইয়ের সঙ্গে শান্তভাবে বেপরোয়া জীবন যাপন করতে লাগল। মাঝে মাঝে গুজব রটতো, জিনোভিইকে কখনো এখানে দেখা গিয়েছে, কখনো ওখানে দেখা গিয়েছে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আর বাড়ি ফিরে এল না। কাতেরীনা আর সকলের চেয়ে ভালো করেই জানতো, জিনোভিই আর কখনো ফিরে আসবে না, ফিরে আসতে পারে না।

এক মাস গেল, দু'মাস গেল, তিন মাস গেল—কাতেরীনা পেটের বাচ্চার ভার বেশ টের পেতে লাগল।

একদিন সে বললে, 'সের্‌গেইশ্‌কা, এবারে আমাদের ধন-দৌলত নিরাপদ হল।

আমি তোমাকে একটি বংশধর দেব।' সঙ্গে সঙ্গে শহরের কর্মকর্তাগণের কাছে দরখাস্ত করে জানালো: তার এবং তার বিষয়-সম্পত্তি—অমুক, তমুক—এবং সে বুঝতে পেরেছে, সন্দেহ নেই, সে অন্তঃসত্ত্বা; ইতিমধ্যে ইস্‌মাইলফ্‌ পরিবারের ব্যবসা-কারবার এক কদম এগোচ্ছে না; তাকে যেন তাবৎ লেনদেনের উপর সর্ব কর্তৃত্ব এবং স্থাবর সম্পত্তির সর্বত্র অবাধ গতিবিধির অধিকার দেওয়া হয়।

এত বড় একটা কারবার সম্পূর্ণ উচ্ছন্ন যাবে—এ তো কল্পনাতীত। কাতেরীনা তার স্বামীর আইনসঙ্গত স্ত্রী, মোটা রকমের কিংবা সন্দেহজনক দেনাও নেই; সুতরাং স্পষ্টই বোঝা গেল দরখাস্ত মঞ্জুর হবে। মঞ্জুর হলোও।

অতএব কাতেরীনা জীবন যাপন করতে লাগল—মহারাণীর মত চলন-বলন হল এবং তার দেখাদেখি অন্য পাঁচ জন আটপৌরে সেরেগাকে পোশাকী সের্‌গেই ফিলিপিচ্‌, কেষ্টাকে শ্রীকৃষ্ণ নামে সম্মানিত করতে লাগল। এমন সময় বলা-নেই-কওয়া-নেই আস্‌মান থেকে বিনামেঘে বজ্রাঘাত। লিভেন শহর থেকে আমাদের মেয়ারের কাছে এই মর্মে চিঠি এল যে, বরিস্‌ তিমোতেইচ্‌ যে মূলধন নিয়ে কাজ-কারবার করছিল সেটা তার সম্পূর্ণ নিজস্ব ছিল না: তার অধিকাংশ এসেছিল তার এক নাবালক ভাগ্নের কাছ থেকে—তার নাম ফেদোর জাখারফ্‌ লিয়ামিন্‌; এবং আইনত একটা ফয়সালা না করে কারবারটা একা কাতেরীনার হাতে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে না। নোটিশটা এলে পর মেয়ার ব্যাপারটা নিয়ে কাতেরীনার সঙ্গে আলোচনা করলেন এবং তারপর এক সপ্তাহ যেতে না যেতে হঠাৎ লিভেন থেকে এসে উপস্থিত হলেন ছোট্টখাটো একটি বৃদ্ধা মহিলা—সঙ্গে একটি ছোট্ট ছেলে।

মহিলাটি বললেন, 'আমি স্বর্গত বরিস তিমোতেইভিচের সম্পর্কে বোন হই আর ইটি আমার ভাইপো ফেদোর লিয়ামিন্‌।'

কাতেরীনা তাদের অভ্যর্থনা জানালে।

আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে সের্‌গেই এদের আগমন এবং নবাগতদের প্রতি কাতেরীনার অভ্যর্থনা জ্ঞাপন দেখে পাদ্রীদের সাদা জোব্বার মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল!

বাড়ির কর্ত্রী কাতেরীনা সের্‌গেইকে জিজ্ঞেস করলে, 'একি? তোমার কি হয়েছে?' সে আঙ্গিনা ছেড়ে অতিথিদের পিছনে পিছনে হল্‌ঘর পর্যন্ত এসে তাদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

'কিস্‌সু না, কিস্‌সুটি না।' হল্‌ঘর ছেড়ে সদর দরজার কাছে এসে সের্‌গেই উত্তর দিয়ে বললে, 'আমার মনে হচ্ছিল এই লিভেন্‌-গুষ্ঠী বাজি হারার পড়তা,

জেতার নয়।' তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বেরিয়ে গিয়ে পিছনের সদর দরজা বন্ধ করে দিল।

* * *

সে রাত্রে সামোভার ঘিরে বসে সের্‌গেই কাতেরীনাকে শুধলে, 'তাহলে আমরা এখন করি কি? তোমার আমার—আমাদের দুজনার—সব-কিছু যে ছাইভস্ম হয়ে গেল।'

'ছাইভস্ম কেন, সেরেজা?'

'নয় তো কি? এখন তো সব-কিছু ভাগাভাগি হয়ে যাবে। আমাদের হিস্যেয় যা পড়বে তা দিয়ে আমরা চালাবো কি করে?'

'কেন, সেরেজা? তোমার কি ভয় হচ্ছে, তুমি যথেষ্ট পাবে না?'

'আমি নিজের হিস্যের কথা ভাবছি নে। আমার শুধু সন্দেহ হচ্ছে, আমরা কি আর সুখী হতে পারবো?'

'এ দুর্ভাবনা তোমার মনে কেন উদয় হল? আমরা সুখী হতে পারবো না কেন?'

সের্‌গেই উত্তর দিল, 'তার কারণ, তোমার প্রতি আমার যে প্রেম, সে প্রেম চায় তোমাকে সমাজের উচ্চস্থানের মহিলারূপে দেখতে; আগে যে রকম নগণ্য জীবন যাপন করতে, সে রকম নয়। আর এখন সব-কিছু ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে; আমাদের আমদানী কমে যাওয়ার ফলে এখন আমাদের আরো টানাটানি করে চালাতে হবে।'

'তাতে করে আমার জীবনে তো কোনো হেরফের হবে না, সেরেজা।'

'ঠিক সেই কথাই তো হচ্ছে, কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌না; তোমার কাছে সব-কিছু পছন্দ-সই বলে মনে হতে পারে, আমার কিন্তু কস্মিনকালেও তা মনে হবে না—এবং তার একমাত্র কারণ তোমাকে আমি মাত্রাধিক শ্রদ্ধা করি। তার উপর দেখো, সমস্তটা ঘটবে যত সব হিংসুটে ছোটলোকদের চোখের সামনে—সে-সব দেখে আমার বেদনার আর অন্ত থাকবে না। তুমি অবশ্য যা-খুশী তাই করতে পারো কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ পরিস্থিতিতে আমি কক্‌খনো সুখী হতে পারবো না।'

আর সের্‌গেই বার বার একটানা ঐ একই রাগিণী কাতেরীনার সম্মুখে গাইতে লাগল; ঐ ফেদোর লিয়ামিন্‌ ছোঁড়াটার জন্যে তার সর্বনাশ হয়েছে। সে যে আশা করেছিল, একদিন সে বণিকগোষ্ঠীর সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌নাকে বসাবে সে আশা পূরণের সম্ভাবনা থেকে সে বঞ্চিত হল।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যে করেই হোক এ ধরনের আলাপ সের্‌গেই শেষ পর্যন্ত এই সমাধানেই নিয়ে আসতো যে, স্বামীর অন্তর্ধানের ন' মাসের ভিতর যদি কাতেরীনা তার পেটের বাচ্চাটিকে প্রসব করে তাবৎ সম্পত্তির অধিকারী হয়, তবে তাদের সুখের আর সীমা পরিসীমা থাকে না—কিন্তু মাঝখানে এই ফেদোর ছোঁড়াটা উড়ে এসে জুড়ে বসে তাদের সর্বনাশ করেছে।

॥ ১০ ॥

অকস্মাৎ সের্‌গেই ফেদোর লিয়ামিন্ এবং তার মালিকানা স্বত্ব সম্বন্ধে সর্ব আলোচনা বন্ধ করে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে ফেদোরের চিন্তা কাতেরীনার সর্ব হৃদয়-মন যেন গ্রাস করে বসল। দুশ্চিন্তা আশঙ্কা তাকে এমনই মোহাচ্ছন্ন করে তুললো যে, সে যেন তার জাল ছিন্ন করে কিছুতেই বেরুতে পারছিল না। এমন কি সের্‌গেইকে আদর-সোহাগ করা পর্যন্ত তার আর রুচছিল না। ঘুমন্ত অবস্থায়ই হোক, কিংবা ঘর-সংসারের কাজ-কর্ম করার সময়েই হোক, অথবা তার ইষ্ট-দেবতাকে স্মরণ করার সময়ই হোক—উদয়াস্ত তার মনে মাত্র একটি চিন্তা: 'এ যে এক্কেবারে ডাহা অবিচার। বাস্তবিকই—এ আবার কি? কোত্থেকে পুচকে একটা ছোঁড়া এসে জুটলো, আর আমি আমার সর্বস্ব থেকে বঞ্চিত হব? আমি এতখানি যন্ত্রণা সইলুম, পর্বতপ্রমাণ পাপের বোঝা আমার আত্মসত্তার উপর চাপালুম, আর কোনো হাঙ্গামা-হুজ্জৎ না পুইয়ে, খড়ের কুটোটি পর্যন্ত কুড়িয়ে না তুলে হঠাৎ এই ছোঁড়াটা এসে আমার তাবৎ-সর্বস্ব কেড়ে নেবে?...তাও না হয় বুঝতুম, দাবীদার ভারিক্কি বয়েসের কেউ যদি হত—তা নয়, একটা নাবালক কোথাকার,—পুচকে ছোঁড়া।'

* * *

বাইরে প্রথম শীতের আমেজ লেগেছে। জিনোভিই বরিসিচের কোনো খবরই কোন দিক থেকে এল না—আর আসবেই বা কি করে? কাতেরীনা ক্রমেই মোটা হয়ে উঠেছিল আর সমস্তক্ষণ ভাবনা-ভরা মন নিয়ে ঘোরাফেরা করছিল। ওদিকে শহরের লম্বা রসনা তাকে নিয়ে,—তার কি করে এটা হল, তার কি করে সেটা হল তাই নিয়ে সুবোসাম জল্পনা-কল্পনা গুজোব-গুল্ নিয়ে মেতে উঠেছিল: যেমন,—এই যে ছুঁড়ি কাতেরীনাটা এ্যাদ্দিন ধরে ছিল বাঁজা পাঁঠিটা আর দিনকে দিন শুকোতে শুকোতে হয়ে যাচ্ছিল পুঁই ডাঁটাটির মতন,

এখন, হঠাৎ তার সামনের দিকটা ওরকম ধারা ফেঁপে উঠতে লাগল কেন? এবং এদিকে সম্পত্তির ছোকরা মালিক ফেদিয়া লিয়ামিন্ খরগোসের চামড়ার হাল্কা কোটটি পরে বাড়ির আঙ্গিনায় খেলাধুলো করে আর ছোট-ছোট গর্তে জমে-যাওয়া বরফ খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ভেঙে ভেঙে দিন কাটাচ্ছিল।

রাঁধুনী আক্সীনিয়া আঙ্গিনার উপর দিয়ে তার পিছনে ছুটে যেতে যেতে চিৎকার করে করে ডাকছে, 'এ কি হচ্ছে ফেদোর ইগ্নাতিচ? খানদানী সদাগরের ছেলে তুমি,—এ কি হচ্ছে সব? গর্তের জলে-কাদায় মাখামাখি করা কি শেঠজীর ছেলের সাজে?'

কাতেরীনা আর তার বল্লভের সব-কিছু ওলোট-পালোট করে সম্পত্তির হিস্সেদারটি নিরীহ ছাগল-ছানার মত বাড়িময় তিড়িং বিড়িং করে লাফাচ্ছে, তার চেয়েও নিরীহ অকাতর নিদ্রায় ঘুমোয় মাত্রাধিক স্নেহময়ী দিদিমার পাশে। জাগরণে বা স্বপ্নে কখনো তার মনে এক মুহূর্তের তরেও উদয় হয় নি সে কারো পাকা ধানে মই দিয়েছে কিংবা কারো সুখে এতটুকু ব্যাঘাত-ব্যতিক্রম ঘটিয়েছে।

বড্ড বেশি ছুটোছুটির ফলে অবশেষে ফেদিয়ার জল-বসন্ত হল, এবং সঙ্গে সঙ্গে বুকের ব্যথা। বেচারীকে তখন বাধ্য হয়ে শয্যাগ্রহণ করতে হল। গোড়ার দিকে জড়িমড়ি দিয়ে তার চিকিৎসা করা হল, শেষটায় ডাক্তার ডাকতে হল।

ডাক্তার ভিজিট দিতে শুরু করলেন। তাঁর প্রেসক্রিপশন্ মত ওষুধ ফেদিয়াকে প্রতি ঘণ্টায় খাওয়ানো হল—কখনো দিদিমা খাওয়াতেন, কখনো বা তাঁর অনুরোধে কাতেরীনা।

দিদিমা কাতেরীনাকে বলতেন, 'মা লক্ষ্মী সোনামণি কাতেরীনা আমার! বাচ্চাটিকে একটু দেখ-ভাল্ করো মা আমার। আমি জানি, শরীরের ভারে তোমার নিজেরই বড্ড বেশি চলাফেরা করতে কষ্ট হচ্ছে, আর মা ষষ্ঠীর কৃপার জন্য তুমিও অপেক্ষা করছো—তবু, বাচ্চাটির দিকে একটু নজর রেখো, লক্ষ্মীটি!'

কাতেরীনা অসম্মত হয় নি। বুড়ি যখনই গির্জার সন্ধ্যারতিতে যেত, কিংবা অহোরাত্র উপাসনায় 'রোগশয্যায় যন্ত্রণায় কাতর বাছা ফেদিয়ার' জন্য প্রার্থনা করতে অথবা ভোরবেলাকার প্রথম পূজার প্রসাদ ফেদিয়ার জন্য আনতে যেতে হত, কাতেরীনা তখন অসুস্থ বাচ্চাটির পাশে বসত, জল খাওয়াতো, সময়মত ওষুধ খাইয়ে দিত।

এই করে করে তাই যখন শীতের উপবাস আরম্ভের পরব উপলক্ষে বুড়ি সন্ধ্যারতি আর অহোরাত্র উপাসনা করার জন্য গির্জেয় গেল তখন যাবার পূর্বে 'আদরে'র কাতেরীনাকে অনুরোধ করে গেল সে যেন ফেদিয়ার যত্নআত্তি করে। ততদিনে ছেলেটি অবশ্য আরোগ্যলাভ করে উঠছিল।

কাতেরীনা ফেদিয়ার ঘরে ঢুকে দেখে সে কাঠবেড়ালীর চামড়ার তৈরি কোট পরে বিছানায় বসে 'সন্তদের জীবনকাহিনী' পড়ছে।

গদিওলা কুর্সীতে আরাম করে বসে কাতেরীনা শুধলো, 'কি পড়েছো, ফেদিয়া?'

'আমি সন্তদের জীবনকাহিনী পড়ছি, কাকীমা।'*

'ভালো লাগছে?'

'ভারী চমৎকার, কাকীমা।'

ফেদিয়া যখন কথা বলছিল তখন কনুইয়ের উপর ভর করে কাতেরীনা তার দিকে মনোযোগ সহকারে তাকিয়ে দেখছিল। অকস্মাৎ তার অন্তস্তলে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাক্ষসের পাল যেন মুক্ত হয়ে আবার তার সেই পুরনো চিন্তাগুলো সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে ফেলল: এই ছোকরাটা তার কী সর্বনাশই না করেছে, এবং সে অন্তর্ধান করলে তার জীবন কত না আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

কাতেরীনা চিন্তা-সাগরে ডুব দিয়ে ভাবতে লাগলো, 'এখন আর কীই বা হতে পারে? ছেলেটা এমনিতেই অসুস্থ, তাকে ওষুধ খেতে হচ্ছে…আর অসুখের সময় কত অঘটনই না ঘটতে পারে। লোকে আর কি বলবে? ডাক্তার ভুল ওষুধ দিয়েছিল!'

'তোমার ওষুধ খাবার সময় হয়েছে, ফেদিয়া?'

'হ্যাঁ, কাকীমা। তোমার যদি কোনো অসুবিধা না হয়।' তারপর চামচে ভরা ওষুধ গিলে বললে, 'সন্তদের এই জীবনকাহিনী কী অদ্ভুত সুন্দর, কাকীমা।'

কাতেরীনা বললে, 'আরো পড়ো, বেশ করে পড়ো।' কাতেরীনা তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঘরটার চতুর্দিকে তাকাতে গিয়ে তার দৃষ্টি নক্সা-কাটা ঘষা কাঁচের জানলাগুলোর উপর গিয়ে পড়লো। তখন বললো, 'এগুলোর খড়খড়ি বন্ধ করিয়ে নিতে হবে।' দাঁড়িয়ে উঠে কাতেরীনা পাশের ঘরে গেল, সেখান থেকে বসবার ঘর হয়ে উপরের তলায় নিজের ঘরে গিয়ে বসলো।

---

* আসলে 'বৌদি', কিন্তু রাশানরা আমাদের মত যৌথ পরিবারে বাস করে না বলে একে অন্যকে সম্বোধনের সময় আমাদের মত বাছবিচার করে না।

পাঁচ মিনিটের ভিতর সের্‌গেই তার কাছে এল। পরনে ফুলবাবুটির মত সীলের চামড়ার অন্তরদার পুস্তিনের পোশাক।

কাতেরীনা শুধলো, 'জানলার খড়খড়িগুলো বন্ধ করা হয়েছে?'

কাটখোট্টা সংক্ষেপে সের্‌গেই 'হ্যাঁ' বলে, কাঁচি দিয়ে মোমবাতির পোড়া পলতেটুকু কেটে ফেলে স্টোভটার কাছে এসে দাঁড়ালো।

সব-কিছু চুপচাপ।

কাতেরীনা জিজ্ঞেস করলো, 'আজ রাত্রে গির্জার উপাসনা অনেকক্ষণ অবধি চলবে—না?'

সের্‌গেই উত্তর দিল, 'কালকের পরবটা বড় রকমের; উপাসনা দীর্ঘ হবে।' আবার সব-কিছু চুপচাপ।

কাতেরীনা দাঁড়িয়ে উঠে বললো, 'আমাকে নিচে ফেদিয়ার কাছে যেতে হবে; সে সেখানে একেবারে একলা।'

ভুরু নিচু করে কাতেরীনার দিকে সোজা তাকিয়ে সের্‌গেই শুধলো, 'একেবারে একলা?'

'একেবারে একলা।' কাতেরীনা ফিস ফিস করে উত্তর দিয়ে শুধলো, 'কেন? তাতে কি হয়েছে?'

দুজনের চোখে চোখে যেন বিদ্যুতে বিদ্যুতে ধারাবহ্নি জ্বলে উঠলো; কিন্তু দুজনার ভিতর শব্দমাত্র বিনিময় হল না।

কাতেরীনা নিচের তলায় গিয়ে এ-ঘর ও-ঘর প্রত্যেকটি খালি ঘর ভালো করে তদারক করে নিল। সর্বত্র শান্ত,—নিঃশব্দ নৈস্তব্ধ্য। ইকনগুলোর নিচে মঙ্গলপ্রদীপ নিষ্কম্প জ্যোতি বিচ্ছুরিত করছে। কাতেরীনার ছায়া তার সমুখ দিকে যেন দ্রুততর গতিতে এগিয়ে গিয়ে প্রাচীর-গাত্রে প্রসারিত হচ্ছে। খড়খড়ি তুলে দেওয়ার ফলে জানলার উপর জমে-যাওয়া বরফ গলে গিয়ে চোখের জলের মত ঝরে পড়ছে। বিছানার উপর বালিশে ভর করে বসে ফেদিয়া তখনো পড়ছিল। কাতেরীনাকে দেখে সে শুধু বললে, 'কাকীমা, এ-বইখানা নাও, লক্ষ্মীটি, আর ইকনের তাক থেকে ঐ বইখানা দাও তো।'

কাতেরীনা তার অনুরোধ পালন করে বইখানা তাকে দিল।

'ফেদিয়া, এখন তুমি ঘুমিয়ে পড়লে ভালো হয় না?'

'না, কাকীমা, আমি দিদিমণির জন্য অপেক্ষা করবো।'

'দিদিমণির জন্য অপেক্ষা করবে কেন?'

'আমার জন্য অহোরাত্র-উপাসনার নৈবেদ্য আনার কথা দিয়েছে দিদিমণি।'

কাতেরীনার মুখ হঠাৎ একদম পাংশু হয়ে গেল। হৃৎপিণ্ডের নিচে সে এই প্রথম তার সন্তানের স্পন্দন অনুভব করলো। সমস্ত বুক তার হিম হয়ে গেল। ঘরের মাঝখানে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে আপন ঠাণ্ডা হাত দু'খানা গরম করবার জন্য ঘষতে ঘষতে বেরিয়ে গেল।

শোবার ঘরে নিঃশব্দে ঢুকে দেখল সের্‌গেই স্টোভের কাছে দাঁড়িয়ে। ফিস ফিস করে তাকে বললো, 'ঐখানে।'

প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে সের্‌গেই শুধলো, 'কি?' তার গলাতে কি যেন আটকে গেল।

'সে একেবারে একলা।'

সের্‌গেই ভুরু কোঁচকালো। তার শ্বাস-প্রশ্বাস ভারী হয়ে উঠেছে।

কাতেরীনা হঠাৎ দোরের দিকে রওয়ানা দিয়ে বললে, 'চলো।'

সের্‌গেই তাড়াতাড়ি জুতো খুলে ফেলে শুধলো, 'সঙ্গে কি নেব?'

কাতেরীনা অতি অস্ফুট কণ্ঠে বললে, 'কিছু না।' তারপর নীরবে সের্‌গেইয়ের হাত ধরে তাকে পিছনে পিছনে নিয়ে চললো।

॥ ১১ ॥

এই নিয়ে তিন বারের বার কাতেরীনা যখন অসুস্থ বালকের ঘরে ঢুকলো তখন সে হঠাৎ ভয়ে কেঁপে ওঠাতে বইখানা তার কোলে পড়ে গেল।

'কি হল, ফেদিয়া?'

বিছানার এক কোণে জড়সড় হয়ে ফেদিয়া ভীত স্মিত হাস্যে বললে, 'ও, হঠাৎ যেন কিসের ভয় পেলুম, কাকীমা।'

'কিসের ভয় পেলে?'

'তোমার সঙ্গে কে ছিল, কাকীমা?'

'কোথায়? আমার সঙ্গে তো কেউ ছিল না, লক্ষ্মীটি।'

'কেউ ছিল না?'

ফেদিয়া খাটের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত লম্বা হয়ে, তার কাকীমা যে দোর দিয়ে ঢুকেছিল সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে যেন খানিকটে আশ্বস্ত হল!

বললে, 'বোধ হয় আমার নিছক কল্পনাই হবে।'

কাতেরীনা খাটের খাড়া তক্তায় কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়েছিল। ফেদিয়া তার কাকীর দিকে তাকিয়ে বললে, তার মনে হচ্ছে, কেন জানি নে,

তাকে বড্ড ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে।

উত্তরে কাতেরীনা ইচ্ছে করে কেশে দরজার দিকে তাকিয়ে কি যেন প্রতীক্ষা করলে। সেখান থেকে এল—কাঠের মেঝে থেকে সামান্যতম মচমচ শব্দ।

'আমার নামে যে কুলগুরুর নাম—তাঁর জীবনকথা আমি পড়ছি, কাকীমা! বীরযোদ্ধা শহীদ হয়ে কি রকম পরমেশ্বরের কাছে প্রিয়রূপে গণ্য হলেন।'

কাতেরীনা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ভাইপো সোহাগ করে বললে, 'তুমি বসবে, কাকীমা? আমি তাহলে তোমাকে কাহিনীটা পড়ে শোনাই।'

কাতেরীনা উত্তর দিল, 'একটু দাঁড়াও, আমি এখ্‌খুনি আসছি। বসবার ঘরের মঙ্গল-প্রদীপটি ঠিক জ্বলছে কি না দেখে আসি।' সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল।

পাশের ঘরে যে ফিস ফিস করে কথা আরম্ভ হল সেটা অতিশয় নীরবের চেয়েও ক্ষীণ, কিন্তু চতুর্দিকে যে গভীর নৈস্তব্ধ্য বিরাজ করছিল তার ভিতর সেটা ফেদিয়ার তীক্ষ্ণ কর্ণে এসে পৌঁছল।

কান্নার জলভরা কণ্ঠে ছেলেটি চেঁচিয়ে উঠল, 'কাকীমা, ওখানে কি হচ্ছে? কার সঙ্গে তুমি কথা বলছো?' এক মুহূর্ত পরে আরো অশ্রু-ভরা কণ্ঠে আবার চেঁচিয়ে বললে, 'কাকীমা! এদিকে এস—আমার বড্ড ভয় করছে।' এবার সে যেন কাতেরীনার কণ্ঠে 'ঠিক আছে' শুনতে পেল এবং ভাবলো সেটা তারই উদ্দেশে বলা হয়েছে।

দৃঢ় পদক্ষেপে কাতেরীনা এসে এমন ভাবে দাঁড়ালো যে, তার শরীর ফেদিয়া আর বাইরে যাবার দরজার মাঝখানে। বেশ কড়া গলায় বললে, 'তুমি খালি খালি কিসের ভয় পাচ্ছো?' ঠিক তার পরই বললে, 'এইবারে তুমি শুয়ে পড়ো।'

'আমার যে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে না, কাকীমা!'

'না, না। তুমি এবারে ঘুমোও, ফেদিয়া—আমার কথা শোনো, শুয়ে পড়ো…সত্যি, রাত হয়েছে।'

'কিন্তু কেন এসব, কাকীমা। আমার যে মোটেই শুতে ইচ্ছে করছে না।'

'না, তুমি শুয়ে পড়, শুয়ে পড়।' কাতেরীনার স্বর আবার বদলে গিয়েছে, অল্প অল্প কাঁপছে। তারপর বাহু দুখানা তুলে ছেলেটাকে দুই কান দিয়ে চেপে ধরে খাটের শিয়রের দিকে শুইয়ে দিল।

ঠিক সেই মুহূর্তেই ফেদিয়া আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো; সে দেখতে পেয়েছে সের্‌গেইকে—ফ্যাকাশে মুখ, আর খালি পায়ে সে ঘরে ঢুকছে।

ত্রাসে, ভয়ের বিভীষিকায় ছেলেটা তালু পর্যন্ত মুখ খুলে ফেলেছে। কাতেরীনা সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে তার মুখ চেপে ধরলো। কড়া গলায় বললো, 'শিগগির করো, তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসো—চেপে ধরো ছেলেটাকে, ধস্তাধস্তি না করে।'

সের্‌গেই ছেলেটার দু হাত পা চেপে ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে কাতেরীনা এক ঝটকায় বড় একটা পালকের বালিশ নিয়ে বলির পাঁঠা সেই ছোট্ট বালকের কচি মুখটি ঢেকে দিয়ে, বালিশের উপর ঝাপটে পড়ে তার শক্ত নরম স্তনের উপর চাপ দিতে লাগলো।

কবরের ভিতর যে স্তব্ধতা—প্রায় চার মিনিট ধরে সেটা ঘরে বিরাজ করলো।

অতি মৃদুকণ্ঠে কাতেরীনা বললে, 'ওর হয়ে গিয়েছে।'

কিন্তু—কিন্তু দাঁড়িয়ে উঠে সব-কিছু গোছগাছ করাতে লাগতে না লাগতে, বহু লুকনো পাপের রঙ্গভূমি, নিস্তব্ধ বাড়িটার দেয়ালগুলো সশব্দ তীব্র মুষ্ট্যাঘাতের পর মুষ্ট্যাঘাতে টলমল করে উঠলো; জানলাগুলো খড়খড়িয়ে উঠলো, ঘরের মেঝে দুলতে লাগলো, মঙ্গল-প্রদীপ ঝোলানোর সরু শিকল দুলে দুলে দেয়ালের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের উপর অদ্ভুত ছায়াছবির দৌড়াদৌড়ি লাগিয়ে দিল।

সের্‌গেই আতঙ্কে শিউরে উঠে ঊর্ধ্বশ্বাসে লাগাল ছুট। কাতেরীনাও ছুটলো তাকে ধরবার জন্য। ওদিকে হট্টগোল তোলপাড় যেন তাদের পিছনে আসছে। যেন কোনো অপার্থিব শক্তি এই পাপালয়কে তার ভিত্তিতল পর্যন্ত ঝাঁকুনি দিয়ে ওলট-পালট করে দিচ্ছে।

কাতেরীনার ভয় হচ্ছিল, পাছে সের্‌গেই ত্রাসের তাড়নায় বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে তার আর্ত চেহারা দিয়ে সব-কিছু ফাঁস করে দেয়; সে কিন্তু ছুটলো সিঁড়ির দিকে উপরের তলায় যাবে বলে।

সের্‌গেই মাত্র কয়েকটি ধাপ উঠতেই অন্ধকারে একটা আধখোলা দরজার সঙ্গে খেল সরাসরি প্রচণ্ড এক ধাক্কা। আর্তনাদ করে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল নিচের দিকে—কুসংস্কার-ভরা আতঙ্কে সে তখন সম্পূর্ণ দিশেহারা হয়ে গিয়েছে।

গড় গড় করে তার গলা দিয়ে শুধু বেরুচ্ছে, 'জিনোভিই বরিসিচ্! জিনোভিই বরিসিচ্!' আর সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচের দিকে পা উপরের দিকে করে হুড়মুড়িয়ে পড়ার সময় কাতেরীনাকেও ফেলে দিয়ে নিয়ে চলেছে তার সঙ্গে।

কাতেরীনা শুধলো, 'কোথায়?'

সের্‌গেই আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো, 'ঐ যে, ঐ তো ঐখানে সে একটা লোহার পর্দার উপর বসে বসে আমাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। ঐ তো, ঐ—আবার এসেছে সে। শোনো, সে গর্জন করছে—গর্জন করছে সে আবার।'

এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে, অসংখ্য হস্ত রাস্তার দিকে মুখ-করা জানলাগুলোর উপর প্রচণ্ড ঘা দিচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে কে একজন বাড়ির দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে।

কাতেরীনা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললে, 'ওরে হাবা। ওঠ্‌, উঠে পড়্‌, হাবা কোথাকার!' কথা ক'টি বলা শেষ করতে না করতে সে তীরের মতন ছুটে গেল ফেদিয়ার কাছে। মরা ছেলেটার মাথা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবে বালিশের উপর এমনই ভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখল যে মনে হয় সে ঘুমুচ্ছে। তারপর শত শত মুষ্টি যে দরজাটা ভেঙে ফেলার চেষ্টা করছিল সেইটে দৃঢ়হস্তে খুলে দিল।

সম্মুখে ভীষণ দৃশ্য। দলে দলে লোক রোয়াকের উপর ওঠবার চেষ্টা করছে। তাদের মাথার উপর দিয়ে কাতেরীনা দেখতে পেল সারি সারি অপরিচিত লোক উঁচু পাঁচিল টপকে বাড়ির আঙ্গিনায় নামছে—আর বাইরের রাস্তা উত্তেজিত কণ্ঠের কথা-বলাবলিতে গম্‌ গম্‌ করছে।

কোনো কিছু ভালো করে বোঝবার পূর্বে রোয়াকের দল কাতেরীনাকে উল্টে ফেলে ভাসিয়ে নিয়ে গেল ঘরের ভিতরে।

॥ ১২ ॥

এই প্রচণ্ড উত্তেজনা, তুল-কালাম কাণ্ড এল কি করে?

বছরের বারোটা প্রধান পর্বের যে কোনোটার আগের রাত্রে কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌নাদের শহরের হাজার হাজার লোক শহরের সব-ক'টা গির্জা ভরে দিত। শহরটা যদিও মফস্বলের, তবু তার ব্যবসাবাণিজ্য শিল্পোৎপাদন নগণ্য নয়। ফলে যে সব গির্জায় ভোরবেলাকার 'ঈশ্বরের-সংযোগ' উপাসনা করা হত সেখানে এমনই প্রচণ্ড ভিড় জমতো যে, বলতে গেলে পোকামাকড়টিও সেখানে নড়াচড়া করার মত জায়গা পেত না। এসব গির্জেয় সমবেত ধর্মসঙ্গীত গাইতো শহরের বণিক সম্প্রদায়ের তরুণের দল। তাদের মূল-গায়েন, আপন ওস্তাদও সেখানে নিযুক্ত থাকতো।

আমাদের শহরবাসীরা প্রভুর গির্জার প্রতি অনুরক্ত উৎসাহী ভক্ত—তাই তাদের দিক দিয়ে দেখতে গেলে তারা সঙ্গীত ও অন্যান্য কলার সমজদার। গির্জার

বৈভব-উজ্জ্বল চাকচিক্য এবং অর্গেন সহ বহু কণ্ঠে গীত সঙ্গীত তাদের জীবনের একটি উচ্চতম পবিত্রতম বিমলানন্দ। যে গির্জায় যেদিন ঐক্যসঙ্গীত হত সেখানে আধখানা শহর ভিড় লেগে যেতো, বিশেষ করে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের তরুণ দলের, কেরানী-কুল, ছোকরার দল, ফুলবাবুর পাল, কল-কারখানার ছোট-বড় হুনুরি-কারিগর, এমন কি মিল-কারখানার মালিকরাও তাঁদের ভামিনীগণ সমভিব্যাহারে উপস্থিত হতেন। সবাই ভিড় লাগাতো একই গির্জায়: সবাই চাইতো যে করেই হোক অর্গেনের সঙ্গে সুর মিলিয়ে অষ্ট-কণ্ঠ-সঙ্গীত, কিংবা কোনো ওস্তাদ যখন সপ্তমে উঠে কঠিন কারুকার্য করেন সেগুলো শুনতে—তা সে নরকের অগ্নিকুণ্ডের গরম দিনেই হোক, আর পাথর-ফাটা কনকনে শীতেই হোক; গির্জার ঢাকা আঙ্গিনাতেই হোক, আর জানলার নিচে দাঁড়িয়েই হোক।

ইস্‌মাইলফদের পাড়ার গির্জেয় হবে সর্বমঙ্গলময়ী কুমারী মা-মেরির স্মরণে পরব। তাই তার আগের রাত্রে যখন ইস্‌মাইলফ্‌ পরিবারে ফেদিয়াকে নিয়ে পূর্ববর্ণিত নাটক অনুষ্ঠিত হচ্ছিল তখন তাবৎ শহরের তরুণদল ঐ গির্জেয় জড়ো হয়েছিল। গির্জে থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বেশ সোরগোল তুলে তারা সে সন্ধ্যার বিখ্যাত তার-সপ্তক-গায়কের গুণ নিয়ে, এবং ওঁরই মত সমান বিখ্যাত খাদ-গায়কের দৈব পদস্খলন নিয়ে আলোচনা করছিল।

কিন্তু সবাই যে কণ্ঠসঙ্গীত-আলোচনায় মেতে উঠেছিল তা নয়; দলের মধ্যে আর পাঁচজন আর পাঁচটা বিষয়ে অনুরাগী।

এদের মধ্যে ছিল একটি ছোকরা কলকব্জার হুনুরি। তাকে সম্প্রতি এখানকার একটি স্টীম-মিলের মালিক পেতের্সবুর্গ* থেকে আমদানী করেছেন। ইস্‌মাইলফ্‌দের বাড়ির কাছে আসতে সে বলে উঠলো, 'সবাই বলছে, মেয়েটা তাদের কেরানী সের্‌গেইকে নিয়ে রসকেলিতে অষ্টপ্রহর মেতে আছে।'

ভেড়ার চামড়ার অন্তরদার নীল সুতী কোটপরা একজন বললে, 'যাঃ! সে তো সব্বাই জানে। আর সেই কথাই যখন উঠলো—আজ রাত্রে সে গির্জেয় পর্যন্ত আসেনি।'

'গির্জেয়? কী যে বলছো? বদমাইশ মাগীটা পাপের কাদামাটি এমনই সর্বাঙ্গে মেখেছে যে, সে এখন না ডরায় ভগবানকে, না ডরায় আপন বিবেককে, না ডরায় ভদ্রজনের দৃষ্টিকে।'

কলকব্জার ছোকরাটি বললে, 'ঐ হোথা দেখ, ওদের বাড়িতে আলো

---

* বর্তমান লেনিনগ্রাদ।

জ্বলছে।' আঙুল তুলে সে দেখালে, খড়খড়ির ভিতর দিয়ে আসছে আলোর রেখা।

একাধিক গলা তাকে টুইয়ে দিয়ে বললে, 'ফাঁক দিয়ে একবার তাকিয়ে দেখ না, এবারে তারা কোন্ তালে আছে।'

দুই বন্ধুর কাঁধের উপর ভর করে কলকব্জার ছোকরাটি ফাঁকের ভিতর দিয়ে ভালো করে তাকাতে না তাকাতেই গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলো, 'ভাইরা সব, ওরা কার যেন দম বন্ধ করে তাকে মারছে—বন্ধুরা সব, দম বন্ধ করে কাউকে মারছে!'

সঙ্গে সঙ্গে সে মরীয়া হয়ে দু হাত দিয়ে খড়খড়ির উপর থাবড়াতে লাগলো। তার দেখাদেখি আরো জনা দশেক লাফ দিয়ে জানলার উপর উঠে হাতের মুঠো দিয়ে খড়খড়ির উপর হাতুড়ি পেটা করতে আরম্ভ করে দিল।

প্রতি মুহূর্তে ভিড় বাড়তে লাগল, এবং এই করেই ইস্‌মাইলফ্‌দের বাড়ি পূর্বোল্লিখিত ভাবে আক্রান্ত হল।

* * *

ফেদিয়ার মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে কলকব্জার লোকটি সাক্ষ্য দিলে, 'আমি নিজে দেখেছি; আমি স্বচক্ষে দেখেছি; বাচ্চাটাকে চিৎ করে বিছানার উপর ফেলে দিয়ে দুজনাতে মিলে তার দম বন্ধ করে মারছিল।'

সের্‌গেইকে সেই রাত্রেই পুলিস-থানায় নিয়ে যাওয়া হল; দুজন প্রহরী কাতেরীনাকে তার শোবার-ঘরে নজরবন্দী করে রাখল।

* * *

ইস্‌মাইলফ্‌দের বাড়িতে অসহ শীত ছেয়ে পড়েছে। ঘর গরম করার স্টোভগুলো জ্বালানো হয়নি, সদর দরজা সর্বক্ষণ খোলা, কারণ দঙ্গলের পর দঙ্গল কৌতূহলীর দল একটার পর আরেকটা বাড়ির ভিতরে এসে ঢুকছে। সবাই গিয়ে দেখছে কফিনের ভিতর শুয়ে ফেদিয়া—আরেকটা ডালা-বন্ধ পুরো মখমলের পর্দা দিয়ে ঢাকা বড় কফিন*। ফেদিয়ার কপালের যেখানটায় ডাক্তার ময়না তদন্তের জন্য কেটেছিলেন সেখানকার লাল দাগটি ঢাকবার জন্য তার উপর রাখা হয়েছিল সাটিনের ফুল পাতা দিয়ে তৈরি একটি মালা। তদন্তে প্রকাশ পায়

---

* পরে বলা হয়েছে, এটাতে ছিল কাতেরীনার স্বামীর মৃতদেহ। এটা পচে গিয়েছিল বলে কফিনের ডালা বন্ধ করে তার উপর ভারী পর্দা ফেলে দেওয়া হয়েছিল—যাতে করে দুর্গন্ধ না বেরয়।

যে, ফেদিয়া দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে মারা যায়। সের্‌গেইকে ফেদিয়ার মৃতদেহের পাশে নিয়ে যাওয়ার পর, পাদ্রী ভয়াবহ শেষ বিচারের দিন এবং যারা কৃত পাপের জন্য অনুশোচনা করে না তাদের কি হবে সে সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলতে না বলতেই সে হাউ হাউ করে চোখের জলে ভেঙে পড়লো। সমস্ত প্রাণ খুলে দিয়ে সে যে ফেদিয়ার খুনী এ-কথাই যে স্বীকার করলো তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষা জানালো জিনোভিই বরিসিচের মরা লাশও যেন খুঁড়ে তোলা হয়—স্বীকার করলো যে, পাদ্রী-কৃত শেষ-অন্ত্যেষ্টির পুণ্যফল থেকে জিনোভিইকে বঞ্চিত করে সে তাকে মাটিতে পুঁতেছিল।

তখনো তার লাশ সম্পূর্ণ পচে যায় নি; সেটাকে খুঁড়ে তুলে একটা বিরাট সাইজের কফিনে রাখা হল। সর্বসাধারণকে ত্রাসে আতঙ্কিত করে সে তার দুটি পাপের সহকর্মিণীরূপে যুবতী গৃহকর্ত্রীর নাম উল্লেখ করলো।

সর্ব প্রশ্নের উত্তরে কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌নার মাত্র একটি উত্তর:—'আমি কিচ্ছু জানি নে; আমি এ-সব ব্যাপারের কিচ্ছু জানি নে।'

সের্‌গেইকে কাতেরীনার সামনে মুখোমুখি করে তাকে দিয়ে কাতেরীনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ানো হল। তার সব স্বীকৃতি শুনে কাতেরীনা নীরব বিস্ময়ে তার দিকে তাকালো—সে দৃষ্টিতে কিন্তু কোনো রোষের চিহ্ন ছিল না। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, 'সে যখন সব-কিছু বলার জন্য এতই উৎসুক তখন আমার কোনো-কিছু অস্বীকার করে আর কি হবে? আমি তাঁদের খুন করেছি।'

সবাই শুধোলে, 'কিন্তু কেন, কিসের জন্য?'

কাতেরীনা সের্‌গেইয়ের দিকে ইঙ্গিত করে বললে, 'ওর জন্য।'

সের্‌গেই মাথা হেঁট করলো।

আসামী দুজনাকে জেলে পোরা হল। এই বীভৎস কাণ্ডটা জনসাধারণের ভিতর এমনই কৌতূহল, ঘৃণা আর ক্রোধের সঞ্চার করেছিল যে, ঝটপট তার ফয়সালা হয়ে গেল। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে সের্‌গেই এবং তৃতীয় বণিক সঙ্ঘের জনৈক বণিকের বিধবা কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌নাকে ফৌজদারী আদালতের রায় শোনানো হল: তাদের আপন শহরের খোলা হাটে প্রথম তাদের চাবুক মারা হবে এবং তারপর সাইবেরিয়াতে কঠিন সশ্রম কারাদণ্ডে উভয়ের নির্বাসন। মার্চ মাসের এক ভোরবেলাকার নিদারুণ হিমের শীতে চাবুকদার কাতেরীনার অনাচ্ছাদিত দুগ্ধধবল পৃষ্ঠে আদালতের স্থির করা সংখ্যা গুনে গুনে চাবুকের ঘা মেরে মেরে নীল-লাল রঙের উঁচু ফুলে-ওঠা দগড়ার দাগ

তুললে। তারপর সের্‌গেই পিঠে কাঁধে তার হিস্তে পেল। সর্বশেষে তার সুন্দর মুখের উপর জ্বলন্ত লোহা দিয়ে তিনটি রেখা কেটে ভ্রাতৃহন্তা 'কেন্‌'-এর লাঞ্ছন অঙ্কন করে দিল।*

এসব ঘটনা ঘটার সময় আগা-গোড়া দেখা গেল, যে কোনো কারণেই হোক সের্‌গেই কিন্তু কাতেরীনার চেয়ে জনসাধারণের বেশী সহানুভূতি পেল। সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত অবস্থায় কৃষ্ণবর্ণ দণ্ডমঞ্চ থেকে নামবার সময় সে বার বার হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল, পক্ষান্তরে কাতেরীনা নেমে এল দৃঢ় পদক্ষেপে—তার একমাত্র দুশ্চিন্তা ছিল যাতে করে তার খসখসে শেমিজ আর কয়েদীদের কর্কশ কোটটা তার পিঠে সেঁটে না যায়।**

এমন কি জেল-হাসপাতালে যখন তাকে তার সদ্যোজাত শিশুকে দেখানো হল সে মাত্র এইটুকু বললে, 'আঃ, কে ওটাকে চায়?' কস্মিনকালেও গোঙরানো কাতরানোর একটি মাত্র শব্দ না করে, কস্মিনকালেও কারো বিরুদ্ধে কণামাত্র অভিযোগ না জানিয়ে সে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে শক্ত তক্তার উপর বুকের ভার রেখে কুঁকড়ে পড়ে রইল।

॥ ১৩ ॥

সের্‌গেই ও কাতেরীনা অন্যান্য কয়েদীর সঙ্গে দল বেঁধে সাইবেরিয়ার উদ্দেশে বেরুলো বসন্ত ঋতুতে। পঞ্জিকায় সেটা বসন্ত ঋতু বলে লেখা আছে বটে, কিন্তু আসলে তখন সেই প্রবাদটাই সত্য যে, 'সূর্য আলোক দেন যথেষ্ট, কিন্তু গরমি দেন অতি অল্পই'।

---

* বাইবেলের প্রথম অধ্যায় 'সৃষ্টি পর্বে' বর্ণিত আছে, আদমের পুত্র কেন্‌ তার ভ্রাতা আবেলকে হত্যা করে; যেহেতু মানুষ মাত্রই একে অন্যের ভ্রাতা তাই খুনীর কপালে ছ্যাঁকা দিয়ে তিনটি চিরস্থায়ী লাঞ্ছন অঙ্কনের বর্বর প্রথা ইয়োরোপের প্রায় সর্বদেশেই উনবিংশ শতাব্দী অবধি প্রচলিত ছিল।

** অনুবাদকের মনে হয়, তার ভয় ছিল, কর্কশ উলের সুতো পিঠের ঘায়ে ঢুকে গেলে শুকোবার সময় সমস্ত পিঠের চামড়া অসমান হয়ে গিয়ে তার পিঠের মসৃণ সৌন্দর্য নষ্ট করবে। কিন্তু অতি অবশ্য মনে রাখা উচিত, সে শুধু তার বল্লভের ভোগের জন্য। আপন সৌন্দর্য নিয়ে কাতেরীনার নিজস্ব কোনো দম্ভ ছিল না—কাহিনীতে তার কোনো চিহ্ন নেই।

কাতেরীনার বাচ্চাটাকে বরিস তিমোতেইয়েভিচের সেই বুড়ি মামাতো বোনের হাতে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দেওয়া হল। কারণ সে দণ্ডিতা রমণীর নিহত স্বামীর আইনসম্মত সন্তান রূপে স্বীকৃত হল বলে এখন সে ইস্‌মাইলফ্‌ এবং ফেদিয়ার তাবৎ সম্পত্তির একমাত্র স্বত্বাধিকারী। এ ব্যবস্থাতে কাতেরীনা যথেষ্ট সন্তুষ্ট ছিল এবং বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিল পরিপূর্ণ তাচ্ছিল্যভরে। বহু অবাধ প্রণয়াবেগবিহ্বল রমণীর মত তার প্রেমও আপন দয়িতে অবিচল হয়ে রইল—দয়িতের সন্তানে সঞ্চারিত হল না।

আর শুধু বাচ্চাটার ব্যাপারেই নয়, সত্য বলতে কি, কাতেরীনার জীবনে এখন আর কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই, আলো নেই অন্ধকারও নেই ; না আছে অমঙ্গল না আছে মঙ্গল, দুঃখ নেই সুখও নেই, সে কিছুই বুঝতে পারে না, কাউকে ভালবাসে না—নিজেকে পর্যন্ত না। অস্থির হয়ে সে শুধু প্রতীক্ষা করছিল একটি জিনিসের : কয়েদীর দল রওয়ানা হবে কবে, কারণ তার হৃদয়ে তখন একমাত্র আশা, দলের ভিতর সে সের্‌গেইকে আবার দেখতে পাবে। আপন শিশুটির কথা ততদিনে সে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছে।

তার আশা তাকে ফাঁকি দিল না। মুখে 'কেন্‌'-এর লাঞ্ছন আঁকা, সর্বাঙ্গে ভারী শিকল বয়ে সের্‌গেইও রওয়ানা দিল তারই সঙ্গে একই ছোট দলটাতে।

যতই ঘৃণ্য হোক না কেন, মানুষ সর্ব অবস্থাতেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয় এবং সর্ব অবস্থাতেই নিজ নিজ ক্ষুদ্র আনন্দের সন্ধান সাধ্যমত করে থাকে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার প্রয়োজন, কণা মাত্র প্রয়োজন, কাতেরীনার ছিল না। সে সের্‌গেইকে আবার দেখতে পাচ্ছে, এবং তার সঙ্গ পাওয়ার ফলে এই যে রাস্তা তাকে কঠিন কারাগারের নির্বাসনে নিয়ে যাচ্ছে সে-রাস্তাও তার কাছে আনন্দ-কুসুমে পুষ্পাচ্ছাদিত বলে মনে হতে লাগল।

কাতেরীনা তার ছিটের তৈরি ব্যাগে করে মূল্যবান জিনিস সঙ্গে নিয়েছিল অল্পই, এবং রোক টাকাকড়ি নিয়েছিল তার চেয়েও কম। এবং সে-সবও খর্চা হয়ে গেল নিজ্‌নি নফ্‌গরদ্‌* পৌছবার বহু পূর্বেই পাহারাওলাদের ঘুষ দিতে দিতে—যাতে করে সে রাস্তায় সের্‌গেইয়ের পাশে পাশে যেতে পারে, যাতে করে পথমধ্যে রাত্রি-যাপন আশ্রয়ের হিমশীতল এক কোণে, গভীর অন্ধকারে সে তার সের্‌গেইকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘণ্টাখানেক আলিঙ্গন করতে পারে।

ওদিকে কিন্তু কাতেরীনার 'কেন্‌'-মার্কা মারা বল্লভের হৃদয়ে কি জানি কি

* বিখ্যাত ঔপন্যাসিক মাক্‌সিম্‌ গর্কির নামে বর্তমান 'গর্কি'।

করে তার প্রতি স্নেহ-প্রেম শুকিয়ে গিয়েছে। কথা সে বলতো কমই, আর বললে মনে হত যেন আঁকশি দিয়ে কথাগুলো অতি কষ্টে টেনে টেনে বের করছে, আর এ-সব গোপন মিলনের মূল্য দিত সে অত্যল্পই—যার জন্য কাতেরীনাকে তার খাদ্য-পানীয়, আর তার আপন অত্যাবশ্যক প্রয়োজনের জন্য যে-ক'টি সামান্য দু'চার পয়সা তার তখনো ছিল, সব-কিছু বিলিয়ে দিতে হত। এমন কি সের্‌গেই একাধিকবার বলতেও কসুর করলো না, 'ঐ যে অন্ধকার কোণে আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিচের 'ধুলো সরাবার' জন্য তুমি পাহারাওলাদের পয়সা দিচ্ছো সেগুলো আমাকে দিলেই পারো।'

মিনতিভরা কণ্ঠে কাতেরীনা বললে, 'আমি তো কুল্লে পঁচিশটি কপেক্ দিয়েছি, সেরেজেঙ্কা।'

'আর পঁচিশটি কপেক্ কি পয়সা নয়? পঁচিশটি কপেক্ কি রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া যায়? অতগুলো কপেক্ ক'বার পেয়েছ তুমি? ওদিকে ক'বার অতগুলো তুমি দিয়ে দিয়েছ, কে জানে।'

'কিন্তু ঐ করেই তো আমরা একে অন্যকে দেখতে পাই।'

'বটে? সেটা কি সহজ? ওতে করে আমরা কি আনন্দ পাই—এত সব নরক-যন্ত্রণার পর? আমার তো ইচ্ছে করে আমার জীবনটাকে পর্যন্ত অভিসম্পাত করি, আর এ ধরনের মিলনের উপর তো কথাই নেই।'

'কিন্তু সেরেজা, তোমাকে দেখতে পেলে আমার তো অন্য কোনো কিছুতেই এসে যায় না।'

'এসব ঘোর আহাম্মুকি।'—এই হল সের্‌গেইয়ের উত্তর।

এসব উত্তরে কাতেরীনা কখনো আপন ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে রক্ত বের করতো, আর কখনো বা নিশাকালীন মিলনের অন্ধকারে অশ্রুবর্ষণে অনভ্যস্ত তার সে দুটি চোখও তিক্ততার তীব্র বেদনায় ভরে যেত, কিন্তু সে সব-কিছু বরদাস্ত করে গেল, নীরবে যা ঘটার ঘটতে দিল, এবং নিজেকে নিজে ফাঁকি দিতে কসুর করলো না।

উভয়ের মধ্যে এই নূতন এক সম্পর্ক নিয়ে তারা নিজ্‌নি নফ্‌গরদ্ পৌঁছল। এখানে পৌঁছে তারা আরেক দল কয়েদীর সঙ্গে যোগ দিল—তারা এসেছে মস্কো অঞ্চল থেকে, যাবে ঐ একই সাইবেরিয়ায়।

নবাগত এই বিরাট বাহিনীর হরেক রকম চিড়িয়ার মাঝখানে, মেয়েদের দলে ছিল দুটি মেয়ে যারা সত্যই মনোযোগ আকর্ষণ করে। একটির নাম তিয়োনা, ইয়ারোস্লাভ্‌লের এক সিপাইয়ের স্ত্রী। এরকম চমৎকার কামবিলাসিনী মোহিনী

আর হয় না। সে লম্বা, আর আছে একমাথা চুলের ঘন কুন্তল বেণী, মদিরালস হরিদ্রাভ নয়ন, তার উপর নেমে এসে ছায়া দিচ্ছে নিবিড় আঁখিপল্লবের রহস্যময় অবগুণ্ঠন। অন্যটি সতেরো বছরের নিখুঁত খোদাই করা তরুণী। গায়ের বর্ণটি মোলায়েম গোলাপী, মুখটি ছোট্ট, কচি তাজা দুটি গালের উপর দুটি টোল, আর কয়েদীদের মাথা-বাঁধবার ছিটের রুমালের নিচে থেকে কপালে নেমে এসে এখানে ওখানে নাচছে ঢেউখেলানো সোনালি চুল। দলের সবাই তাকে সোনেৎকা নামে ডাকতো।

সুন্দরী রমণী তিয়োনার স্বভাবটি ছিল শান্ত, মদিরালস। দলের সবাই তাকে ভালো করেই চিনত, এবং তাকে জয় করতে সক্ষম হয়ে কোনো পুরুষই অত্যধিক উল্লাসভরে নৃত্য করতো না, কিংবা সে যখন তার তাবৎ কৃপাভিলাষীদের মস্তকে সমমূল্যের বিজয়-মুকুট পরিয়ে দিত তখন অত্যধিক শোকেও কেউ মোহ্যমান হত না।

পুরুষ-কয়েদীর দল মস্করার সুরে সমস্বরে বলতো, 'মেয়েদের ভিতর আমাদের তিয়োনা পিসি সব চেয়ে দরদী দিল্ ধরেন; কারো বুকে তিনি কস্মিনকালেও আঘাত দিতে পারেন না!'

সোনেৎকা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ঝোপের চিড়িয়া।

তার সম্বন্ধে তারা বলতো, 'যেন বান্ মাছ—পাক দেবে, মোচড় খাবে, কিন্তু কব্‌খনো শক্ত মুঠোয় ধরতে পারবে না।'

সোনেৎকার রুচি ছিল; চট্ করে যা-তা সে তো নিতই না, বরঞ্চ বলা যেতে পারে, বাড়াবাড়িই করতো। সে চাইতো কাম যেন তার সামনে ধরা হয় সাজসজ্জায়,—যেন সাদামাটা তরি-তরকারি তার সামনে না ধরে সেটা যেন তৈরি হয় তীক্ষ্ণ স্বাদের ঝাল-টকের সস্ দিয়ে,—কামে যেন থাকে হৃদয়দহন, আত্ম-ত্যাগ। আর তিয়োনা ছিল খাঁটি, নির্ভেজাল রুশ সরলতার নির্যাস। আর সে সরলতায় ভরা থাকতো এমনই অলসের আবেশ যে, কোনো পুরুষকে, 'কেন জ্বালাচ্ছো, ছেড়ে দাও আমাকে' বলবার মত উৎসাহ তার ছিল না। সে শুধু জানতো, সে স্ত্রীলিঙ্গের রমণী। এ জাতীয় রমণীকে বড়ই আদর করে ডাকাত-ডাকু, কয়েদীর দল আর পেতের্সবুর্গের সোশাল-ডেমোক্রাটিক গুষ্ঠী।

এই দুই রমণী সহ মস্কো থেকে আগত কয়েদীর দল যখন সের্‌গেই-কাতেরীনার দলের সঙ্গে মিলিত হল তখন এ দুটি রমণী নিয়ে এল কাতেরীনার জীবনে ট্রাজেডি।

দুই দলে সম্মিলিত হয়ে নিজ্‌নি থেকে কাজান রওয়ানা হওয়ার প্রথম দিন থেকেই সের্‌গেই কোনো প্রকারের ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় না করে উঠে পড়ে লেগে গেল সৈনিক বধূ তিয়োনার প্রণয়লাভের জন্য এবং স্পষ্টই বোঝা গেল কোনো প্রকারের অলঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধক তার সামনে উপস্থিত হয়নি। অলসাবেশা তিয়োনা সের্‌গেইকে অযথা হতাশায় মন-মরা হতে দিল না—সে তার হৃদয়বশত কদাচ কোনো পুরুষকেই হতাশায় মন-মরা হতে দিত না। তৃতীয় কিংবা চতুর্থ রাত্রির আশ্রয়স্থলে সন্ধ্যার সময় কাতেরীনা ঘুষ দিয়ে তার সেরেজেচ্‌কার সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করেছিল ; এখন সে নিদ্রাহীন চোখে প্রতীক্ষা করছিল, যে কোনো মুহূর্তে প্রহরী এসে আস্তে আস্তে তাকে নাড়া দিয়ে কানে কানে বলবে, 'ছুটে যাও! ঝটপট সেরে নিয়ো।' দরজা খুলে গেল, আর কে যেন, কোন্ এক রমণী তীরবেগে করিডর পানে ধাওয়া করলো ; দরজা আবার খুলে গেল, আবার আরেক রমণী তিলার্ধ নষ্ট না করে তার শোবার তক্তা থেকে লাফ দিয়ে উঠে প্রহরীর পিছনে অন্তর্ধান করলো ; অবশেষে কে যেন এসে তার সর্বাঙ্গ ঢাকা কর্কশ কোটে আস্তে আস্তে টান দিল। তৎক্ষণাৎ সে তার শোবার তক্তা থেকে লাফ দিয়ে উঠলো—তক্তাখানা কত না কয়েদীর গাত্র-ঘর্ষণে চিক্কণ-মসৃণ হয়ে গিয়েছে—কোটটা কাঁধের উপর ফেলে আস্তে আস্তে প্রহরীর গায়ে ধাক্কা দিল তাকে গন্তব্য-স্থল দেখিয়ে দেবার জন্য নিয়ে যেতে।

করিডরের মাত্র একটি জায়গায় অগভীর পিরিচের উপর ঢালাই মোমে প্রদীপের নিষ্প্রভ পলতেটি ক্ষীণ আলো দিচ্ছে। কাতেরীনা চলতে চলতে দু-তিনটি যুগল-মিলনের সঙ্গে ঠোক্কর খেল—গা মিলিয়ে দিয়ে তারা যতদূর সম্ভব অদৃশ্য হবার চেষ্টা করছিল। পুরুষদের ওয়ার্ড পেরিয়ে যাবার সময় কাতেরীনা শুনতে পেল তাদের দরজায় কাটা ছোট জানলার ভিতর দিয়ে চাপা হাসির শব্দ আসছিল।

পাহারাওলা বিড় বিড় করে কাতেরীনাকে বললে, 'হাসাহাসির রকমটা দেখছ?' তারপর তার কাঁধে ধরে একটা কোণের দিকে ঠেলে দিয়ে চলে গেল।

হাৎড়াতে গিয়ে কাতেরীনার একটা হাত পড়লো কর্কশ কোট আর দাড়ির উপর, দ্বিতীয় হাতটা স্পর্শ করলো কোন্ এক রমণীর গরম মুখের উপর।

সের্‌গেই নিচু গলায় শুধলে, 'কে?'

'কি, কি করছো তুমি এখানে? তোমার সঙ্গে এ কে?'

অন্ধকারে কাতেরীনা সজোরে তার সপত্নীর মাথা বাঁধার রুমালখানা ছিনিয়ে নিল। সেও সঙ্গে সঙ্গে তাকে এড়িয়ে দিল ছুট। করিডরে ধাক্কা খেয়ে পড়তে পড়তে সে বায়ুবেগে অন্তর্ধান করলো।

সঙ্গে সঙ্গে পুরুষদের ওয়ার্ড থেকে উচ্চকণ্ঠে ফেটে উঠলো একশ' অট্টহাস্য!

কাতেরীনা ফিস্‌ফিসিয়ে বললে, 'বদমাইশ', আর সের্‌গেইয়ের নবীন নাগরীর মাথা থেকে ছিনিয়ে নেওয়া রুমালের কোণ দিয়ে মারলো তার মুখে ঝাপটা। সের্‌গেই তার দিকে হাত তুলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সেও ইতিমধ্যে ছায়ার মত লঘুপদে করিডর দিয়ে ছুটে গিয়ে ধরেছে তার কুঠুরির হাতল। পুরুষদের ওয়ার্ড থেকে যে অট্টহাস্য তার পিছনে পিছনে ধাওয়া করেছিল সেটা আবার এমনি কলরবে ধ্বনিত হল যে, যে-পাহারাওয়ালাটা পিরিচের গালামোমের কাঁপা-কাঁপা বাতিটার সামনে বসে-সময় কাটাবার জন্য আপন বুটজুতোর ডগাটাকে লক্ষ্য করে মুখ থেকে থুথুর তীর ছুঁড়ছিল সে পর্যন্ত মাথা তুলে কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করে উঠলো, 'চোপ্‌ ব্যাটারা!'

কাতেরীনা চুপচাপ শুয়ে পড়ে ভোর অবধি সামান্যতম নড়াচড়া না করে সেই রকমই পড়ে রইল। সে চাইছিল নিজেকে বলে, 'আমি তাকে আর ভালোবাসি নে' —আর অনুভব করছিল তাকে সে ভালোবাসে আরো গভীর ভাবে, আরো বেশী আবেগভরা উচ্ছ্বাসে। বার বার তার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল সেই একই ছবি: তার ডান হাত অন্যটার মাথার নিচে থেকে থেকে কাঁপছে, তার বাঁ হাত চেপে ধরেছে অন্যটার কামাগ্নিতে জ্বলন্ত স্কন্ধদ্বয়।

হতভাগিনী কাঁদতে আরম্ভ করলো। নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে সর্ব দেহ-মন দিয়ে কামনা করতে লাগলো, ঐ সেই হাতটি যেন থাকে তার মাথার নিচে, সেই হাতটি যেন চেপে ধরে তার কাঁধ—হায়, সে কাঁধ এখন মৃগী রুগীর মত থেকে থেকে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠছে।

সেপাইয়ের বউ তিয়োনা তাকে ভোরবেলা জাগিয়ে দিয়ে বললে, 'তুমি অন্তত আমার রুমালখানা ফেরত দিতে পারো!'

'ও! তুমিই ছিলে তবে?'

'লক্ষ্মীটি, দাও না ফেরত!'

'কিন্তু তুমি আমাদের মাঝখানে আসছো কেন?'

'কেন, আমি কি করছি? তুমি কি ভেবেছো আমাদের ভিতর গভীর প্রণয়, না কি? না এমন কিছু সত্যি একটা মারাত্মক ব্যাপার যে যার জন্য তুমি রেগে টং হবে!'

কাতেরীনা একটুখানি চিন্তা করে বালিশের তলা থেকে আগের রাত্রের ছিনিয়ে নেওয়া রুমালখানা বের করে তিয়োনার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ ফেরালো।

তার হৃদয় হাল্কা হয়ে গেল।

আপন মনে বললে, 'ছিঃ! আমি কি এই রঙ-করা পিপেটাকে হিংসে করবো? চুলোয় যাক্ গে ওটা। তার সঙ্গে নিজেকে তুলনা করতেই আমার ঘেন্না ধরে।'

পরের দিন পথে যেতে যেতে সের্‌গেই তাকে বলতে লাগলো, 'শোনো, কাতেরীনা ল্‌ভভ্‌না, তোমাকে আমি কি বলতে চাই। দয়া করে তুমি তোমার মাথার ভিতর এই তত্ত্ব-কথাটি ভালো করে ঢুকিয়ে নাও তো যে, প্রথমত আমি তোমার জিনোভিই বরিসিচ্ নই, দ্বিতীয়ত তুমি এখন আর কোনো গেরেস্থারী সদাগরের বউ নও; সুতরাং মেহেরবানী করে এখন আর বড়মানষীর চাল মারবেন না। আমার ব্যাপারে আস্ত একটা পাঁঠির মত যত্রতত্র ঢুঁ মারলে সেটা আমি বরদাস্ত করবো না।'

এর উত্তরে কাতেরীনা কিছু বললো না এবং তারপর এক সপ্তাহ ধরে সে সের্‌গেইয়ের পাশে পাশে হাঁটলো বটে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে একটিমাত্র দৃষ্টি বা বাক্য-বিনিময় হল না। তাকেই করা হয়েছে আঘাত, তাই সে নিজের মর্যাদা বাঁচিয়ে তার এই—সের্‌গেইয়ের সঙ্গে তার এই—সর্বপ্রথম কলহ মিটিয়ে সমঝাওতা আনার জন্য তার দিকে এগিয়ে যেতে চাইল না।

এদিকে যখন সের্‌গেইয়ের প্রতি কাতেরীনার রাগ, ততদিনে সের্‌গেই কুন্দধবলা তন্বঙ্গী সোনেৎকার দিকে হরিণের মত কাতর নয়নে তাকাতে আরম্ভ করেছে এবং নর্মভরে তার হৃদয়-দুয়ারে প্রথম করাঘাত আরম্ভ করে দিয়েছে। কখনো সে তার সামনে নম্রতাভরে মাথা নিচু করে বলে, 'আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিবাদন' আর কখনো বা তার দিকে তাকিয়ে মধুর স্মিত হাস্য করে, আর পাশাপাশি এলে ছল করে তাকে হাত দিয়ে ঘিরে দেয় সোহাগের চাপ। কাতেরীনা সব-কিছুই লক্ষ্য করলো, আর তার বুকের ভিতরটা যেন আরো সিদ্ধ হতে লাগলো।

মাটির দিকে না তাকিয়ে যেন ধাক্কা খেতে খেতে এগুতে এগুতে কাতেরীনা তোলপাড় করতে লাগলো, 'কি জানি, তবে কি ওর সঙ্গে মিটিয়ে ফেলব্?' কিন্তু এখন আগের চেয়ে অনেক বেশী বাধা দিতে লাগলো তার আত্মসম্মান—এগিয়ে গিয়ে মিটমাট করে ফেলতে। ইতিমধ্যে সের্‌গেই আরো নাছোড়বান্দা হয়ে

সেঁটে রইল সোনেৎকার পিছনে ; এবং সকলের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, নাগালের বাইরের যে-সোনেৎকা এতদিন পাক দিতেন মোচড় খেতেন কিন্তু ধরা দিতেন না, এইবারে তিনি, যে কোন কারণেই হোক, হঠাৎ যেন পোষ মেনে নিচ্ছেন।

কথায় কথায় তিয়োনা একদিন কাতেরীনাকে বললে, 'তুমি আমাকে নিয়ে নালিশ করেছিলে না? কিন্তু আমি তো তোমার কোনো ক্ষতি করি নি। আমারটা ছিল আজ-আছে-কাল-নেই ধরনের দৈবাৎ ঘটে যাওয়ার একটা ব্যাপার ; এসেছিল, চলে গেল, মিলিয়ে গেল ; কিন্তু সাবধান, এই সোনেৎকাটার উপর নজর রেখো।'

কাতেরীনা মনস্থির করে আপন মনে বললে, 'জাহান্নমে যাক্ আমার এই আত্মসম্মান ; আজই আমি তার সঙ্গে মিটমাট করে ফেলব।' এবং তারপর ঐ একটিমাত্র চিন্তা নিয়ে পড়ে রইল, মিটমাট্ করে ফেলার জন্য সবচেয়ে ভাল কৌশলটা কি হবে?

কিন্তু কিছু করতে হল না ; সের্গেই নিজেই তাকে এই ধাঁধা থেকে বেরুবার পথ তৈরি করে দিল।

পরের আশ্রয়ে পৌঁছতেই সের্গেই কাতেরীনাকে ডেকে বললে, 'ল্ভভ্না, আজ রাত্রে এক মিনিটের তরে আমার কাছে এসো তো ; তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

কাতেরীনা চুপ করে রইল।

'কি হল? আমার উপর এখনো রেগে আছ নাকি? কথা বলবে না?'

কাতেরীনা এবারেও কোনো সাড়া দিল না।

কিন্তু পরের ঘাঁটির কাছে আসার সময় শুধু সের্গেই না, সবাই লক্ষ্য করলে যে, কাতেরীনা সর্দার পাহারাওলার চতুর্দিকে ঘুর ঘুর করছে, শেষটায় ভিক্ষায় পাওয়া* তার সতেরোটি কপেক্ সে সর্দারের হাতে গুঁজে দিল। মিনতিভরা কণ্ঠে তাকে বললে, 'আরো দশটা জমাতে পারলেই তোমাকে দেব।'

সর্দার পয়সা ক'টি আস্তিনের ভাঁজে লুকলো। বললে, 'ঠিক আছে।'

---

* আজকাল কি হয় অনুবাদকের জানা নেই, কিন্তু ১৯১৭-এর সমাজ বিবর্তের পূর্বের একাধিক লেখক এই মর্মস্পর্শী ভিক্ষার বর্ণনা দিয়েছেন। বৃষ্টি বরফে হুঁচোট হুমড়ি খেতে খেতে যখন এই সব হতভাগার দল সাইবেরিয়ায় আমৃত্যু নির্বাসনের দিকে এগুতো তখন বহু পরদুঃখকাতর গৃহী এমন কি ভিখারী আতুররাও এদের ভিক্ষে দিত। অনেক সময় অযাচিত ভাবে।

লেনদেন শেষ হয়ে গেলে সের্‌গেই 'ঘোৎ' করে খুশী প্রকাশ করে সোনেৎকার দিকে চোখের ইশারা মারলে।

ঘাঁটির সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে কাতেরীনাকে জড়িয়ে ধরে আর সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে, 'ওগো, কাতেরীনা, লক্ষ্মীটি',—'শুনছিস ছোঁড়ারা, এর সঙ্গে তুলনা করতে পারি এমন মেয়ে তো সারা সংসারেও পাওয়া যায় না।'

কাতেরীনার মুখ লাল হয়ে উঠলো—আনন্দে সে তখন হাঁফাচ্ছে।

সন্ধ্যা হতে না হতেই নিঃশব্দে দরজা খুলে গেল; একলম্ফে সে বেরিয়ে এল বললে কমই বলা হয়; তার সর্বাঙ্গ তখন ঘন ঘন শিহরিত হচ্ছে আর অন্ধকারে তার হাত সের্‌গেইয়ের সন্ধানে এখানে ওখানে খুঁজছে।

তাকে আলিঙ্গন করে আপন বুকে চেপে যেন দম বের করে সের্‌গেই বললে, 'আমার কেট্‌।'

চোখের জলের ভিতর দিয়ে কাতেরীনা উত্তর দিল, 'ওগো, আমার সর্বনাশের নিধি।' তার ঠোঁটে ঠোঁট চেপে সে যেন ঝুলে রইল।

পাহারাওলা করিডরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি পাইচারি করতে করতে মাঝে মাঝে দাঁড়াচ্ছিল; বুটজুতোর ডগায় থুথুর তীর ছোঁড়া অভ্যাস করে ফের পাইচারি আরম্ভ করছিল; ক্লান্তিতে জীর্ণ কয়েদীরা দরজার ভিতরে নাক ডাকিয়ে যাচ্ছে; ঘর গরম করার স্টোভের নিচে কোথায় যেন একটা ইঁদুর কুট কুট করে কম্বল কাটছে; ঝিঁঝির দল একে অন্যের সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রাণপণ চিৎকার করে যাচ্ছে—কাতেরীনা তখনো সপ্তম স্বর্গে।

কিন্তু হৃদয়াবেগ ভাবোচ্ছ্বাস স্তিমিত হল এবং রসকষহীন অনিবার্য বাক্যালাপ আরম্ভ হল।

করিডরের এক কোণে মেঝের উপর বসে সের্‌গেই নালিশ জানালে, 'আমি কী মারাত্মক যন্ত্রণায়ই না কষ্ট পাচ্ছি; পায়ের গোড়ালি থেকে হাঁটু অবধি হাড়গুলো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমায় পাগল করে তুলেছে।'

সের্‌গেইয়ের লম্বা কোটের ভিতর সোহাগভরে মাথা গুঁজে কাতেরীনা শুধলো, 'তা হলে কি করা যায়, সেরেজেশ্‌কা?'

'যদি না···কি জানি, হয়তো বা ওদের বলতে হবে, কাজানে পৌঁছলে আমাকে সেখানকার হাসপাতালে জায়গা করে দিতে। তাই করবো নাকি?'

'সে কি? কী যে বলছো, সেরেজা!'

'এ ছাড়া অন্য কি গতি আছে বলো; যন্ত্রণায় আমার যে প্রাণ যায়।'

'কিন্তু তা হলে তারা তো আমাকে আগে আগে খেদিয়ে নিয়ে যাবে, আর তুমি পড়ে রইবে পিছনে!'

'ঠিক কথা, কিন্তু আমি করি কি? আমি তোমাকে বললুম তো, পায়ের শিক্‌লি ঘষে ঘষে আমাকে যে মেরে ফেললে। শিকলিগুলো যেন ঘষতে ঘষতে আমার হাড়গুলোর ভিতর ঢুকে যাচ্ছে। হয়তো বা কয়েকদিনের জন্য মেয়েদের লম্বা পশমের মোজা পরলে কিছু-একটা হয়।'

'লম্বা মোজা? আমার কাছে এখনো আনকোরা একজোড়া তো রয়েছে, সেরেজা!'

'তা হলে তো আর কথাই নেই।'

একটি মাত্র বাক্যব্যয় না করে কাতেরীনা ছুট দিয়ে ঢুকলো তার কুটুরিতে। শোবার তক্তার নিচের থেকে হাৎড়ে হাৎড়ে বের করলো তার ব্যাগটা। ফের ছুট দিল সের্‌গেইয়ের কাছে। সঙ্গে নিয়ে এসেছে নীল রঙের পুরু পশমের একজোড়া লম্বা মোজা; দুপাশে রঙিন সিল্কের মিহিন নক্‌শা জ্বল জ্বল করছে—বল্‌কফ্‌ শহরের তৈরি মোজা, এ মোজা তৈরি করেই সে শহর তার ন্যায্য খ্যাতি পেয়েছে।

কাতেরীনার শেষ মোজা জোড়াটি নিয়ে যেতে যেতে সের্‌গেই জোর দিয়ে বললে, 'এগুলো পরলে আর ভাবনা কি!'

কাতেরীনার কী আনন্দ! ফিরে এসে কঠিন তক্তায় অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল। শুনতেই পেল না, সে ফিরে আসার পর সোনেৎকা করিডরে বেরিয়ে গেল আর সেখানে সমস্ত রাত কাটিয়ে চুপে চুপে ভোরের ঠিক অল্প একটু আগে কখন ফিরে এল।

এ সমস্ত ঘটল কাজান পৌঁছবার দু ঘাঁটি পূর্বে।

॥ ১৫ ॥

ঘাঁটির বন্ধ গুমোট ঘরের দেউড়ি থেকে বেরুবামাত্রই কয়েদীদের রুদ্র অভ্যর্থনা জানালো শীতে জর্জর বৃষ্টি-বরফে মেশা অকরুণ দিবস। কাতেরীনা বেরিয়েছিল বুকে যথেষ্ট সাহস বেঁধে কিন্তু আপন সারিতে যোগ দেওয়া মাত্রই তার সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগলো, মুখের রঙ সবুজে পরিবর্তিত হয়ে গেল। তার চোখের সামনে বিশ্ব-সংসার অন্ধকার হয়ে গেল; তার প্রত্যেকটি হাড়ের জোড়া যেন তাকে ছুঁচের মত খোঁচাতে আরম্ভ করলো, যেন তার দুটি হাঁটু ভেঙে গেছে।—ঐ তার

সামনে সোনেৎকা দেমাক করে দেখিয়ে বেড়াচ্ছে পায়ের নীল পশমের মোজা—তার উপরের সিল্কের মিহিন কাজ—কাতেরীনা কত না ভালো করেই চেনে!

কাতেরীনা চলতে লাগল—যেন তার সর্বাঙ্গের কোনো জায়গায় জীবন-রসের বিন্দুমাত্র আর অবশিষ্ট নেই। শুধু তার চোখ দুটো পূর্ণ জীবন্ত, চোখের কোটর থেকে বেরিয়ে এসে যেন ভয়াবহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সের্‌গেইয়ের দিকে—সে দৃষ্টি তাকে ছাড়ল না, এক পলকের তরেও না।

জিরোবার পরের ঘাঁটিতে পৌঁছানো মাত্রই কাতেরীনা শান্ত পদক্ষেপে সের্‌গেইয়ের কাছে গিয়ে ফিস ফিস করে বললে, 'পিশাচ!' সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ সোজা তার চোখে থুথু ফেললে।

সের্‌গেই লাফ দিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, কিন্তু আর সবাই তাকে জোর করে ঠেকিয়ে রাখলো।

শুধু বললে, 'দাঁড়াও, দেখাচ্ছি।'—আর হাত দিয়ে মুখ মুছলো।

আর-সবাই ব্যঙ্গ করে বললে, 'অতো রোয়াব কিসের, সেও তোমার মোকাবেলা করতে ডরায় না।' আর-সকলের ঠাট্টা-হাসির মাঝখানে সোনেৎকার কলহাস্য শোনালো বড়ই ফুর্তিতে ভরা।

সোনেৎকার সাহায্যে যে গোটা ষড়যন্ত্রটা গড়ে উঠেছিল সেটা এখন তার সম্পূর্ণ পছন্দমতই বিকশিত হচ্ছিল।

সের্‌গেই কাতেরীনাকে শাসালে, 'এত সহজে এর শেষ হবে না।'

জলঝড়ের ভিতর দিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ক্লান্ত অবসন্ন, ছিন্নভিন্ন হৃদয় নিয়ে কাতেরীনা সে রাত্রিতে কয়েদীদের শক্ত বেঞ্চে ছেঁড়া তন্দ্রার ভিতর মোটেই টের পেল না, কখন দুটো কয়েদী মেয়েদের ওয়ার্ডে ঢুকলো।

ওরা ঢোকা মাত্রই সোনেৎকা তার বেঞ্চি থেকে গা তুলে নীরবে কাতেরীনাকে দেখিয়ে দিয়ে, ফের শুয়ে পড়ে কয়েদীদের লম্বা কোট দিয়ে সর্বাঙ্গ জড়িয়ে নিল।

সেই মুহূর্তেই কে যেন কাতেরীনার লম্বা কোট তার গা থেকে তুলে নিয়ে মুখের উপর ছুঁড়ে ঢেকে দিল আর তার পিঠের সুদ্ধ মাত্র খসখসে শেমিজের উপর মোটা ডবল দড়ির শেষ প্রান্ত দিয়ে নির্মম চাষাড়ে বলপ্রয়োগ করে বেধড়ক চাবকাতে লাগলো।

কাতেরীনা চিৎকার করে উঠলো, কিন্তু মুখে-মাথায় জড়ানো কোটের ভিতর দিয়ে তার কণ্ঠস্বর বেরতে পারলো না। সে উঠে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করলো, কিন্তু তাতেও ঐ একই অবস্থা—এক তাগড়া কয়েদী তার কাঁধের উপর বসে তার বাহু দুখানা জোরে চেপে ধরে রেখেছিল।

'পঞ্চাশ!' শেষ পর্যন্ত গুনে শেষ হল। কারোরই বুঝতে কিছুমাত্র অসুবিধা হল না, এটা সের্‌গেইয়ের গলা। দুই নিশাচর দোর দিয়ে অন্তর্ধান করলো।

কাতেরীনা কোট থেকে মাথা ছাড়িয়ে লাফ দিয়ে উঠলো; সেখানে কেউ নেই, কিন্তু অদূরে লম্বা কোটের নিচে কে যেন হাসছে, নির্মম ব্যঙ্গের ঘেন্না ঈর্ষার হাসি। কাতেরীনা সোনেৎকার হাসি চিনতে পারলো।

এ অপমান যে সর্ব-সীমানা পেরিয়ে গেল। আর সীমাহীন ঘৃণা যন্ত্রণা সেই মুহূর্তে কাতেরীনার অন্তরের অন্তস্তলকে যেন সিদ্ধ করতে লাগলো। মতিচ্ছন্ন পাগলের মত সে সমুখপানে ধেয়ে গেল, মতিচ্ছন্নের মত টলে পড়লো তিয়োনার বুকের উপর—পড়ার সময় সে তাকে তুলে ধরলো।

কাতেরীনা ঢলে পড়ল তিয়োনার বুকেব উপর। এই পূর্ণ উরসই কিছুদিন পূর্বে তারই বিশ্বাসঘাতক প্রেমিককে আনন্দ দিয়েছে পাপাত্মার কাম্য হেয় মাধুর্য দিয়ে। তারই উপর সে কেঁদে ভেঙে পড়ল তার অসহ বেদনার শোক নিয়ে। তারই সরলা কোমলা সপত্নীকে সে জড়িয়ে ধরলো, শিশু যে রকম মা'কে জড়িয়ে ধরে। এখন তারা দুজনাই এক সমান; দুজনাকে একই মূল্যে নামানো হয়েছে, দুজনাকেই ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

দু'জনাই এক সমান···তিয়োনা—যার দিকে তার পয়লা খেয়াল গেল তার কাছেই যে নিজেকে বিলিয়ে দেয়, আর কাতেরীনা—সে তার হৃদয়-নাট্যের শেষ দৃশ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে।

কিন্তু সত্য বলতে কি, এখন আর কোনো অবমাননা তার কাছে অবমাননা বলে মনে হয় না। তার চোখের জল শেষ করে সে এখন শক্ত হয়ে গিয়েছে, যেন সে পাথর হয়ে গিয়েছে, আর এখন সে কাঠের পুতুলের মত শান্ত হয়ে রোল্‌ কলে যাবার জন্য তৈরি হতে লাগলো।

ড্রাম বেজে উঠলো; দ্রম্‌-দ্রমাদম্‌-দ্রমাদম্‌-দ্রম্‌। শিকলে বাঁধা, শিকলহীন উভয় শ্রেণীর নিরানন্দ নিষ্প্রভ কয়েদীর দল যেন অদৃশ্য হস্তের ধাক্কা খেতে খেতে ঘাঁটির চত্বরে বেরিয়ে এল। সের্‌গেই আছে সেখানে, আর আছে তিয়োনা, সোনেৎকা, কাতেরীনা, আছে প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে দণ্ডিত আদর্শ-বাদী এক কয়েদী—এক ইহুদির সঙ্গে শিকলে বাঁধা, একই শিকলে বাঁধা এক পোল আর তাতার।

প্রথম তারা একসঙ্গে জটলা করে দাঁড়িয়েছিল; পরে চলনসই রকমের শৃঙ্খলায় সারি বেঁধে তারা রওয়ানা দিল।

এরকম নিরানন্দ দৃশ্য বড়ই বিরল; পাঁচজনের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন,

উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হৃদয়ে যাদের কণামাত্র আশার ছায়াটুকু পর্যন্ত নেই—এরা কয়েকজন লোক কাঁচা রাস্তার হিমশীতল কালো কাদায় ডুবতে ডুবতে যেন এগিয়ে চলেছে। তাদের চতুর্দিকের সব-কিছু এমনি বিসদৃশ যে, আতঙ্কে মানুষের গা শিউরে ওঠে; অন্তহীন কাদামাটি, শিসার মত বিবর্ণ আকাশ, সর্বশেষ-পত্রবর্জিত নগ্ন সিক্ত উইলো গাছ—আর তাদের লম্বা লম্বা শাখায় বসে আছে উস্কোখুস্কো পালকসুদ্ধ দাঁড়কাকের দল। বাতাস কখনো গুমরে গুমরে ওঠে, তার কণ্ঠস্বর কখনো বা ক্রুদ্ধ, আর কখনো ছাড়ে তীব্র ক্রন্দন রব, আর কখনো বা ভীষণ হুঙ্কার।

এই বীভৎস দৃশ্য দৃশ্যের পরিপূর্ণতা এনে দিয়েছে নরকের সেই গর্জন, যে-গর্জন মানুষের আত্মাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেয়। সে-গর্জনে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বাইবেলের মহাপুরুষ আইয়ুবের অভিসম্পাত—'ধ্বংস হোক সেই দিন যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করি', আর তাঁর প্রতি তাঁর স্ত্রীর উপদেশ: 'তোমার ভগবানকে অভিশাপ জানিয়ে মরে যাও।'

যারা এই উপদেশ-বাণীতে কর্ণপাত করে না, এ রকম বীভৎস অবস্থায় যাদের মনে মৃত্যু-চিন্তা প্রলোভনের চেয়ে ভয়ের সৃষ্টি করে বেশী—তাদের করতে হয় বীভৎসতর এমন কিছু যেটা এই আর্ত ক্রন্দনধ্বনির টুঁটি চেপে ধরে তাকে নীরব করে দেবে। এই তত্ত্বটি আমাদের নিত্যদিনের সাধারণ সাদামাটা সরল মানুষ উত্তমরূপেই হৃদয়ঙ্গম করতে জানে; এ রকম অবস্থায় সে লাগাম ছেড়ে তার নির্ভেজাল নীচ পাশবিক প্রবৃত্তিকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দেয়; সে তখন সাজতে যায় সঙ, নিজেকে নিয়ে আরম্ভ করে নিষ্ঠুর খেলা, অন্য পাঁচজন মানুষকে নিয়েও, তাদের কোমলতম হৃদয়ানুভূতি নিয়ে। এরা এমনিতেই অত্যধিক কোমল স্বভাব ধরে না—এ রকম অবস্থায় পড়ে তারা হয়ে যায় দ্বিগুণ পিশাচ।

* * *

কাতেরীনা-নিগ্রহের পরের দিন ভোরবেলা কয়েদীর দল যখন গ্রামের ভিতরকার ঘাঁটি ছেড়ে সবেমাত্র রাস্তায় নেমেছে তখন সেরগেই ইতর কণ্ঠে কাতেরীনাকে শুধলো, 'ওগো আমার পটের বীবী, সদাগরের ঘরণী—সম্মানিতা মহাশয়া সর্বাঙ্গীণ কুশলে স্বাস্থ্য উপভোগ করছেন তো?'

কথা ক'টা শেষ করেই সে তৎক্ষণাৎ সোনেৎকার দিকে ফিরে তাকে তার লম্বা কোটের এক পাশ দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে তার তীব্র কণ্ঠ তীব্রতর করে গেয়ে উঠলো:

'সোনালি চুলের কোমল মাথাটি দেখিনু জানালা দিয়া,
কুগ্রহ মোর,* ঘুমোও নি তুমি ? আবার ভাঙিবে হিয়া—!
বুকের ভিতর জড়ায়ে রাখিব মম গুণ্ঠনে, প্রিয়া।'

গানটা গাইতে গাইতে সের্‌গেই সোনেৎকাকে জড়িয়ে ধরে তামাম কয়েদীর পালের চোখের সম্মুখে তাকে সশব্দে চুম্বন করলো।

কাতেরীনা এসব দেখল, অথচ সত্যই যেন দেখতে পেল না। এমন অবস্থায় সে তখন পৌঁচেছে যেন প্রাণহীনা একটা পুতুল হেঁটে চলেছে আর সবাই তাকে খোঁচাতে আরম্ভ করেছে ; তাকে দেখাচ্ছে, সের্‌গেই কি রকম অশ্লীলভাবে সোনেৎকার সঙ্গে ঢলাঢলি লাগিয়েছে। সে তখন সকলের সর্বপ্রকার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বলির পাঁঠা।

যেন পিছন থেকে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে কাতেরীনা এগোচ্ছে। এ-অবস্থায়ও কেউ তাকে নিয়ে ঠাট্টা জুড়ে দিলে তিয়োনা মাঝখানে পড়তো ; বলতো, 'ছেড়ে দে না ওকে, পিচেশের দল, দেখছিস নে, ওর যে হয়ে এসেছে।'

এক ছোকরা কয়েদী যেন বাক্‌পটু হয়ে বললে, 'ওর ছোট্ট পা দু'খানি বোধ হয় ভিজে গিয়েছে।'

সের্‌গেই পাল্লা দিয়ে বললে, 'এ তথ্য সর্বজন-স্বীকৃত যে, আমাদের সম্ভ্রান্ত বণিক সম্প্রদায়ের মহিলাগণকে সাতিশয় সুকোমল ভাবে লালনপালন করা হয়। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, তাঁর যদি একজোড়া গরম বীবীয়ানীর মোজা থাকতো তাহলে হাঙ্গামা কমে যেত।'

কাতেরীনা যেন গভীর নিদ্রা থেকে সাড়া দিল, জেগে উঠলো।

গুঁতোতে গুঁতোতে তাকে যেন সহ্যের সীমানার ওপারে ঠেলে দেওয়া হয়েছে —'ঘাসেতে লুকনো জঘন্য সাপ তুমি ! ঠাট্টা করে হাসো আমাকে নিয়ে—ইতর বদমায়েশ—হাসো, আরো হাসো !'

'কি বলছেন আপনি, সদাগরের পটের বীবী ! আপনাকে নিয়ে হাসাহাসি করার কোনো মৎলবই আমার নেই। আসলে সোনেৎকা হেথায় যখন সত্যই এত সুন্দর মোজা বিক্রি করছে, তখন ভাবলুম—কেন, দোষ করেছি নাকি ?

---

* যে রাত্রে সের্‌গেই ফাঁকি দিয়ে কাতেরীনার কাছ থেকে মোজা জোড়াটি আদায় করে, তখন কাতেরীনা তাকে 'আমার সর্বনাশের নিধি' বলে সোহাগ করেছিল। এখানে সেটা 'কুগ্রহ মোর'। কাতেরীনাকে সেই সোহাগ স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যই সের্‌গেই বিশেষ করে এই গানটাই ধরলো।

আমাদের সদাগরের বেগম সায়েবা হয়তো একজোড়া কিনলেও কিনতে পারেন।'

প্রচুর হাস্যধ্বনি উঠলো। দম দেওয়া কলের মত কাতেরীনা সামনের দিকে পা ফেললো।

আবহাওয়া ক্রমাগত আরো খারাপ হচ্ছে। এতদিন যে ধূসর মেঘ আকাশ ঢেকে রেখেছিল এখন তার থেকে নেমে এল স্তরে স্তরে ভেজা-বরফের পাঁজ। মাটি ছোঁয়া মাত্রই এরা গলে গিয়ে রাস্তার কাদার গর্তকে করে দেয় আরো গভীর,—সেটাকে ঠেলে ঠেলে পা চালানো করে দেয় আরো অসহ্য কঠিন কঠোর। অবশেষে সম্মুখে দেখা দিল শিসার রঙের একটা রেখা। সে রেখার অন্য তীর চোখে ধরা পড়ে না। এই রেখাটি ভল্‌গা নদী। অল্প অল্প জোর হাওয়া ভল্‌গার উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বড় বড় কাটা কাটা ঢেউ সামনে পিছনে খেদিয়ে নিয়ে চলেছে।

সর্বাঙ্গ জবজবে ভেজা, শীতে কাঁপতে কাঁপতে কয়েদীর দল আস্তে আস্তে ঘাটে পৌঁছে খেয়ার বিরাট কাঠের ভেলার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো।

কালো ভেলার কাঠ থেকে জল ঝরছে। পাড়ে এসে ভিড়তে প্রহরীরা কয়েদীদের ভেলাতে ওঠবার ব্যবস্থা করতে লাগলো।

সর্বত্র ভেজা বরফের পোচ মাখা ভেলা ঘাট ছেড়ে উন্মত্ত নদীর ঢেউয়ের উপর দোলা খেতে লাগলো। ভেলা ছাড়ার সময় কয়েদীদের একজন বললে, 'কারা সব বলাবলি করছিল, ভেলাতে কার কাছে যেন বিক্রির জন্য ভদ্‌কা শরাব আছে।'

সের্‌গেই বললে, 'সত্যি বলতে কি, সামান্য কোনো মাল দিয়ে গলার নালিটা ভেজাবার এই সুযোগটা হারানো বড্ডই পরিতাপের বিষয় হবে।' সোনেৎকার ফুর্তির জন্য সে তখন কাতেরীনাকে বিদ্রূপের খোঁচা দিয়ে উৎপীড়ন করতে শুরু করেছে—'আপনি কি বলেন, আমাদের সদাগরের পটের বীবী? পুরনো বন্ধুত্বের খাতিরে এক পাত্তর ভদ্‌কা দিয়ে আমাদের চিত্তবিনোদন করলে কি রকম হয়? আহা, কিপ্‌টেমি করবেন না। স্মরণ করো, প্রিয়তমা, আমাদের অতীতের প্রেমের কথা! আমি আর তুমি—ওগো, আমার জীবনের আনন্দময়ী, তোমাতে আমাতে দুজনাতে কত না দীর্ঘ শরৎ-হেমন্তের রাত কাটিয়েছি পাশাপাশি বসে, তোমাতে আমাতে কত না আনন্দে সময় কাটিয়েছি কত না হেলা-ফেলায়; কেবলমাত্র তোমাতে আমাতে দুজনাতে মিলে তোমার প্রিয় আত্মীয়-আত্মজনকে ওপারের চিরশান্তিতে পাঠিয়েছি—একটিমাত্র পাদ্রীপুরুতের কণামাত্র সাহায্য না নিয়ে।'

শীতে কাতেরীনার সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপছিল। সে-শীত তার জবজবে ভেজা কাপড়-জামা ভেদ করে তার অস্থি-মজ্জা পর্যন্ত পৌঁচচ্ছিল···তার উপর আরো কি যেন কি একটা তার সর্বসত্তা আচ্ছন্ন করে দিচ্ছিল। তার মাথা জ্বলছিল···

সত্যই যেন তার ভিতরে আগুন ধরানো হয়েছে…তার চোখের মণি অস্বাভাবিক রকমে বিস্ফারিত হয়ে গিয়েছে, এক অদ্ভুত তীক্ষ্ণ জ্যোতি এসে সে মণির এখানে ওখানে নাচছে, আর তার দৃষ্টি ঢেউয়ের দোলার দিকে নিশ্চল নিবদ্ধ।

সোনেৎকার গলা ছোট্ট একটি রুপোর ঘণ্টার মত রিনিঝিনি করে উঠলো, 'মাইরি বলছি, এক ফোঁটা ভদ্‌কা পেলে আমি বেঁচে যেতুম ; এ শীতটা যে আমি কিছুতেই সইতে পারছি নে।'

সের্‌গেই ক্রমাগত খোঁচা দিয়ে যাচ্ছিল, 'আসুন না, আমার সদাগরের বেগম, আমাদের একটু খাইয়েই দিন না।'

ভৎর্সনা-ভরা মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে তিয়োনা বললে, 'ছিঃ! তুমি আবার কেন? বিবেক বলে কি তোমার কোনো বস্তু নেই?'

ছোকরা কয়েদী গর্দিউশ্‌কা তার সাহায্যে নেমে বললো, 'সত্যি, এসব ভালো হচ্ছে না।'

'ওর সম্বন্ধে তোমার বিবেকে না বাধলেও, অন্তত আর পাঁচজনের সামনে তোমার হায়া-শরম থাকা উচিত।'

সের্‌গেই তিয়োনার দিকে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, 'তুই মাগী বিশ্বতোষক! তুই আর তোর বিবেক! তুই কি সত্যি ভাবিস ওর জন্যে আমাকে আমার বিবেক খোঁচাবে? কে জানে, আমি আদপেই তাকে কখনো ভালোবেসেছিলুম কি না, আর এখন—এখন তো সোনেৎকার ছেঁড়া চটিজুতোটি পর্যন্ত ঐ চামড়া-ছোলা বেড়ালটার জঘন্য মুখের চেয়ে আমার ঢের বেশী ভালো লাগে। কিছু বলছো না যে? শোনো, আমি কি বলি। সে বরঞ্চ ঐ বাঁকামুখো গর্দিউশ্‌কাটার সঙ্গে পীরিত করুক ; কিংবা—' এবারে সে সন্তর্পণে চতুর্দিক দেখে নিয়ে হিজড়েপানা, ফেল্‌টের জোব্বা-পরা, মাথায়-ঝুঁটিদার-মিলিটারী-টুপিওলা, কয়েদীদের ঘোড়-সওয়ার অফিসারের দিকে তাকিয়ে বললে, 'তার চেয়েও ভালো হয় যদি দলের ঐ বড় অপিসারের সঙ্গে জুটে যায়—আর কিছু না হোক্ ঐ জোব্বার নিচে সে বৃষ্টিতে ভিজবে না।'

আবার সোনেৎকার গলা ছোট্ট একটি ঘণ্টার মত রিনিঝিনি করে উঠলো, 'আর, তখন সবাই তাকে অপিসারের বীবী বলে ডাকবে।'

ফোড়ন দিয়ে সের্‌গেই বললে, 'একদম খাঁটি কথা…আর এক জোড়া মোজার জন্য তার কাছ থেকে পয়সা যোগাড় করাটা হবে ছেলে-খেলা!'

কাতেরীনা আত্মপক্ষ সমর্থন করল না ; সে আরো স্থির অবিচল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ঢেউগুলোর দিকে, শুধু তার ঠোঁট দুটি নড়ছে। সের্‌গেইয়ের